উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮২,৭৫৫.৫১ (+৭০০.৪০)

নিফটি : ২৫,২৪৪.৭৫ (+২০০.৪০)

পরমাণু কর্মসূচি টিকেই!

ইজরায়েলের হামলা এবং মার্কিন সেনার বাংকার বাস্টার বোমার আঘাত সহ্য করেও টিকে গিয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে এমনটাই জানানো হয়েছে। » ৭

৫০-এ আটকানোর হুংকার

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন ৫০-এর নীচে নামিয়ে আনার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৭°	৩৪°	২৭°	৩৪°	২৭°	৩৪°	২৫°

'টেস্টের অনুপযুক্ত ফিল্ডিং' » ১১

১১ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 26 June 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 39

'যুদ্ধ' শেষ। এবার চলো যাই... স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে ইজরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর। বুধবার।

অবশেষে ইতিহাস!

মহাকাশে ভারতের শুভাংশু

ফ্লোরিডা, ২৫ জুন : হঠাৎ ভীষণ ভালো লাগছে!

আকাশে ডানা মেলার আগে লতা মঙ্গেশকরের গানের কলি তাঁর মনে পড়েছিল কি না, কে জানে। তবে ৪১ বছর পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে মহাকাশ ছুঁয়ে সেই গানের কথাই যেন শোনা গেল অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের পাইলট শুভাংশু শুক্লার গলায়। রাকেশ শর্মার পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে পৃথিবীর কক্ষপথে ঢুকে গর্বিত গলায় তিনি বলে উঠলেন, 'দারুণ লাগছে! আমরা এখন পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরছি। এটা ভারতের মানব মহাকাশ অভিযানের শুভসূচনা। জয় হিন্দ, জয় ভারত!'

টানা সাতবার অভিযান থমকে যাওয়ার পর বুধবার স্পেসএক্সের ড্রাগন মহাকাশে উড়ে গেল শুভাংশু সহ চার অভিযাত্রীকে নিয়ে। অভিযানে শুভাংশুর সঙ্গী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেগি হুইটসন, পোল্যান্ডের স্লাভোস উজনানস্কি এবং হাঙ্গেরির টিবর কাপু। ভারতীয় সময় বুধবার বেলা ১২টা ১ মিনিটে আমেরিকায় ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ফ্যালকন ৯ রকেটের সফল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে শুরু হল শুভাংশুদের অভিযান।

১৪ দিনের এই অভিযানে মোট ৬০টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করার কথা। এর মধ্যে ৭টি পরীক্ষা হবে ইসরোর গগনযান মিশনের লক্ষ্যে। সব ঠিকঠাক চললে এই মহাকাশচারীরা প্রায় ২৮ ঘণ্টা কক্ষপথ যাত্রার পর বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছোবেন। এই অভিযান সরাসরি দেখানো হচ্ছিল টিভির পর্দায়। চোখে জল আর ঠোঁটে প্রার্থনা নিয়ে হাতজোড় করে টিভিতে তাকিয়ে বসেছিলেন শুভাংশুর মা আশা শুক্লা।

স্পেসএক্সের ফ্যালকন ৯ রকেটে অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের ড্রাগন স্পেসক্রাফট মহাকাশে পাড়ি দিতেই চোখেমুখে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল তাঁর। আশাবাদী আশা বললেন, 'ও যেন সফল হয়ে নিরাপদে ফিরে আসে।' যাত্রার ঘণ্টাখানেক আগে পরিবারের উদ্দেশে এক বার্তায় শুভাংশু লেখেন, 'আমার জন্য অপেক্ষা করো, আমি আসছি।' স্ত্রী কামনার উদ্দেশে তাঁর আবেগতাড়িত বার্তা ছিল, 'তোমাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ কামনা। তুমি না থাকলে এদিনটা দেখা হত না।'

সমাজমাধ্যম পোস্টে একটি ছবিতে দেখা যায়, কাচের দেওয়ালের দু'পাশে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে বিদায় জানাচ্ছেন দুজনে। পরে কামনা বলেন, 'ছোটবেলা থেকে আমরা হরিহরাত্মা। ভীষণ লাজুক ছেলে। অথচ তার জন্য আজ গোটা দেশ গর্বিত।' অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ অনেকে।

মুর্মু অভিনন্দনবার্তায় লেখেন, 'গোটা দেশ উত্তেজিত। নতুন ইতিহাস গড়লেন শুভাংশু। এক যাত্রায় জুড়ে দিলেন বিশ্বকে।'

এরপর দশের পাতায়

মিশন অ্যাক্সিয়ম-৪

যাত্রারম্ভ
২৫ জুন ২০২৫

লঞ্চ সাইট
লঞ্চ কমপ্লেক্স-৩৯এ, কেনেডি স্পেস সেন্টার, ফ্লোরিডা

রকেট
স্পেসএক্স ফ্যালকন-৯

স্পেসক্রাফট
ক্রু ড্রাগন সি২১৩

ডকিং টাইম
উড়ান শুরুর ২৮ ঘণ্টা পর (ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা নাগাদ)

ফেরা
১৪ দিন পরে

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা
৩১টি দেশের হয়ে ৬০টি পরীক্ষা যার মধ্যে ভারতের ৭টি। শুভাংশু অতিরিক্ত ৫টি পরীক্ষা করবেন নাসার সহায়তায়

একনজরে

- ড্রাগন স্পেসক্রাফট ফ্লোরিডায় নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টারের ৩৯এ লঞ্চ কমপ্লেক্স থেকে মহাকাশে পাড়ি দেয় বুধবার ভারতীয় সময় বেলা ১২টা ১ মিনিটে
- মহাকাশযান প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে প্রতি সেকেন্ডে ৭.৫ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে
- বুধবারও উৎক্ষেপণের আগে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল, যা দ্রুত মেরামত করেন বিজ্ঞানীরা

কে এই শুভাংশু

- জন্ম ১৯৮৫ সালের ১০ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের লখনউতে
- ২০০৬ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দেন
- সু-৩০ এমকেআই, মিগ-২১ ও জাগুয়ারের মতো যুদ্ধবিমান উড়ানের দক্ষতা অর্জন। মোট উড়ানের সময় ২,০০০ ঘণ্টার বেশি
- ২০১৯ সালে মহাকাশ অভিযানের জন্য নির্বাচিত। রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন মহাকাশ প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কঠোর প্রশিক্ষণ

মিশনের তাৎপর্য

- দ্বিতীয় ভারতীয় কোনও নভশ্চর পা রাখবেন মহাকাশে
- বহু যুগ পরে মহাকাশে ফিরল পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি
- বেসরকারি মহাকাশকেন্দ্র গঠনের মহড়া হবে এই অভিযানে
- ভবিষ্যতে জাতীয় স্তরে মহাকাশ অভিযানের রাস্তা খোলা

নভশ্চরদের কার কী ভূমিকা

- মিশনের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেগি হুইটসন
- মিশনের পাইলট ভারতের শুভাংশু শুক্লা
- মিশন বিশেষজ্ঞ পোল্যান্ডের স্লাভোস উজনানস্কি
- দ্বিতীয় মিশন বিশেষজ্ঞ হাঙ্গেরির টিবর কাপু

মৃত শিশুকে মেডিকেলে রেফার, অভিযুক্ত চিকিৎসক

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৫ জুন : মৃত নবজাতককে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বেনজির নিদান ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের এক চিকিৎসকের। প্রতিবাদ করায় ওই চিকিৎসক উলটে পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ। অমানবিক এই ঘটনায় মঙ্গলবার গভীর রাতে ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটিতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভ উগরে দেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা।

অভিযোগ, ভর্তি না করেই সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটে (এসএনসিইউ) নবজাতককে নিয়ে যান স্বাস্থ্যকর্মীরা। সেখানে তার বুকে ইনজেকশন দেওয়ার একটু পরেই শিশুর মৃত্যু হয়। এরপরেই মৃত নবজাতককে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। মৃতকে কেন মেডিকেলে রেফার করা হচ্ছে বলতেই পরিবারের সদস্যদের পুলিশ ডেকে গ্রেপ্তার করার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বচসা বড় আকার ধারণ করলে ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস পুলিশবাহিনী নিয়ে পৌঁছান সুপারস্পেশালিটিতে। খবর পেয়ে পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অমলকুমার সরকার হাসপাতালে গিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। অমল বলেন, 'মৃত শিশুকে নথিপত্র ছাড়া কীসের ভিত্তিতে চিকিৎসক মেডিকেলে নিয়ে যেতে বললেন? এসব কী চলছে হাসপাতালে?'

যদিও হাসপাতালের সহকারী সুপার মুর্তজা আলির দাবি, 'নবজাতকের শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না বলেই মানবিক কারণে ভর্তির নথিপত্র ছাড়াই তাকে এসএনসিইউতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শিশুটির অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় চিকিৎসা দিয়ে বাইরে নিয়ে যেতে বলা হয়। শিশুটি হাসপাতালে নয়, হাসপাতাল থেকে নীচে নামার সময় মারা গিয়েছে। চিকিৎসায় গাফিলতি সহ অমানবিক আচরণের অভিযোগ ঠিক নয়।'

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, খবরগাঁও এলাকার বাসিন্দা নিগারা খাতুন নামে এক মহিলা তিনদিন আগে বাড়িতেই পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এরপর দশের পাতায়

পেট বড় বালাই

নিরাপত্তার দাবিতে পথে পরিযায়ীরা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৫ জুন : পেটের খিদে মেটাতে ওড়িশায় যেতে হয়েছিল। কিছু রোজগার করে বৌ-বাচ্চার মুখে একটু হাসি ফোটানোর ইচ্ছায় ঘর থেকে দূরে দিনরাত এক করে কাজ করছিলেন। কিন্তু বাংলাভাষী হওয়ার খেসারত দিতে হল জালালপুরের আবদুল জব্বার, একরামুল শেখদের। মালদা-মুর্শিদাবাদের নাম দেখেই বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুনেতে ফেরত গেলে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর করা হচ্ছে ওড়িশাতেও।

মাস কয়েক আগে দিনমজুরির কাজ করতে ওড়িশায় গিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশি সন্দেহে ওড়িশা থেকে তাঁদের মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেসময়ে ভয়ে অনেকেই আর কাজে ফেরত যাননি। কিন্তু ইদের পর সাহস করে এক্রামুলরা দল বেঁধে ফের ওড়িশামুখী হন। সেখানে পৌঁছাতেই ফের হুমকির মুখে পড়েন। আতঙ্কে রুটিরুজি ছেড়ে মালদায় ফিরে আসতে বাধ্য হন। কিন্তু এবার আর চুপ থাকেননি। রুজি হারিয়ে এবার তাঁরা লাল পতাকা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ভিনরাজ্যে নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে সিটুর নেতৃত্বে বুধবার মিছিল করেন। জেলা শাসকের কাছে দাবিপত্র তুলে দেন। তাঁদের প্রশ্ন, ভিনরাজ্যে কেন বারবার আক্রান্ত হতে হবে? ভিনরাজ্যে কাজে গেলে নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি তোলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা।

তবে শুধু ওড়িশায় নয়, ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে হয় পুনেতেও। বুধবার সিটু অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ডাকা মিছিলে চলতে চলতে ভূতনির পরিযায়ী শ্রমিক মহিদুল ইসলাম বলেন, 'কয়েক হাজার শ্রমিক পুনেতে ফেরি করে বেড়ান। কেউ মালদার আম সহ বিভিন্ন রকম ফল বিক্রি করেন, কেউ আবার কাজ করেন দিনমজুর হিসেবে। অনেকেই পুনের এমআইটি কলেজের সামনে ফলের জুস বিক্রি করেন। অনেকেরই খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

ফল বিক্রেতা মাহিদুল ভিনরাজ্যের সেই অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে বলেন, 'পুনেজুড়ে একটা গ্যাং ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু মহিলা রয়েছে। তারা এসেই আমাদের আধার কার্ড দেখতে চাইছে। আমরা বৈধ আধার কার্ড দেখালেও মালদা-মুর্শিদাবাদের নাম দেখেই বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাউকে মারধর করা হচ্ছে, কারও দোকানঘর ভেঙে ফেলা হচ্ছে। বাংলায় ফিরে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি ফের পুনেতে দেখলে মেরে ফেলা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ভয়ের চোটে আমরা অনেকেই চলে এসেছি।'

কালিয়াচকের জালালপুরের জব্বারের গলাতেও ক্ষোভের সুর শোনা যায়। তাঁর কথায়, 'ওই এলাকা থেকে তিন-চার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ওড়িশায় রয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

বিপাকে শ্রমিকরা

- পুনেতে ফেরত গেলে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে
- পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর করা হচ্ছে ওড়িশাতেও
- বাংলায় ফিরে আসার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে শ্রমিকদের

হেনস্তা, তবু রাজস্থানে ইটাহারের শ্রমিকরা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রণবীর দেব অধিকারী

কলকাতা ও ইটাহার, ২৫ জুন : চরম হেনস্তা সত্ত্বেও রাজস্থান থেকে ঘরে ফেরার কথা আপাতত ভাবছেন না ইটাহারের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিকরা। রুটিরুজির জন্যই সেখানে পড়ে থাকতে চান তাঁরা। এদিকে, বিজেপি শাসিত রাজস্থানে বাঙালি শ্রমিকদের এই হেনস্তা নিয়ে এখন বঙ্গ রাজনীতি সরগরম। বাংলাভাষী শ্রমিকদের এই হেনস্তাকে ভালো চোখে দেখছে না বাংলায় বসবাসকারী মাড়োয়ারি সমাজ।

মঙ্গলবার ইটাহারের নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ২৫০ শ্রমিককে রাজস্থানে আটকে রাখার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই রাজ্যের সরকারের সঙ্গে কথা বলতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ছেড়ে দেওয়া হয় ওই বাঙালিদের। রাজস্থান পুলিশ বুধবার সকালে সে খবর নবান্নে জানিয়েও দেয়। ওই শ্রমিকদের পরিচয়পত্রে কিছু গরমিল থাকায় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল বলে নবান্নকে জানায় রাজস্থান সরকার।

মঙ্গলবার খবর পেয়ে দিনভর উদ্বেগে কাটিয়েছে ইটাহারের খিসাহার গ্রাম। ওই গ্রামের বাসিন্দারাই রাজস্থান পুলিশের হাতে আটকে ছিলেন। পরে সবাই মুক্তি পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও গ্রামে তাঁদের পরিজন এখনও চিন্তিত। সবার মনে এখনও কী হয়, কী হয় ভাব! কিন্তু রুটিরুজির কথা ভেবেই কাউকে ঘরে ফেরার কথা বলতে পারছে না পরিজন।

খিসাহারের সলিমুদ্দিন শেখের ছেলে ও বৌমা থাকেন রাজস্থানে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এবার মার দেওয়ার নিদান সুকান্তর

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২৫ জুন : কিছুদিন আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে 'লাস্ট ওয়ার্নিং' দিয়েছিলেন তিনি। এবার পালটা মার দেওয়ার নিদান দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতির। বুধবার বিজেপির প্রতিবাদ সভায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে বলতে শোনা যায়, 'এতদিন আপনারা মার খেয়ে এসেছেন। এবার সময় বদলাচ্ছে। এখন মার দেবার পালা এসেছে।' সিনেমার প্রসঙ্গ টেনে তিনি তৃণমূলকে ভিলেন হিসেব তুলে ধরে বলেন, 'প্রথমে নায়ককে মার খেতে হয়। পরবর্তীতে পালটা মার খায় ভিলেন। বিজেপির মার খাওয়ার দিন শেষ। এবার ভিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মার খাওয়ার দিন আসছে।' স্বাভাবিকভাবে বালুরঘাটের সাংসদকে পালটা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলছেন, 'উনি মাঝে মাঝেই লাস্ট ওয়ার্নিংয়ের কথা বলেন। যদিও সাল বলেন না। আমরা সালটা জানতে চাই। উনি দিন, সময় এবং জায়গার কথা বলুন, আমরা সেখানে যাব।'

সময় জানতে চাইল তৃণমূল

বঙ্গ রাজনীতিতে সুকান্তের আলাদা একটা পরিসর রয়েছে। সাধারণত তিনি কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন না। এমনকি নানান ঘটনা এবং রাজ্যের শাসকদলের সমালোচনা তাঁর মুখে শোনা গেলেও, সেই অর্থে হুমকি বা হুঁশিয়ারি দিতে তাঁকে সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু কিছুদিন ধরেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি অন্যমাত্রায় ধরা দিচ্ছেন। যে কারণে এদিন তিনি যখন পালটা মারের কথা বলছেন, তখন বিজেপি কর্মীদের বড় একটা অংশের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা দেখা যায়। বালুরঘাটে মেডিকেল কলেজ তৈরি, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস চালু সহ একাধিক দাবি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের অভিযোগে বুধবার বিকেলে বালুরঘাটে প্রতিবাদ মিছিল শেষে জেলা শাসকের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে বিজেপি। ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে এদিন দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা বসে পড়েন অবস্থান বিক্ষোভে। এমন কর্মসূচি থেকে তৃণমূল এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ তোলা হয়। পরে দলীয় একটি প্রতিনিধিদল ১৫ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি জেলা শাসকের কাছে জমা দেয়। এই কর্মসূচিতেই তোপ দাগেন সুকান্ত। এদিনের কর্মসূচিতে সুকান্ত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু, গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী প্রমুখ।

অন্যদিকে, জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরে দিনটিকে কালা দিবস হিসেবে পালন করে বিজেপি। তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধির সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে সাধারণ মানুষ এবং এরপর দশের পাতায়

বর্জ্যের পাহাড়ে বিপ্লব ভুট্টার ব্যাগে

তমালিকা দে

দার্জিলিং, ২৫ জুন : 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার...', লিখেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। ওঁরা সুকান্ত পড়েননি। কিন্তু পাহাড়ের মাটিকে বাসযোগ্য করে তোলার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

কেউ ১০-এর ঘরে আটকে গিয়েছেন। কেউ আবার দ্বাদশ শ্রেণির গণ্ডি টপকাতে পারেননি। বর্তমান সময়ে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে যা কোনও মাপকাঠি নয়। কিন্তু ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'শিক্ষা কেবল পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন নয়। বরং এটি মানুষের অন্তর্গত সত্তার জাগরণ...।' নিজস্ব সত্তার জাগরণ থেকেই ওঁরা নেমে পড়েছেন পরিবেশ বাঁচাতে।

ওঁরা দার্জিলিংয়ের ঘুমের বাসিন্দা পালডন শেরপা, লাকড়া শেরপা, প্রমোদ তামাং, সমীর খাতি এবং দোরজে শেরপা। প্রত্যেকের বয়স ৪০-এর ঘরে। এই পাঁচ তরুণের নয়া জোটই নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখাচ্ছে পাহাড়কে। পাহাড়ের পরিবেশ রক্ষায় ভুট্টার দানা থেকে তৈরি করছেন পচনশীল ক্যারিব্যাগ।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

জঞ্জালের স্তূপ দার্জিলিংয়ে। আশা জাগাচ্ছে ভুট্টা থেকে তৈরি নয়া ব্যাগ।

তাঁদের এমন উদ্যোগ সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পেলে দূষণের মাত্রা কমবে, মনে করছে প্রশাসনও। তবে কয়েক মাসের মধ্যে যেভাবে ওঁদের তৈরি ক্যারিব্যাগের চাহিদা বাড়ছে, তাতে দিনবদলের ইঙ্গিত মিলছে।

কিন্তু এত কাজ থাকতে কেন ভুট্টার দানা দিয়ে ক্যারিব্যাগ তৈরির সিদ্ধান্ত? উত্তরে সামনে আসে পাহাড়েও আবর্জনার স্তূপের ছবিটা। অসচেতন পর্যটকদের ভিড়ে দার্জিলিংয়ের বায়ু এখন দূষিত। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে পাহাড়িয়াদের।

বায়ুতে দূষণের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকায় মানসিকভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন ওঁরাও। তাই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত প্রমোদরা যেখানে আবর্জনা দেখেন, দ্রুততার সঙ্গে তা পরিষ্কার করছিলেন দীর্ঘদিন ধরেই। দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে বস্তা বস্তা পলিব্যাগ সংগ্রহ করার মধ্যে দিয়ে ওঁরা ধরতে পারেন গোড়ায় গলদ। পলিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করতে না পারলে যে পরিবেশ রক্ষা সম্ভব নয়, সেই সচেতনতা থেকেই ওঁরা বেছে নেন ভুট্টার দানা। সমীর বলছিলেন, 'পলিব্যাগের ফলে মাটি দূষণ, ঝোরা, নিকাশির মুখ বুজে যাওয়া, এমনকি ফেলে দেওয়া পলিব্যাগ খেয়ে গবাদিপশু অসুস্থ হওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে দেখেছি। কীভাবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, সেই ভাবনা থেকেই পলিব্যাগের বিকল্প হিসেবে আমাদের এই উদ্যোগ। স্কুল, কলেজ, বিশেষ করে বাজারগুলোতে গিয়ে আমরা এই

এরপর দশের পাতায়

ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি নিয়ে আগ্রহী কাঞ্চন

মালে মন্ত্রী বুলুর সঙ্গে আলাপচারিতা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৫ জুন : কালিম্পং জেলার লাভায় ছবির শুটিং সেরে ট্রেনে কলকাতা ফেরার আগে বুধবার বিকেলে খানিকটা সময় মাল শহরে এসে কাটালেন অভিনেতা তথা বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। শহরের সরকারি টুরিস্ট লজে তিনি সাক্ষাৎ করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা অনগ্রসর শ্রেণি ও আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের সঙ্গে। মন্ত্রী পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানান কাঞ্চনকে। দলীয় নেতা-কর্মীদের সেলফির আবদার রক্ষা করতেও দেখা যায় কাঞ্চনকে। এদিন কাঞ্চনের কাছে সাংবাদিকরা ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটির প্রসঙ্গ তুললে কাঞ্চনকে এব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী দেখায়। এ ব্যাপারে তিনি নিজের মতামতও জানান।

আসছে শীতে বড় পর্দায় মুক্তি পাবে অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল। ছবির উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন কাঞ্চন মল্লিক, মিমি চক্রবর্তী, স্বস্তিকা দত্ত, মানসী সিনহা, বনি সেনগুপ্ত প্রমুখ। গত কয়েকদিন ছবির একটি অংশের শুটিং হয়েছে লাভায়। মাল শহরে এসে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি এদিন কাঞ্চন মাল শহরের শিবোহম বালাজি মন্দির দর্শন করতে যান। তারপর সন্ধ্যায় নিউ মাল জংশন স্টেশনে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে চেপে কলকাতা রওনা হন।

ডুয়ার্সে শুটিংয়ে এসে কাঞ্চন বলেন, 'প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্সের পর্যটন মানচিত্রে। পর্যটনের পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ডুয়ার্স।' তবে বিভিন্ন সময়ে ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির দাবি উঠেছে। সে বিষয়ে কাঞ্চনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করে ডুয়ার্সের প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে একটি ফিল্ম সিটি হলে চলচ্চিত্র শিল্পের যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে। পাশাপাশি প্রচুর কর্মসংস্থান হবে।' ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলবেন বলে জানান কাঞ্চন। তাঁর সংযোজন, চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির দাবি যদি মুখ্যমন্ত্রীর কানে একবার তোলা যায়, তাহলে সেই কাজ নিশ্চিত হবেই। দক্ষিণবঙ্গে বারুইপুরে তৈরি হচ্ছে ফিল্ম সিটি। সেটির অনুকরণে ডুয়ার্সে তৈরি হলে সেটা করতে হবে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইককে তিনি অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গত, কাঞ্চন স্পষ্ট করে জানান, পরিচালক রাজ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে জুন মালিয়া সকলেই ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির পক্ষে।

সরকারি টুরিস্ট লজে কাঞ্চন মল্লিকের সঙ্গে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক।

গরুমারার নিরাপত্তায় নতুন ৪টি ড্রোন

লাটাগুড়ি ও মেটেলি, ২৫ জুন : গরুমারার বনে নিরাপত্তা বাড়াতে এবার বেশি সংখ্যায় ড্রোন ব্যবহার করতে চলেছে বন দপ্তর। সেই লক্ষ্যে বুধবার গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অন্তত ৫০ জন বনকর্মীকে ড্রোন ওড়ানোর বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় মূর্তিতে। বর্তমানে গরুমারার নিরাপত্তায় একটি মাত্র ড্রোন রয়েছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আরও চারটি ড্রোন আনা হবে। সেগুলি পরিচালনার জন্যই এই প্রশিক্ষণ শিবির।

গরুমারায় একশৃঙ্গী গন্ডার পর্যটকদের যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি এই গন্ডার চোরাশিকারিদের অন্যতম টার্গেট। তাই এই গন্ডারদের নিরাপত্তার জন্য বন দপ্তর দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছে। হেঁটে, কুনকি হাতিদের সাহায্যে গন্ডারদের পাশাপাশি অন্যান্য বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তার জন্য নজরদারি চালান বনকর্মীরা। তবে ইদানীং এই নজরদারির জন্য ড্রোন ক্যামেরারও বিশেষ ব্যবহার করছে বন দপ্তর।

এই মুহূর্তে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে একটি ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয় গোটা জঙ্গলে। কিন্তু তা গরুমারার জঙ্গল ও আয়তন অনুসারে পর্যাপ্ত নয় বলেই মনে করে বন দপ্তর। তাই ড্রোনের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

সেই লক্ষ্যেই এদিন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জের ৫০ জন বনকর্মীকে ড্রোন পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে মূর্তি টেন্টে শিবিরটি হয়েছে। গরুমারার এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'ড্রোনের মাধ্যমে জঙ্গলে ভালো নজরদারি চালানো যায়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, চারটি নতুন ড্রোন গরুমারার জঙ্গলে নজরদারির জন্য কেনা হবে। আগামীতে গরুমারার আটটি রেঞ্জে আলাদা করে ড্রোনও দেওয়া হবে।'

Innovation and Entrepreneurship Federation of CCS NIAM (IEF of CCS NIAM)
Regd. Office: C/O CCS NIAM, Kota Road, Bambala, Jaipur, Rajasthan
(Agri Business Incubator under RKVY Innovation and Agri-entrepreneurship Programme, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India)

Call for Applications from Indian Agri Startups & Agri Innovators for Cohort-13 under RKVY–RAFTAAR

IEF of CCS NIAM invites application from Indian Agri startups, Agri innovators and Students having unique agri-business ideas, prototypes and innovations in Agriculture & Allied Sector for its Student Orientation Programme (SOP) grant-in-aid upto ₹ 4 lakhs, Agripreneurship Orientation Programme (AOP) grant-in-aid upto ₹ 5 lakhs and Startup Agri Business Incubation Programme (SABIP) grant-in-aid upto ₹ 25 lakhs. After successful completion of one-month incubation programme, selected startups will be eligible for grant-in-aid support for developing their respective novel agri-business idea/prototype/MVP.

CBC 01375/11/0001/2526

Last date for application: 30th September 2025.
For more details visit: www.niam-nabi.com, E-mail:nabi@ccsniam.ac.in Mob.+9188758 70034/ 9167963551

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
SITAI PANCHAYAT SAMITY

E-tender are invited for scheme in different places of **Sitai Panchayat Samity (Fund-15th and Others)** against the Tender Number is **03/EO/SITAI PS/2025-26**. For details please visit **http://wbtenders.gov.in** and **http://etender.wb.nic.in** the last date for submission of tender is 26/06/2025 (upto 11:00 A.M.).

Sd/-
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

Government of West Bengal
E-Tender Notice

E-Tender is hereby invited from the bonafide contractors vide NIT NO DIS/SE/I-TAX/SLG ZONE/2025, dt. 25/06/2025. Last date of submission bids (online) 10/07/2025 upto 06:00 P.M. Others details can be seen from the Notice board of the undersigned in any working days as well as in **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
District Inspector of Schools, SE Siliguri

NOTICE

e-Tender are being invited from eligible and resourceful contractors/ bidders for **NIeT No. 1836/2025-26 & 1837/2025-26** both dated **25-06-2025**, for Repairing and Renovation of Different Primary Schools under Jalpaiguri District.

For details, information will be available in https://wbtenders.gov.in. Date for submission of bids starts from **27-06-2025 at 12:00 PM**. Last date for submission of tender is **11-07-2025 upto 18:00 hrs**. other relevant information will be available in the office of the undersigned during working hours.

Sd/-
Secretary
District Primary School Council
Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখঃ ২৩.০৬.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এমএলডিটি_এসএনটি_ ২৫-২৬_২৫_ওটি। কাজের নামঃ** মালদা ডিভিসনের মেল লাইনে বরিয়ারপুর (বিইউপি) এবং ধরহরা (ডিআরএইচ)-এর জন্য সিআইবি টিআইবি-র সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৬০,০১,১০০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৩০,১০০ টাকা। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৬.২০২৫ থেকে ১৪.০৭.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ** ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in** নোটিস বোর্ড ঃ সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা। (MLD-93/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

ল্যাডার শিফটিং-এর কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে **২২.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের** প্রি নন-ইন্টারলকিং এবং **২৬.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ২৮.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের** নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ-

বাতিল

● **বর্ধমান থেকে ঃ** (১) ৬৩৫০৫ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ও (২) ৬৩৫০৭ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। (৩) ৬৩৫১১ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ তারিখে। (৪) ৬৩৫১৩ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৫) ৬৩৫৪৯ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৬) ৬৩৫১৭ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৭) ৬৩৫২৩ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৮) ৬৩৫৮৩ বর্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ও (৯) ৬৩০১১ বর্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। ● **আসানসোল থেকে ঃ** (১) ৬৩৫০৬ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ও (২) ৬৩৫০৮ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। (৩) ৬৩৫১২ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ তারিখে। (৪) ৬৩৫১৬ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ, (৫) ৬৩৫২২ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ, (৬) ৬৩৫২৬ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ও (৭) ৬৩৫২৪ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। ● **রামপুরহাট থেকে ঃ** (১) ৬৩৫৮৪ রামপুরহাট-বর্ধমান এমইএমইউ ও (২) ৬৩০১২ রামপুরহাট-বর্ধমান এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে।

মেল/এক্সপ্রেস বাতিল

● **আপ ট্রেন ঃ** (১) **১৩৫০৩ বর্ধমান-হাতিয়া এমইএমইউ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (২) **১৩১৮৭ শিয়ালদহ-রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৩) **১২৩৩৭ হাওড়া- বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৪) **১২৩৪৭ হাওড়া- রামপুরহাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৫) **১৩০১১ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৬) **২২৩২১ হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৭) **১২৩৮৩ শিয়ালদহ-আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৮) **১৩১৭৯ শিয়ালদহ- সিউড়ি এমইএমইউ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)।

● **ডাউন ট্রেন ঃ** (১) **১৩৫০৪ হাতিয়া-বর্ধমান এমইএমইউ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (২) **১৩১৮৮ রামপুরহাট - শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৩) **১২৩৩৮ বোলপুর - হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৪) **১২৩৪৮ রামপুরহাট - হাওড়া এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৫) **১৩০১২ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫, ২৭.০৮.২০২৫ ও ২৮.০৮.২০২৫)। (৬) **২২৩২২ সিউড়ি - হাওড়া হুল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৭) **১২৩৮৪ আসানসোল - শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৮) **১৩১৮০ সিউড়ি - শিয়ালদহ এমইএমইউ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)।

মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন

● **আপ ট্রেন ঃ** (১) **১২৩৪৩ শিয়ালদহ-হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম-নৈহাটি লিংক কেবিন- ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ -নিউ ফারাক্কা হয়ে চলবে। (২) **১৩০১৭ হাওড়া-আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৩) **১৩০২৭ হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, অম্বিকা কালনা, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, সালার, বাজারসৌ, খাগড়াঘাট রোড ও আজিমগঞ্জ স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া- আজিমগঞ্জ হয়ে চলবে। (৪) **১২৩৭৭ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৫) **১৩১৫৩ শিয়ালদহ-মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম-নৈহাটি লিংক কেবিন- ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে। (৬) **১২৩৪৫ হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (৭) **১৩০১৫ হাওড়া- জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (৮) **১৩০৫৩ হাওড়া- রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (৯) **১৩০৩১ হাওড়া- জয়নগর এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১০) **১৩১৫৯ কলকাতা-যোগবাণী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫), (১১) **১২৩৬৩ কলকাতা-হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫) ও (১২) **১৩১৬১ কলকাতা-বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে। (১৩) **১৩১৪৭ শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১৪) **১৩১৪৯ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১৫)**১৩১৭৫ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৮.২০২৫) ও (১৬) **১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম- নৈহাটি লিংক কেবিন- ব্যান্ডেল- কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে।

● **ডাউন ট্রেন ঃ** (১) **১২৩৪৪ হলদিবাড়ি - শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - ব্যান্ডেল - নৈহাটি লিংক কেবিন - দমদম হয়ে চলবে। (২) **১৩০১৮ আজিমগঞ্জ- হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৩) **১৩০২৮ আজিমগঞ্জ - হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) খাগড়াঘাট রোড, বাজারসৌ, সালার, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও অম্বিকা কালনা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ-কাটোয়া - ব্যান্ডেল হয়ে চলবে। (৪) **১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫) ও (৫) **১৩১৫৪ মালদা টাউন -শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) নিউ ফারাক্কা, জঙ্গীপুর রোড, আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর- কাটোয়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি লিংক কেবিন-দমদম হয়ে চলবে। (৬) **১৩১৪৮ বামনহাট- শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫), (৭)**১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫), (৮) **১৩১৭৪ সাব্রুম - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫), (৯) **১২৩৬৪ হলদিবাড়ি -কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৮.২০২৫), (১০) **১৩১৬২ বালুরঘাট - কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (১১)**১৩১৭৬ শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া - ব্যান্ডেল- নৈহাটি লিংক কেবিন - দমদম হয়ে চলবে। (১২) **১২৩৪৬ গুয়াহাটি - হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫), (১৩) **১৩০১৬ জামালপুর -হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১৪) **১৩০৫৪ রাধিকাপুর - হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (১৫) **১৩০৩২ জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর- কাটোয়া - ব্যান্ডেল হয়ে চলবে।

সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু

২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে ঃ (১) **৬৩৫১৯ বর্ধমান - বোকারো স্টিল সিটি এমইএমইউ** বর্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং বোকারো স্টিল সিটি পর্যন্ত যাবে। (২) **৬৩৫২০ বোকারো স্টিল সিটি-বর্ধমান এমইএমইউ** বর্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।

পুনর্নির্ধারণ

(১) **৬৩০৬৩ বর্ধমান - তিনপাহাড় এমইএমইউ** বর্ধমান থেকে ২৬.০৮.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.০০ ঘ.-তে এবং ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.৪০ ঘ.-তে পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) **২২৩০১ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস** হাওড়া থেকে ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে ০৫.৫৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৬.৩০ ঘ.-তে পুনর্নির্ধারিত হবে।

নিয়ন্ত্রণ

(১) **১২৫১৪ শিলচর -চারলাপল্লি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৮.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) **১২৫০৮ শিলচর -তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল অরোনাই এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৮.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (৩) **২২৫০৪ ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫) পথিমধ্যে ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ১৩৪২৭ /১৩৪২৮ হাওড়া - সাহেবগঞ্জ - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে ঝাপটের ঢাল এবং রামপুরহাট স্টেশনের মধ্যবর্তী সকল স্টেশনে থামবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং পুনরায় কোনো নতুন চালু করা ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, ব্লক চলাকালীন যাত্রাপথে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে/ পথ পরিবর্তন করবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ
কৃষি শিক্ষা বিভাগ
কৃষি অনুসন্ধান ভবন II, পুসা
নিউ দিল্লি-১১০০১২

নেতাজি সুভাষ আইসিএআর আন্তর্জাতিক ফেলোশিপ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) ভারতীয় তার সাথে বিদেশি অধিবাসী যাঁরা অ্যাগ্রিকালচারে স্নাতকোত্তর করেছেন এবং এর স্বজাতীয় কোনও একটি বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর করেছেন তাঁদের নেতাজি সুভাষ আইসিএআর আন্তর্জাতিক ফেলোশিপের (এনএস-আইসিএআর আইএফএস) জন্য আবেদনের আহ্বান জানাচ্ছে। এনএস আইসিএআর আইএফ অ্যাগ্রিকালচারে অথবা এর সঙ্গে সম্পর্কিত স্বজাতীয় বিজ্ঞান বিভাগের চিহ্নিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ে ডক্টরাল ডিগ্রি ধারণ করতে সাহায্য করে।
(১) ভারতীয় আবেদন প্রার্থীরা বিদেশে চিহ্নিত বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়/ সংস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।
(২) বিদেশি আবেদনপ্রার্থীরা আইসিএআর এইউ সিস্টেমের অন্তর্গত ভারতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।
যার দ্বারা তাঁদের বলিষ্ঠ গবেষণার ক্ষেত্র এবং শিক্ষাদানের ক্ষমতা গড়ে উঠবে।
তিন বছরের সময়কালে ত্রিশ (৩০)টি ফেলোশিপ উপলব্ধ থাকবে।
বিস্তারিত নির্দেশিকা, পড়াশোনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় এবং আবেদনের নিয়মাবলি আইসিএআর ওয়েবসাইট www.icar.org.in-এ উপলব্ধ রয়েছে। আবেদনপত্রটি ৩১শে জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে adg.hrd.application@gmail.com ইমেলের মাধ্যমে এডিজি (এইআরডি)-এর কাছে। "অ্যাপ্লিকেশন ফর এনএসআইএফ : আবেদনকারীর নাম এবং যোগাযোগের নং"- ইমেলের বিষয় বিভাগে উল্লেখ করার পর জমা করতে হবে।
আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :- ৩১ শে জুলাই ২০২৫
CBC-01304/11/0001/2526

অ্যাফিডেভিট

Siliguri E.M. Court এর Affidavit বলে DL ভুল থাকায় Prabin Paul বদলে Prabir Paul হইলাম। (C/117210)

আমার টাইটেল ডিড নং 6920 & I - 5522 নাম ভুল থাকায় গত 25-06-2025, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sujit Dey এবং Tapas Chandra Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হোগলাবাড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/115986)

আমি Subroto Das, পিতা স্বঃ সুবোধ চন্দ্র দাস, দক্ষিণ ভারতনগর, ২৪ নং ওয়ার্ড, শিলিগুড়ি। আধার কার্ডে আমার নামের বানান ভুল থাকায় JM 1st Class 4th Court-এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা "Subrato Das" ও "Subrata Das" এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/113528)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, ঘোষপুকুর শপিংমলে ও ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ির জন্য গার্ড চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেসে, বেতন - 12,000/- (PF, ESI) - 9933119446. (C/117207)

Teachers required for RSM Public school, Gahmar Ghazipur,(U.P). English Medium for class 10th(Science Math & Music). Good salary+fooding & lodging free. 86044-60736, 96963-01588. (C/116847)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর জন্য B+ কিডনিদাতা প্রয়োজন, সহৃদয় ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। ফোন - 9800729389. (B/S)

মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর : 8972377039.

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে নিরঞ্জননগর আম্বেদকর ক্লাবের নিকট 2.6 কাঠা জমি বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। (M) 91633-58753. (C/116846)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

লামডিং ডিভিশনে এস অ্যান্ড টি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা

ই-টেন্ডার নং ঃ এসএনটি-১২-এলএমজি-২০২৫-২৬, **তারিখ ঃ** ২৩-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনে ০২ বছরের জন্য এস অ্যান্ড টি ডিপার্টমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ সহ রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে এস অ্যান্ড টি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং টেকনিক্যাল টিম মোতায়েনের মাধ্যমে নন-সেফটি ক্রিটিক্যাল কার্যক্রম সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২২,৫৮,৪৭,৮৬৬.৪৬/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১২,৭৯,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং **খোলা** ০৯-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিজি কোচগুলিকে এআরটি-অল ইকুইপমেন্ট ভ্যান-১০ কোচে রূপান্তর

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি- ১০-২০২৫-২৬, **তারিখ ঃ** ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** ১ বছর সময়ের জন্য আরএসপি, এলএইচবি বুক নং. ৭১৯ অফ ২০২৪-২৫ এর বিরুদ্ধে অনুমোদন দেওয়া ডিবিডব্লিউএস-এ বিজি কোচগুলিকে এআরটি-অল ইকুইপমেন্ট ভ্যান-১০ কোচে রূপান্তর। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৪,৮৩,২০৭.৫৮ টাকা জিএসটি সহ; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,১২,৪০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ১২-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১২-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টায় **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ১২-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার/ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ/ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

SENIOR MARKETING MANAGER (SPACE & MEDIA SALES)

Uttar Banga Sambad, North Bengal's largest circulated newspaper, is seeking a dynamic and results-driven **Senior Marketing Manager (Space & Media Sales)** to join our team.

Based in **Siliguri**, the successful candidate will be responsible for spearheading advertisement generation across both print and digital platforms throughout the entire North Bengal region. This role requires extensive travel to liaise with prospective clients and advertising agencies. You will also lead and mentor a team of marketing executives.

We are looking for a **go-getter**, a **result-oriented** professional, and a **hard taskmaster** who can consistently achieve targets and drive growth.

In return, we offer an **excellent salary** coupled with an attractive **incentive package**.

Interested candidates are invited to email their detailed resume to **jobs.uttarbanga@gmail.com** by **June 30, 2025.**

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আমার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। বৃষ : শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে চিন্তা কাটবে। দূরের কোনও ব্যবসায়ী বন্ধুর সহায়তায় আর্থিক সমস্যা দূর হবে। মিথুন : ব্যবসায়ীদের সারাদিন ভালোমন্দে কেটে যাবে। বকেয়া ঋণ শোধ করার সুযোগ পাবেন। কর্কট : সামাজিক বা ধর্মীয় কাজে অংশ নিয়ে আনন্দে থাকবেন। কর্মপ্রার্থীরা চাকরির সুযোগ পাবেন। সিংহ : স্ত্রীকে মনের কথা বলে স্বস্তি। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বিদ্যার্থীদের শুভ। কন্যা : কাউকে কোনও সহযোগিতা করে প্রশংসিত হবেন। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে সুফল পেতে পারেন। তুলা : কর্মক্ষেত্রে মেজাজ হারিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যায় জেরবার হতে পারেন। বৃশ্চিক : নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ কাজে লাগান। ধনু : কোনও আত্মীয়ের উসকানিতে পারিবারিক অশান্তি বাড়বে। টাকাপয়সা খুব সাবধানে রাখুন। মকর : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক আলোচনায় সমস্যা মিটবে। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। কুম্ভ : বাবা মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তব হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ একটু বাড়বে। মীন : বুদ্ধির জোরে শেয়ার বাজার থেকে ভালো আয় করতে সক্ষম হবেন। বাবার পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৫ আষাঢ়, ২৬ জুন ২০২৫, ১১ আহার, সংবৎ ১ আষাঢ় সুদি, ২৯ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।২৪। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ দিবা ২।৪১। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ১০।২৫। ধ্রুবযোগ রাত্রি ২।২০। ববকরণ দিবা ২।৪১ গতে বালবকরণ রাত্রি ২।০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১০। ২৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৩।৫৫ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১০।২৫ গতে দ্বিপাদদোষ, দিবা ২।৪১ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে দিবা ২।৪১ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৩।২ গতে ৬।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪০ গতে ১২।৫৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১০।২৫ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।৫ গতে পূর্বে উত্তরেও নিষেধ, দিবা ২।৪১ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১০।২৫ গতে ৩।২ মধ্যে পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন ভূমিক্রয়বিক্রয় কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১০।২৫ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৩।২ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন, রাত্রি ২।২০ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বালুরঘাটে ট্রেনের চাকা গড়াল রেক পয়েন্টে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৫ জুন : নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুলল বালুরঘাটে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ও ভারতীয় রেলের সাইলো গোডাউন চালু হল। একইসঙ্গে বুধবার রেক পয়েন্টে প্রথম ট্রেনের চাকা গড়াল। ২১টি বগি নিয়ে মালবাহী ট্রেন ঢুকল সাইলো গোডাউনের জন্য। রেল সূত্রে খবর, গোডাউনটিতে ৫০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য জলীয় বাষ্পমুক্ত অবস্থায় রাখা হবে। গোডাউনটি চালু হওয়ায় স্থানীয় ক্ষেত্রে পরিবহণ ব্যবস্থা যেমন গতি পাবে, তেমনই কর্মসংস্থানের দরজা খুলল বলে মনে করা হচ্ছে। হিলি-বালুরঘাট রেল সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানিতে এই উদ্যোগ কাজে লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি পেয়েছে বালুরঘাট। এবার পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও নতুন পথে হাঁটা শুরু করল দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সদরটি রেলের সাইলো গোডাউন তৈরিতে। ট্রেন থেকে যাতে সরাসরি লোড করা যায়, তার জন্য বর্তমানে রেল এধরনের অত্যাধুনিক গোডাউন তৈরিতে জোর দিচ্ছে। এখানকার গোডাউনটি তৈরির ক্ষেত্রে যৌথভাবে উদ্যোগ নেয় একটি বেসরকারি সংস্থা, রেল ও এফসিআই। এদিন লম্বা চিমনির মধ্যে দিয়ে মালগাড়ি করে আসা খাদ্যশস্য ট্রাকের মাধ্যমে সরাসরি গোডাউনের ভিতরে লোড হয়েছে। পরে প্রয়োজনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনলোডও হবে। বালুরঘাট স্টেশন সংলগ্ন রেলের জমিতে ৪০ একর জায়গাজুড়ে গোডাউনটি তৈরি হয়েছে। পর্যবেক্ষণ ও তদারকির জন্য হায়দরাবাদের একটি কোম্পানি ৩০ বছরের জন্য লিজ নিয়েছে। মোট তিনটি সাইলো তৈরি করা হয়েছে এখানে। সবমিলিয়ে ৫০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত করা সম্ভব হবে। বর্তমানে হিলি-বালুরঘাট রেল সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ হলেই বাংলাদেশে খাদ্যশস্য রপ্তানি সহজ হবে। পাশাপাশি, বাংলাদেশ হয়ে মেঘালয় সহ বিভিন্ন রাজ্যে খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে উপকৃত হবে এই প্রকল্প। জেলায় প্রথম সাইলো গোডাউন শুরু হওয়ায় স্থানীয় আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি হবে বলে আশাবাদী বিভিন্ন মহল।

বালুরঘাটের সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, 'হিলি-বালুরঘাট রেল সম্প্রসারণ কাজ হয়ে গেলে শুধু বাংলাদেশে রপ্তানি নয়, বাংলাদেশ হয়ে তুরা পর্যন্ত খাদ্যশস্য নিয়ে যাওয়া যাবে। হিলি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দর হবে। এর ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে এবং এই জেলার অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটবে।' জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ফর হিলি-তুরা করিডরের আহ্বায়ক নবকুমার দাস বলেন, 'এখান থেকে বাংলাদেশ হয়ে মাত্র ৮০ কিলোমিটার দূরে মেঘালয়। ফলে অনায়াসে খাদ্যপণ্য পৌঁছে দেওয়া যাবে। ট্রেনের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহের ফলে মাঝে কেউ মুনাফা নিতে পারবে না। ভারত সরকারের অনেকটা আয়ের পথ খুলে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।' গোডাউনে খাদ্যশস্য লোডের দায়িত্বে থাকা চঞ্চল সাহা জানান, এদিন ২৫০ জন শ্রমিক লোডিংয়ের কাজ করেছে। এদিন প্রথম রেক পয়েন্টে মালগাড়ি চলেছে। পঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে প্রচুর গম এসেছে। ৪২টি রেক এসেছিল। ২১টি মালদায় খালি হয়েছে ও ২১টি বালুরঘাটে নামানো হয়েছে। প্রচুর মানুষের রুটিরুজির ব্যবস্থা হল।

কর্মসংস্থানের আশা

- কর্মসংস্থানের আশা জাগিয়ে বালুরঘাটে চালু হল রেলের সাইলো গোডাউন
- অত্যাধুনিক গোডাউনটিতে প্রথমদিনই পৌঁছাল ২১টি রেক
- বালুরঘাট-হিলি রেল সম্প্রসারণ সম্পন্ন হলে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানি হবে
- বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে মেঘালয়েও দ্রুত খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে

বধূ হত্যায় যাবজ্জীবন

গাজোলের উত্তর নওগ্রামে খুনের ঘটনায় রায় কোর্টের

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৫ জুন : মদ্যপ অবস্থায় দরজায় মাথা ঠুকে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করল মালদা জেলা আদালত। তিন নম্বর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।

২০১৯ সালের ২ ডিসেম্বর ঘটনাটি ঘটেছিল গাজোল থানার ইচাহারের উত্তর নওগ্রামে। সেদিন ভোরে বাড়ির উঠোন থেকে সুন্দরী মুদির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। মদ্যপ অবস্থায় সুন্দরীকে মারধর করে খুনের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর স্বামী মনোজ মুদির বিরুদ্ধে। সেদিনই মনোজের পিসি ছেদনি মুদি গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মনোজকে গ্রেপ্তার করে তদন্তে নামে গাজোল থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শেষে ২০২০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি চার্জশিট পেশ করে পুলিশ। ৯ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে মনোজকে দোষী সাব্যস্ত করে বুধবার সাজা ঘোষণা করে মালদা জেলা আদালত।

সরকারি পক্ষের আইনজীবী অমিতাভ মৈত্র বলেন, '২০১৯ সালের ২ ডিসেম্বর ভোর চারটে নাগাদ মনোজ তার পিসিকে ডেকে জানায়, তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। সেই খবর পেয়ে পিসি ছেদনি এসে দেখেন সুন্দরী রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির উঠোনে পড়ে রয়েছেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। সেদিনই গাজোল থানায় খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ছেদনি। পুলিশি অভিযোগে তিনি জানিয়েছিলেন, ঘটনার আগের দিন বিকেলে মদ্যপ অবস্থায় মনোজ স্ত্রীকে মারধর করছিল। বাড়ির দরজায় সুন্দরীর মাথা ঠুকে দিয়েছিল। সেখানেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন সুন্দরী। পরদিন উঠোন থেকে সুন্দরীর দেহ উদ্ধার হয়। আইনজীবী আরও জানান, পুলিশি তদন্তে উঠে আসে, পারিবারিক বিবাদ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়শই গণ্ডগোল লেগে থাকত। এর আগেও মনোজ মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীকে মারধর করেছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায়, সুন্দরীর দেহে বাইরে থেকে ১০টি আঘাতের চিহ্ন ছিল। ভেতর থেকেও দুটি ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল।

এই ঘটনায় ৯ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে তিন নম্বর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক সুস্মিতা চৌধুরী অভিযুক্ত মনোজকে দোষী সাব্যস্ত করেন। দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মনোজকে। বুধবার মালদায়।

কী ঘটেছিল

- ২০১৯ সালের ২ ডিসেম্বর ভোর চারটে নাগাদ মনোজ তার পিসিকে ডেকে জানায়, তার স্ত্রী সুন্দরীর মৃত্যু হয়েছে
- পিসি ছেদনি এসে দেখেন, সুন্দরী রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির উঠোনে পড়ে রয়েছেন
- মৃতদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায়, সুন্দরীর দেহে বাইরে থেকে ১০টি আঘাতের চিহ্ন ছিল
- ৯ জনের সাক্ষির ভিত্তিতে বিচারক মনোজকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেন

মাছের খোঁজে।। *বালুরঘাটের চকভবানী এলাকায় আত্রেয়ী নদীতে। বুধবার মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।*

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ২৫ জুন : প্রশাসনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নাবালিকাদের বিয়ে যে চলছেই, ফের সেই সত্য ফের প্রমাণিত হল। কুশমণ্ডি ব্লকে ফের একবার এক নাবালিকার বিয়ে আটকাল প্রশাসন। দশম শ্রেণিতে পড়া মেয়ের বিয়ের আয়োজনে খামতি রাখেনি পরিবার। সন্ধ্যাবেলা যখন বিয়ের সব আয়োজন শেষ তখনই তাল কাটল। খবর পেয়ে বিয়ে আটকাতে পুলিশ আসছে সেই খবর বিয়ের আসরে পৌঁছে যায়। প্রশাসনের হাত থেকে বাঁচতে মুহূর্তেই বিয়েবাড়ির সকলেই পাশের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রশাসনের আধিকারিকরা মেয়ের বাড়ির দরজায় গাড়ি নিয়ে পৌঁছোলে সেখানে বিয়ের আসর যে চলছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। অগত্যা মুচলেকা লিখে দিতে বাধ্য হলেন নাবালিকা বাবা।

এদিন কুশমণ্ডি ব্লকের নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করতে আসা নোডাল অফিসার তথা সিডিপিও পল্লব চক্রবর্তী বলেছেন, 'মঙ্গলবার একটি নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। চাইল্ড লাইন মারফত খবর পেয়ে কুশমণ্ডি থানার পুলিশ ও প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার সহ সকলের উপস্থিতিতেই বিয়ে আটকানো গিয়েছে। নাবালিকার বাবা মেয়ের ১৮ বছর বয়স নাহলে মেয়ের বিয়ে দেবেন না বলে মুচলেকা দিয়েছেন।'

অন্যদিকে জেলা তথা ব্লক প্রশাসনের তরফে বারবার নাবালিকাদের বিয়ে বন্ধের জন্য একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হলেও, এখনও তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে স্থানীয় বিডিও নয়না দে জানান, এনিয়ে লাগাতার প্রচার চলছে। সুফল নিশ্চয়ই আসবে।

ফের ভিনরাজ্যে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৫ জুন : ভিনরাজ্যে শ্রমিকের মৃত্যু নতুন কোনও ঘটনা নয়। মালদা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর কয়েকদিন থেকেই আসছে। এবার নতুন সংযোজন মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মোবারকপুর গ্রাম। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম ফুলকুমার মণ্ডল (২৪)।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গত প্রায় এক মাস আগে ফুলকুমার মুম্বইতে শ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে ফুলকুমার নির্মাণশ্রমিক হিসাবে কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মঙ্গলবার কাজ থেকে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন ফুলকুমার। গভীর রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অন্য শ্রমিকরা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বাড়িতে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছেন। পরিবার জানিয়েছে, সংসার চালাতে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজে পাড়ি দিয়েছিলেন ওই তরুণ। সেখানে গভীর রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় ওই শ্রমিকের। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মোবারকপুর গ্রাম। গ্রামের এমন তরতাজা তরুণের মৃত্যু যেন মেনে নিতে পারছেন না পরিবার থেকে আত্মীয়পরিজন। স্বামীর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। তরুণের মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

শোকে বিহ্বল পরিবার। -সংবাদচিত্র

ফুলকুমারের মৃত্যুর খবর রাতেই গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। সকাল থেকে পাড়াপ্রতিবেশীরা ভিড় করে মৃত শ্রমিকের বাড়িতে। মৃতের মা কমলা মণ্ডল বলেন, 'আমার একমাত্র ছেলে। ওর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। ফোন মারফত খবর পেয়েছিলাম মারা গিয়েছে। হঠাৎ এভাবে মারা যাবে, বুঝতেই পারছি না কিছু।' হতাশা ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। তাঁর প্রশ্ন, 'এখন আমাদের সংসার চলবে কীভাবে? রোজগার কে করবে?' পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির একমাত্র ছেলে ফুলকুমার। বাবা স্বপন মণ্ডলের বয়স হয়েছে। কোনও কাজ করতে পারেন না। ছেলের রোজগারের ওপর নির্ভর করেই সংসার চলছিল।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বঙ্কায় মণ্ডল বলেন, 'দুঃস্থ পরিবার। একমাত্র ছেলেই ছিল কাজ করার। পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়ল। বাড়িতে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। আমরা সরকারি সাহায্যের জন্য সহযোগিতা করব পরিবারটিকে।' এখনও ফুলকুমারের দেহ গ্রামে আসেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মৃত শ্রমিকের দেহ গ্রামে পৌঁছাবে। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গ্রামজুড়ে।

বর্ষায় ডেঙ্গির সঙ্গেই দাঁত বসাচ্ছে ম্যালেরিয়া

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৫ জুন : বর্ষা শুরু হতে না হতেই মালদা জেলায় ডেঙ্গির সঙ্গে চোখ রাঙাচ্ছে ম্যালেরিয়া। গত কয়েকদিনে দুই রোগের প্রকোপ অনেকটাই বাড়ল। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে জেলায় ১৬৪ জন ম্যালেরিয়া আক্রান্তের হদিস মিলেছে। সঙ্গে দুইজন চিকনগুনিয়ায় আক্রান্ত রোগীও রয়েছেন। শুধু তাই নয়, ম্যালেরিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়েছে অনেকটাই। স্বাস্থ্য দপ্তর জানাচ্ছে, আক্রান্ত হওয়া রোগীদের মধ্যে বেশিরভাগই পরিযায়ী শ্রমিক। আর সেইজন্য ভিনরাজ্য থেকে জোলায় ফিরে আসা শ্রমিকদের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এ বিষয়ে মালদা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি বলছেন, 'ভিনরাজ্য থেকে ফিরে আসা ৯০ শতাংশ শ্রমিকদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া মালদায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় জল জমা হচ্ছে। সেই জলে স্বাভাবিকভাবেই বাসা বাঁধছে ডেঙ্গির মশা। ইতিমধ্যে জেলায় ১১১ জন ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলেছে।' পাশপাশি আগামী কয়েকদিনে ডেঙ্গির আক্রান্তের সংখ্যা বাড়বে বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তিনি। স্বাস্থ্য দপ্তর পুরো বিষয়টির উপর নজর রাখছে।

প্রতিদিন মালদা জেলা থেকে হাজার হাজার শ্রমিক রোজগারের আশায় দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু সহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন শহরে চলে যান। কিন্তু গত কয়েকদিনে বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনেক শ্রমিক জ্বর নিয়ে ফিরে আসছেন বলে জানা গিয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে ফিরে আসা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ফেলসি ফেরাম ভাইরাসের হদিস মিলছে। এখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কালিয়াচক-১, কালিয়াচক-২, কালিয়াচক-৩ ও ইংরেজবাজারে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা সবচাইতে বেশি। সংখ্যাটা গতবারের চেয়ে অনেকটাই বেশি। এছাড়াও গাজোলেও কয়েকজন ম্যালেরিয়া আক্রান্তের হদিস পাওয়া গিয়েছে। তাই স্বাস্থ্য দপ্তর ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গি রোধে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সচেতনতার প্রচার চালাচ্ছে।

সাধারণ মানুষকে সচেতন করে বোঝানো হচ্ছে, জমা জলে মশার জন্ম আটকাতে বাড়ির আশপাশে কোথাও জল যাতে জমতে দেওয়া না হয়। এছাড়া বাড়িতে কারও জ্বর হলে তা ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া উপসর্গ হতে পারে। তাই জ্বর হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে রাতে ঘুমানোর সময় বাসিন্দাদের মশারি ব্যবহার করার কথাও বলা হয়েছে।

এনিয়ে কালিয়াচক-১ ব্লকের বিএমওএইচ মুস্তাফিজুর রহমান জানান, এলাকায় এখনও পর্যন্ত ২৮ জন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। তাঁদের বেশিরভাগই পরিযায়ী শ্রমিক। বাইরে থেকে আক্রান্ত হয়েই তাঁরা বাড়ি ফিরে এসেছেন। কালিয়াচকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কালিয়াচক ১, সিলামপুর, আলিপুর, জালালপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।

বাড়ছে জ্বর

- মালদা জেলায় এখনও পর্যন্ত ১৬৪ জন ম্যালেরিয়া আক্রান্তের হদিস মিলেছে
- ভিনরাজ্য থেকে ফিরে আসা ৯০ শতাংশ শ্রমিকের দেহে ম্যালেরিয়ার উপসর্গ দেখা যাচ্ছে
- জেলায় ১১১ জন ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলেছে
- কালিয়াচক-১, কালিয়াচক-২, কালিয়াচক-৩ ও ইংরেজবাজারে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা সবচাইতে বেশি

ICFAI UNIVERSITY TRIPURA
Approved under section 2(f) of the UGC Act 1956
NAAC ACCREDITED
MERIT SCHOLARSHIP upto 2.8 Lakh
CISCO KUNDAN DEBNATH | BANAKSHI BARUAH | HARSHAJYOTI ROY | SAGAR MIAH | DEBANGSHI SANYAL | HRITURAJ CHAKRABORTY | ARYAMAN DEBNATH
APPLY NOW & WRITE YOUR OWN STORY
ICFAI University Tripura offers study abroad program opportunities with reputed universities in the USA.
PROGRAMS OFFERED
B.Tech in Civil Engineering
Specialization - • Remote Sensing & GIS • Urban Planning & Smart City • Smart Construction & Project Management
Electrical Engineering
Specialization - • Electric and Hybrid Vehicles • Smart Grid Technology • AI and Machine Learning
M.Tech in Computer Science Engineering
Specialization - • Blockchain • Cyber Security
B.Sc. in Mathematics
Specialization - • Mathematics for AI • Data Exploration with Python • Algebra of Cryptography
M.Sc. in Mathematics
Specialization - • Mathematics for AI • Computational programming • Decision Algorithm
Computer Application
• BCA • Int. MCA • MCA
Liberal Arts
• B.A. English (Hons.)• B.A (Pass) • B.A/B.Sc. Psychology (Hons.) • MA English • M.A/M.Sc-Psychology
Allied Health Science
• B.Sc. in Emergency Medical Technology • B.Sc. in Cardiac Care Tech. • B.Sc. in Dialysis Therapy Technology • Bachelor in Health Information Management • B.Sc. Medical Lab Technology(BMLT) (Regular/Lateral Entry) • M.Sc. Medical Lab Technology(MMLT)
B.Tech in Computer Science & Engineering
Specialization - • AI and Machine Learning • Cloud Computing and Virtualization • Quantum Computing
B.Tech in Mechanical Engineering
Specialization - • Robotics and Automation •3D Printing & Smart Manufacturing • Nuclear Power Engineering
B.A (Pass)
B.Sc. in Chemistry
Specialization - • Organic Chemistry • Inorganic Chemistry •Physical Chemistry •Polymer Chemistry
M.Sc. in Chemistry
Specialization - • Supramolecular Chemistry • Nano-Chemistry • Medicinal Chemistry
Law
• BA-LLB (Hons.) • BBA-LLB (Hons.) • LL.B (3 Years) • LL.M (2 Years)
Special Education
• D.Ed.Spl. Ed. (ID) • B.Ed Spl. Ed. (ID) • M.Ed Spl. Ed. (ID) • Int. B.A. B.Ed. Spl. Ed. (ID) • Int. B.Com. B.Ed. Spl. Ed. (ID) • Int. B.Sc. B.Ed. Spl. Ed. (ID) • Integrated B.A. B.Ed. Spl. Ed. (Visually Impaired)
B.Tech in Electronics & Communication Eng.
Specialization - •Internet of Things (IoT) & Smart Digital Systems •VLSI & Embedded Systems •AI and Machine Learning
M.Tech in Civil Engineering
Specialization - • Structural Engineering • Water Resource Engineering
B.Sc. in Data Science & AI
B.Sc. in Physics
Specialization - • Nuclear Physics • Astrophysics • ML and AI
M.Sc. in Physics
Specialization - • Nuclear Physics • Astrophysics and Cosmology • High Energy Physics
Management & Commerce
• BBA • B.Com (Hons.) • B.A./B.Sc. Economics with Data Science (Hons.) • MBA • M.Com • MA./M.Sc. Economics with Data Science • Master in Hospital Administration (MHA)
Education
• B.Ed • MA Education • M.Ed
Nursing
• GNM
Clinical Psychology
• M.Phil in Clinical Psychology
Physical Education
• D.P.Ed • B.P.Ed • B.P.E.S • M.P.E.S
• PGDYT(PG Diploma in Yoga Therapy)
Siliguri Office : Opp. Anjali Jewellers Ramkrishna Road, Beside Sarada Moni School P.O. & P.S. Siliguri. Ashrampara. Pin - 734001 Ph: 9933377454
University Campus : Kamalghat, Agartala - 799210 Tripura (West) Ph: 7005754371, 9612640619, 8415952506, 9366831035, 8798218069
APPLY ONLINE iutripura.in
©6909879797, Toll Free No. 18003453673, @iutripura

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. *As per combined sales volume of 100-110cc motorcycles for FY 24 by a single company. Data Source: SIAM's domestic sales data FY 2024. *Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. For more details, please visit your nearest authorised Hero outlet. T&C apply. *Ex-showroom price of Splendor+ Drum Self, Splendor+ Xtec 2.0 variant in Kolkata.
Authorized Dealers: Kolkata: Islampur: Bharat Hero - 9289923202, **Cooch Behar:** Sandeep Hero - 9289922698, **Malda:** Durga Hero - 9289922188, Prince Hero - 9289923123, **Jalpaiguri:** Anand Hero - 9289923031, **Raiganj:** Shankar Hero - 9289922594, **Siliguri:** Beekay Hero - 9289923102, Darjeeling Hero - 9289922427, **Balurghat:** Mahesh Hero - 9289922904, **Alipurduar:** Dutta Hero - 9289923146, **Associate Dealers: Jalpaiguri:** Pratik Automobiles - 7063520686, **Dinhata:** Jogomaya Auto Works - 9851244490, **Dhupguri:** Bharat Automobiles - 7029599132, **Gangarampur:** Gupta Auto Centre - 9733726677, **Gazole:** Mira Auto Centre - 9593159789, **Mathabhanga:** Jogomaya Auto Works - 6297782171, **Kaliachak:** A K Wheels - 9733079141, **Itahar:** Deep Auto Centre - 9800630306, **Dalkhola:** A S Motors - 7908477285, **Goagaon:** Mabudh Automobiles - 9896216422.
VML 5798.2025

কলেজে ‘দাদাগিরি’র তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ জুন : হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে এক ছাত্রের টুকলিতে বাধা দিয়েছিল পরীক্ষার গার্ড। সেই ‘অপরাধে’ কলেজের অধ্যক্ষ সুমিত নন্দীর ঘরে ঢুকে ‘দাদাগিরি’ করেন তৃণমূল ছাত্র নেতা। বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত সেই খবরের জেরে এবার নড়েচড়ে বসল জেলা প্রশাসন। কন্ট্রোলারের নেতৃত্বে সব ঘটনা খতিয়ে দেখার জন্য এদিনই কলেজে উপস্থিত হয় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদল। অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলে তারা লিখিত আকারে রিপোর্ট তৈরি করে। যদিও পুরোপুরি আতঙ্কমুক্ত হতে পারেননি অধ্যক্ষ। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদল এটিকে রুটিন ভিজিট বলেই দাবি করেছে। পাশাপাশি কলেজের সমস্ত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেছে তারা। অধ্যক্ষ বললেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষ পরিদর্শক দল এসেছিল। তারা কলেজের সব পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেছে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া অনভিপ্রেত ঘটনা নিয়েও জানতে চেয়েছিলেন।’

হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে শুক্রবার পরীক্ষা চলাকালীন ওই কলেজে চাঁচল কলেজের এক পরীক্ষার্থীকে টুকলি করতে হাতেনাতে ধরেন গার্ড। দশ মিনিট তাঁর খাতা আটকে রাখেন। কেন খাতা আটকে রাখা হবে, এই ‘কৈফিয়ত’ চেয়ে সদলবলে কলেজে এসে অধ্যক্ষকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক সভাপতি বিমান ঝা-র বিরুদ্ধে।

হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদল। বুধবার।

পদক্ষেপ

- হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে টুকলির অভিযোগে এক ছাত্রের খাতা আটকে রাখা হয়
- এরপর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক নেতা এসে অধ্যক্ষর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে হুমকি দেন
- মহকুমা শাসককে তদন্তের নির্দেশ দেন জেলা শাসক
- এরপর বুধবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রতিনিধিদল কলেজে যায়

এলাকায় থাকা নিয়ে হুমকির সুরে কথা বলেন। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অধ্যক্ষ সহ অন্য অধ্যাপক এবং কর্মীরা। তৃণমূল ছাত্র নেতার এই দাপট নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

মহকুমা শাসক সৌভিক মুখোপাধ্যায়কে জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পর এদিন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রতিনিধিদল কলেজে আসে। এই দলে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় এগজাম কন্ট্রোলার অধ্যাপক ডঃ বিশ্বরূপ সরকার, অ্যাকাউন্ট অফিসার রবীন্দ্রনাথ কর্মকার। তাঁরা অধ্যক্ষ সুমিত নন্দীর সঙ্গে কথা বলেন। নিরাপত্তার বিষয় নিয়েও কথা হয়। বিশ্বরূপ বলেন, ‘সব খতিয়ে দেখে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। সেই রিপোর্ট দেখে বিশ্ববিদ্যালয় নীতি নির্ধারণ কমিটি পদক্ষেপ করবে।’ তাঁর সংযোজন, ‘কলেজের অধ্যক্ষের থেকেও সবটা জানা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে পরে এ বিষয়ে জানানো হবে।’

১১ জনের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় অভিযোগ

জমি বিবাদে প্রৌঢ়া খুন

মুরতুজ আলম

সামসী, ২৫ জুন : জমি বিবাদে খুন হলেন এক প্রৌঢ়া। জখম হয়েছেন আরও দুজন। বুধবার সকাল ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল-২ ব্লকের ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চোড়লমুনি (লম্বা টোলা) গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম দুলহান বাস্কে (৫৫)। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানা হয়েছে। এই ঘটনায় ১১ জনের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের জামাইবাবু পবন সোরেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তরা পলাতক।

মৃতের জামাইবাবু পবন সোরেনের অভিযোগ, এদিন সকাল ন'টা নাগাদ তাঁর বাড়ির পাশে বাঁশ বাগানে অভিযুক্তরা হাতে দা, লোহার রড, হাঁসুয়া নিয়ে হাজির হয়। তারা সেই বাগান থেকে বাঁশ কাটছিল। জমি দখলেরও চেষ্টা করে। বিষয়টি জানতে পেরে পবন, তাঁর স্ত্রী রূপনি বাস্কে ও শ্যালিকা দুলহান বাস্কে সেখানে হাজির হন। তাঁরা অভিযুক্তদের বাঁশ কাটতে নিষেধ করেন। অভিযুক্তরা তখন তাঁদের তিনজনের ওপর চড়াও হয়। চলে মারধর। পরে ঘটনাস্থলে তিনজনকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা এসে তাঁদের উদ্ধার করে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে দুলহানকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আহত পবন সোরেনকে। বুধবার।

দোষীদের শাস্তির দাবিতে চাঁচল থানায় ১১ জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন পবন। অভিযুক্তরা হল মুন্সি মুর্মু, সোনেলাল মুর্মু, শিবা মুর্মু, বিটিও মুর্মু (এদের বাড়ি গৌড়হন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগিয়াপাড়া গ্রামে), হাঞ্জু মার্ডি, মুন্সি মার্ডি, বেটকা মার্ডি, হানজুলি বাস্কে (বাড়ি বিহারের আজমনগরে) এবং গনা হাঁসদা, সময় মুর্মু ও শ্যামলাল বেসরা (এদের তিনজনের বাড়ি চোড়লমুনি গ্রামে)।

কী ঘটেছে

- এদিন পবন সোরেনের বাড়ির পাশে বাঁশ বাগানে অভিযুক্তরা দা, লোহার রড, হাঁসুয়া নিয়ে হাজির হয়
- জমি দখলের চেষ্টা করে
- বিষয়টি জানতে পেরে পবন, তাঁর স্ত্রী রূপনি বাস্কে ও শ্যালিকা দুলহান বাস্কে সেখানে হাজির হন
- তাঁরা অভিযুক্তদের বাঁশ কাটতে নিষেধ করেন
- অভিযুক্তরা তখন তাঁদের তিনজনের ওপর চড়াও হয়, চলে মারধর
- মৃত্যু হয় দুলহানের
- চাঁচল থানায় ১১ জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের

দুলহান বাস্কের বোন রূপনি বাস্কে বলেন, ‘আমাদের দুই বোনের ১৫ বিঘা জমি রয়েছে। তাতে আমরা চাষাবাদ করি। এদিন সকালে মুন্সি, সোনেলাল, শিবা, বিটিও মুর্মুরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে হাজির হয়। আমাদের জমি দখলের চেষ্টা করে। বাধা দিলে দুলহানকে ওরা মেরে ফেলে।’ ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। দোষীদের শাস্তির দাবি উঠেছে।

এবিষয়ে চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা বলেন, ‘ক্ষেমপুরে জমি নিয়ে বিবাদের জেরে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ১১ জনের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে।’

ছুটি ছুটি।। জিৎপুর-২ প্রাথমিক স্কুলে ছবিটি তুলেছেন ভাস্কর সরকার।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বাইপাসে মরণফাঁদ, রোজই ঘটছে দুর্ঘটনা

সামসী, ২৫ জুন : মোটরবাইকের সঙ্গে ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে গুরুতর জখম হলেন দুই বাইক আরোহী। সামসী বাইপাসে, জাতীয় সড়কের ধারে মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। জখম দুই বাইক আরোহীর নাম হুমায়ুন কবীর ও সারফুল। জখম দুই তরুণের বাড়ি রতুয়া-২ ব্লকের চাতর গ্রামে।

হুমায়ুন ও সারফুল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সামসী এসেছিলেন ঘুরতে। সামসী থেকে দুই তরুণ রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। অন্যদিকে, গাজোলের দিক থেকে সামসী আসছিল একটি ছোট গাড়ি। দুটি গাড়ির গতিই অত্যন্ত বেশি ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

সামসী বাইপাস ধর্মকাঁটা এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুটি গাড়ির। বাইক থেকে ছিটকে পড়েন দুই তরুণ। বিকট শব্দ পেয়ে দৌড়ে আসেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

রক্তাক্ত হুমায়ুন ও সারফুলকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদের মধ্যে হুমায়ুনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

এই দুর্ঘটনার পর ক্ষোভ গোপন রাখেননি এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের কথায় সামসী বাইপাস ধর্মকাঁটা এলাকার তিন মাথার মোড় এমনিতেই দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা। ব্যারিকেড লাগানোর দাবিতে এলাকার মানুষ বারবার সরব হলেও প্রশাসনের হুঁশ ফেরেনি।

স্থানীয় বাসিন্দা আবু সামাদের কথায়, সামসী বাইপাস ধর্মকাঁটা এলাকা তিন মাথা মোড়ে ইদানীং দুর্ঘটনা বেড়েছে। তিনি নিজেও একদিন ওই জায়গায় দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান। এলাকাবাসী মহম্মদ বাদরুদ্দোজাহ বলেন, ‘একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে, তারপরেও পুলিশ বা প্রশাসনের ঘুম ভাঙছে না। এরপর আরও বড় কোনও ঘটনা ঘটলে তার দায়ও কিন্তু প্রশাসনকেই নিতে হবে।’

চলতি মাসেই সামসী বাইপাসের অনতিদূরে দুটি বিপরীতমুখী বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গুরুতর জখম হন শেখ পিয়ারুল ও মির্জান আলি নামে দুই বাইক আরোহী।

রতুয়া থানা ট্রাফিক পুলিশের এএসআই রঞ্জিত মণ্ডলের সাফাই, সামসী বাইপাস ধর্মকাঁটা এলাকার তিন মাথা রাস্তাটির একদিক ব্যারিকেড দিয়ে ঘেরার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু সামসীর কিছু ব্যবসায়ীর আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি।

বিপদ যেখানে

- সামসী বাইপাস ধর্মকাঁটা এলাকার তিন মাথার মোড় মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে
- মঙ্গলবার রাতে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন দুই তরুণ
- ব্যারিকেড দিয়ে ঘেরার দাবিতে সরব এলাকাবাসী
- সামসীর কিছু ব্যবসায়ীর আপত্তিতে সম্ভব হচ্ছে না, সাফাই পুলিশের

দুর্ঘটনার পর সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে ভিড়।

নিটে সফলদের সংবর্ধনা

কালিয়াচক, ২৫ জুন : কালিয়াচকের হবু চিকিৎসকদের সংবর্ধনা জানানো হল বুধবার। সর্বভারতীয় নিট-এ কালিয়াচকের ৫০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী সফল হয়েছেন। তবে এই সাফল্যের পেছনে কালিয়াচকের আবাসিক মিশনগুলির বিশেষ অবদান রয়েছে।

ধারাবাহিকতা বজায় রেখে টার্গেট পয়েন্ট (আর) মিশন থেকে এইবছরও নিটে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১২ জন ছাত্রছাত্রী। এদিন দুপুরে স্কুলের প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। উত্তরীয়, ফুল এবং একটি করে স্টেথোস্কোপ দিয়ে হবু চিকিৎসকদের বরণ করা হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক উজির হোসেনের কথায়, ‘মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের পাশাপাশি প্রতিবছরই আমাদের স্কুল থেকে বহু ছাত্রছাত্রী চিকিৎসক হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এই বছরও ১২ জন ছাত্রছাত্রী সর্বভারতীয় নিট-এ উত্তীর্ণ হয়েছে। এদিন তাদের সংবর্ধনা জানানো হল।’ স্কুলের পড়ুয়াদের সাফল্যে গর্বিত স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কুরবান শেখও।

রক্তদান শিবির

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ জুন : হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সম্ভব মণ্ডপে রক্তদান শিবির আয়োজিত হল। জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া ও মহকুমা শাসক সৌভিক মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই শিবির আয়োজিত হয়। এদিন ৭০ জন রক্তদান করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিডিও তাপসকুমার পাল, কৃষি আধিকারিক প্রভাত উৎপল আচার্যও রক্তদান করেন। এছাড়াও জেলা পরিষদের সদস্য বুলবুল খান, যুব সভাপতি মণিরুল আলম সহ একাধিক ব্লক কর্মী ও বিশিষ্টজনেরা রক্তদান করেন। বিডিও বলেন, ‘রক্তদান করলে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না। বরং শরীরের উপকার হয়। এরপর ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রক্তদান শিবির হবে।’

অঙ্গনওয়াড়ির ছাদ দিয়ে পড়ছে জল, দেওয়ালে ফাটল

বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ২৫ জুন : আইসিডিএস সেন্টারের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। দেওয়ালে ফাটল ধরে গিয়েছে। চারদিকে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের জন্য সাপের উপদ্রবও রয়েছে। ছবিটি বংশীহারী পঞ্চায়েতের বড় দেউড়িয়া ১৭৬ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। এমন অবস্থার জন্য বুধবার গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়ে সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে দেন।

আইসিডিএস প্রকল্পের সিডিপিও তাপস শীল বলেন, ‘সেই কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা আমরা জানি। বিল্ডিং মেরামত করার জন্য খরচের হিসেব করে জেলা মারফত রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। ফান্ড এলে বিল্ডিং মেরামতের কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।’

২০০৮ সালে ওই গ্রামে দুটি ঘর, একটি গোডাউন ও বারান্দা সহ তৈরি হয়েছিল ১৭৬ নম্বর কেন্দ্রটি। তৈরি হওয়ার নয় বছরের মাথায় ২০১৭ সালের বন্যায় তা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর থেকে বৃষ্টি হলে ছাদ চুইয়ে জল পড়ে। ফলে মেঝেতে জল জমে।

কেন্দ্রের এই বেহাল দশার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এমন পরিস্থিতির কথা প্রশাসনের কাছে অজানা নয়। তা সত্ত্বেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অভিভাবকরা জানান, বর্ষাকাল শুরু হলে ছাদের ফাটল দিয়ে জল ক্লাসরুম ও রান্নাঘরে ঢুকে যায়। অনেক সময় শিশুরা ওই ভেজা মেঝেতে বসতে বাধ্য হয়। এলাকার এক অভিভাবক পূজা চৌধুরী বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ। এই সেন্টারে আমাদের বাচ্চারা একটু ভালো খেতে পায় আর পড়াশোনা শেখে। কিন্তু এমন পরিবেশের জন্য বেশিরভাগ দিন বাচ্চাদের কেন্দ্রে পাঠাতে পারি না। যদি কখনও কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তার দায় কে নেবে?

খাবার তৈরির সময় কর্মীরা একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁদেরও একই অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসনকে বহুবার জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী টুম্পা বাগচী জানান, দীর্ঘদিন ধরে

বিষয়টি পঞ্চায়েত, ব্লক ও প্রকল্প আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। ইতিপূর্বে দপ্তর থেকে এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া করে কেন্দ্রটি চালানোর কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এলাকাবাসী রাজি হয়নি।

অবশেষে উপায় না পেয়ে বুধবার সকালে গ্রামবাসী সেন্টারের গেটে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানান। তাঁদের দাবি, যতদিন পর্যন্ত বিল্ডিংয়ের ছাদ মেরামতের কাজ না শুরু হচ্ছে, ততদিন সেন্টার চালু করতে দেওয়া হবে না। কর্মীরাও এদিন গ্রামবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়েন। তাঁরা স্থানীয়দের অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। খবর দেওয়া হয় প্রকল্প আধিকারিক ও ব্লক প্রশাসনকে। আপাতত সিদ্ধান্ত হয় যে, এলাকায় একটি বাড়িভাড়া নিয়ে সেন্টার পরিচালনা করা হবে।

থ্যালাসিমিয়া নির্ণয় শিবির

কালিয়াগঞ্জ, ২৫ জুন : থ্যালাসিমিয়া সচেতনতা ও নির্ণয় শিবির হল কালিয়াগঞ্জ সরলা সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ে। বুধবার সকালে স্কুলের একটি কক্ষে উত্তর দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং উত্তর দিনাজপুর শাখার পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সহযোগিতায় শিবিরটি হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক দেবব্রত দেবনাথ, বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা সহ সম্পাদক সুজয় সরকার, সরলা সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সঞ্জীত দত্ত সহ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

অন্তত ৪০০ ছাত্রছাত্রী শিবিরে উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে থ্যালাসিমিয়া নির্ণয়ের জন্য ১২০ জনের রক্ত নেওয়া হয়েছে। ব্লাড ব্যাংকের রক্তের চাহিদা লাঘব করতে আগামী প্রজন্মের মধ্যে থ্যালাসিমিয়া নির্মূল করাই এই শিবিরের উদ্দেশ্য।

দোকান উচ্ছেদ

পুরাতন মালদা, ২৫ জুন : হাইকোর্টের নির্দেশে বুধবার পুরাতন মালদার মুচিয়া মহাদেবপুরে একটি অবৈধ দোকান ভেঙে দিল পূর্ত দপ্তর। বুধবার মালদা থানার পুলিশ ও পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। এবিষয়ে পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সৌরদীপ সাহা বলেন, ‘হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, অবৈধ দোকান ভেঙে দেওয়ার জন্য। আমরা এই নির্দেশ পালন করেছি।’

বছরখানেক আগে মহাদেবপুরের বাসিন্দা মৌসুমি দাস কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, বাড়ির সামনের একটি জায়গা অবৈধভাবে দখল করে রাখা হয়েছে। দীর্ঘ শুনানির পর, মামলায় জয় লাভ করেন মৌসুমি। সেই নির্দেশ মোতাবেক এদিন উচ্ছেদ অভিযান চলে। মৌসুমি দাসের আত্মীয় শতাব্দী দাস বলেন, ‘হাইকোর্টের রায়ে দোকানটি ভাঙা হয়েছে। আমরা এতে খুশি।’

দোকান ভাঙার শুরুতে উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও, মালদা থানার পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় বাসিন্দা নরেশ মণ্ডল এই জায়গাটি দখল করে দোকানটি বানিয়েছিলেন। তাঁর পরিবারের লোকেরাই দোকানটি দেখভাল করতেন।

বধূমৃত্যুতে তদন্ত

মালদা, ২৫ জুন : কালিয়াচক থানার উত্তর দারিয়াপুর এলাকায় বুধবার এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। মৃতের নাম কেতাবউদ্দিন মোমিন (৬৫)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। মঙ্গলবার রাতে তিনি একাধিক ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেন। এরপর মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হলে বুধবার ভোরে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

পাকা রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধ

দীপঙ্কর মিত্র

হেমতাবাদ, ২৫ জুন : পাকা রাস্তার দাবিতে অবশেষে আন্দোলনে নামলেন গ্রামবাসী। হেমতাবাদ ব্লকের হেমতাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের গিয়াশিল মোড় থেকে সিমলা পর্যন্ত প্রায় তিন কিমি রাস্তা কাঁচা। ফলে বৃষ্টি হলে ওই রাস্তায় জলকাদা জমে যায়। গ্রামের এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করার সময় সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তাই বুধবার এলাকার বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এদিন বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ চলে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হেমতাবাদ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা সেখানে পৌঁছান। তাঁরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সমস্যার কথা শুনে দ্রুত তা সমাধানের আশ্বাস দেন। এরপর আন্দোলনকারীরা অবরোধ তুলে নেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই রাস্তায় কোনও টোটো বা অটোচালকরা ঢুকতে চান না। পরিস্থিতি এমন যে, অ্যাম্বুল্যান্সও ওই রাস্তায় ঢুকতে পারে না। উপায় না থাকায় গ্রামের মানুষকে হেঁটে চলাচল করতে হয়। গ্রামবাসী দীপক রায়ের কথায়, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে রাস্তাটি পাকা করার দাবি জানিয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করা হয়নি।’ তিনি জানান, বর্ষাকাল শুরু হতেই

> আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে রাস্তাটি পাকা করার দাবি জানিয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করা হয়নি।
>
> **দীপক রায়** গ্রামবাসী

ফের রাস্তাটির অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। তাই তাঁরা রাস্তাটি পাকা করার দাবিতে রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। আরেক গ্রামবাসী সারেফুল হক ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘প্রশাসন সবকিছু জেনেও না জানার ভান করে আছে। আমাদের সমস্যার কথা কেউ ভাবে না। তাই আমরা বাধ্য হয়ে বিক্ষোভে শামিল হয়েছি।’

রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়ক অবরোধ। বুধবার। ছবি : দিবাকর সাহা

আম উৎসব

বৈষ্ণবনগর, ২৫ জুন : মালদার বৈষ্ণবনগরে বুধবার সাটাঙ্গাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘আম উৎসব’ আয়োজিত হল। এই প্রথম কোনও স্কুলে আম উৎসব পালন করা হয়েছে। এই উৎসবকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের অনুষ্ঠানে আম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের আদানপ্রদান হয়। মালদার আমের ইতিহাস তুলে ধরা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ১৫টিরও বেশি আমের প্রদর্শন করা হয়। ছিল ফজলি, লক্ষ্মণভোগ, হিমসাগর, আম্রপালির মতো সুস্বাদু আম।

পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে ৩০টিরও বেশি আমের তৈরি পদের প্রদর্শনী ছিল। আম দই, আম ক্ষীর, আমের মিষ্টি, আচার, চাটনি, জ্যাম ও জেলির মতো পদগুলি ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি থেকে বানিয়ে এনেছিল। এই খাবারগুলি বিকিকিনিরও ব্যবস্থা ছিল। আমকেন্দ্রিক এই উৎসবে আবৃত্তি, গান, নাচের মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। প্রধান শিক্ষক সত্যজিৎ সরকার বলেন, ‘এবার প্রথম আম উৎসব পালন করা হয়েছে। আগামীদিনে প্রতি বছর এই ধরনের উৎসব আয়োজিত হবে।’

প্রশিক্ষণ

বুনিয়াদপুর, ২৫ জুন : ভেক্টর বন্ড ডিজিজ কন্ট্রোল নিয়ে প্রশিক্ষণ হল বংশীহারীতে। পঞ্চায়েত সমিতির টাঙ্গন সভাকক্ষে প্রশিক্ষণে ছিলেন ভিবিডিসিপির সুপারভাইজার, হেলথ সুপারভাইজার, প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণ। ছিলেন বিডিও সুব্রত বল, জয়েন্ট বিডিও মানবেন্দ্রনাথ সাহা। বর্ষার আগে ভেক্টরবাহিত ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের মতো রোগ যাতে ছড়াতে না পারে, সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষক সংকটে ধুঁকছে মাদ্রাসা

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৫ জুন : শিক্ষক সংকটে বাসন্তী হেদায়েতুল্লা হাই মাদ্রাসা। সংকট পড়ুয়ার ক্ষেত্রেও। একসময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে যেখানে পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল ৩০০ জন, এখন সেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৭০ জন। ১৭ থেকে কমতে কমতে প্রাচীন এই মাদ্রাসাটিতে বর্তমান শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৪ জন। কুমারগঞ্জ ব্লকের সমজিয়া পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম বাসন্তীর ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাটির এমন পরিস্থিতি কেন? করোনার সময় যে পড়ুয়ারা স্কুলবিমুখ হয়েছিল, তাদের স্কুলমুখী করার ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ না নেওয়া এর মূল কারণ বলে মনে করছে শিক্ষিত সমাজের বড় অংশ। টিচার্স ইনচার্জ বিদ্যুৎ সাহা বলছেন, ‘করোনা মহামারির পর থেকে ছাত্রছাত্রীর

সংখ্যা কিছুটা কমেছে। তবে প্রকৃত সংকট তৈরি হয়েছে শিক্ষক বদলি ও অবসরজনিত কারণে। বর্তমানে ৪ জন শিক্ষক দিয়ে একাধিক শ্রেণির পাঠদান চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। যে কারণে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছে না।’

২০১১ সালে শেষবার নিয়োগ হয়েছিল। ফলে গত ১৪ বছর ধরে মাদ্রাসায় নিয়োগ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই দীর্ঘ নিয়োগ শূন্যতায় মাদ্রাসাগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা কমছে। এমন পরিস্থিতির শিকার ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাসন্তী হেদায়েতুল্লা হাই মাদ্রাসাও। শুধু শিক্ষক কম থাকা নয়, এখানে নেই কোনও গ্রুপ সি বা গ্রুপ ডি কর্মীও। ২২টি ঘরবিশিষ্ট মাদ্রাসাটি বর্তমানে পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকেও চরম অব্যবস্থার শিকার। গ্রামের এক প্রবীণ বাসিন্দা দীর্ঘ ২০ বছর ধরে কিছু অর্থের বিনিময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে যাচ্ছেন। অথচ সরকারি নিয়ম মেনেই এই কর্মী নিয়োগ হওয়ার কথা।

এই মাদ্রাসা থেকেই ২০১৬ সালে সুমনা খাতুন রাজ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছিল। সেই সাফল্যের আলো আজ মলিন হয়ে পড়েছে অনুন্নয়ন ও অবহেলার অন্ধকারে। শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার যখন এইভাবে বিপন্ন হয়, তখন তা শুধুমাত্র একটি মাদ্রাসার সমস্যা নয়, বৃহত্তর সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কারণেই স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা অবিলম্বে শিক্ষক ও কর্মী নিয়োগের দাবি তুলেছেন। অন্যথায় ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাবে বলে, আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

রিপোর্ট প্রকাশ

হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী পাবলিক ডোমেনে ষষ্ঠ পে কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হল। রিপোর্টে উল্লেখ, কেন্দ্রীয় সরকারের পে কমিশন মেনে ডিএ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। রাজ্য তহবিল অনুযায়ী দিতে পারে।

জমি বিক্রি

আলিপুর চিড়িয়াখানার জমি বেআইনিভাবে বিক্রি করার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। বিষয়টি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ভর্ৎসনা

কামারহাটির 'ত্রাস' জয়ন্ত সিংয়ের চারতলা বাড়ি ভাঙার জন্য পুরসভার নোটিশ খারিজের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। পুরসভার আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বিচারপতির মন্তব্য, 'আপনাদের কমিশনার ইংরেজি বোঝেন না?'

স্ত্রীকে মারধর

মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর স্ত্রী। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

'জরুরি অবস্থার সমর্থক মমতা'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ জুন : পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি। বুধবার সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে বিজেপির 'সংবিধান হত্যা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, এরাজ্যেও সংবিধান প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আক্রান্ত হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন তৃণমূলের ক্যাডার বাহিনী এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে তৃণমূল। সম্প্রতি জরুরি অবস্থা জারির ঘটনাকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' বলে চিহ্নিত করার তীব্র প্রতিবাদ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন জরুরি অবস্থার জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে লড়ুন। রাজনৈতিক মহলের মতে, জরুরি অবস্থা নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপির অভিযোগ থেকে দূরত্ব তৈরি করতেই এই কৌশল মমতার।

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী যেসব কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি তার অন্যতম হল এই সংবিধান হত্যা দিবস। ১৯৭৫-এর ২৫ জুন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। সেই ঘটনার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে এরাজ্যেও তৃণমূল সরকার ও তার প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

সম্প্রতি বিধানসভার অধিবেশনে শুভেন্দু বলেন, 'বিধানসভার অভ্যন্তরে বিধায়কদের নিগৃহীত হতে হয়। বিরোধী দলনেতাকে হাম্পিং ডাম্পিং লায়ার বলে অশালীন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। শিখা চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পলের মতো বিজেপির মহিলা বিধায়কদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'ভোট রাজনীতির স্বার্থে বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে তুষ্ট করতে রাজ্যজুড়ে চূড়ান্ত নৈরাজ্য তৈরি করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।' বরাবরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলকে কংগ্রেসের উত্তরাধিকার বলেই মনে করে বিজেপি। সংবিধান হত্যা দিবস প্রসঙ্গে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে শুভেন্দু অধিকারীরা জরুরি অবস্থার সময় রাজ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের সফরে অপ্রীতিকর ঘটনার অভিযোগকে ফের

> জরুরি অবস্থার পক্ষেই ছিলেন মমতা। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো নেতার গাড়ির ওপর চড়ে সেদিন যে অসভ্যতা করেছিলেন এই মুখ্যমন্ত্রী তা সকলের জানা। সেই অপসংস্কৃতিকে (মমতার সংস্কৃতি) এরাজ্যে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

হাতিয়ার করেছেন। শুভেন্দু বলেন, 'জরুরি অবস্থার পক্ষেই ছিলেন মমতা। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো নেতার গাড়ির ওপর চড়ে সেদিন যে অসভ্যতা করেছিলেন এই মুখ্যমন্ত্রী তা সকলের জানা। সেই অপসংস্কৃতিকে (মমতার সংস্কৃতি) এরাজ্যে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।' যদিও জয়প্রকাশ নারায়ণের ওই ঘটনার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে জুড়ে যে প্রচার, তা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় বলেই দাবি করে তৃণমূল।

পঞ্চাশ আসনও নয় পদ্মের

ছাব্বিশের ভোটে অভিষেকের আগাম টার্গেট

কলকাতা, ২৫ জুন : আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন ৫০-এর নীচে নামিয়ে আনার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৪ সালে প্রথমবার ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন অভিষেক। গত ১১ বছরে তিনি কী কী কাজ করেছেন, তা নিয়ে এদিন একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'নিঃশব্দ বিপ্লব'। সেই অনুষ্ঠান থেকেই অভিষেক আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের 'ভবিষ্যদ্বাণী' করে বলেন, 'গতবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৭৭টি আসন পেয়েছিল। যদিও এখন তাদের হাতে ওই আসন নেই। আমি আজ বলে যাচ্ছি, আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৫০টি আসনও পাবে না।'

যদিও পালটা দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬টি আসনই তৃণমূল হারবে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পাড়ায় পাড়ায় এসে ঘুরেছিল। এবার আর কোনও লাভ হবে না।'

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের কারণও ব্যাখ্যা করেন অভিষেক। বলেন, 'আমি সচরাচর কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করি না। আর করলেই ঈশ্বরের কৃপায় তা অল্প হলেও মিলে যায়। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণী করছি। কারণ, মানুষের প্রতি, কর্মীদের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আছে। বছরভর যদি মানুষের পাশে কেউ থাকেন তাহলে তাঁরা তৃণমূল কর্মী।' বিজেপিকে কেন বাংলা বিরোধী বলা হয়, তার ব্যাখ্যাও এদিন দিয়েছেন অভিষেক। বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কী করা উচিত? উন্নয়নে রাজ্যকে সাহায্য করা। কিন্তু বিজেপি সরকার কী করছে? বাংলার ভোটে জিততে পারেনি। তাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা করতে গিয়ে বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করছে। ওরা তৃণমূলকে টাইট দিতে গিয়ে বাংলার মানুষকে টাইট দিয়েছে। তাহলে বাংলা বিরোধী কারা? বাংলার টাকা কারা আটকে রেখেছে?'

শ্রীকৃষ্ণপুরের একটি স্কুলের ফুটবল ময়দানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযানের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। সেই প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, 'অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানেও ওরা বিধায়ক কেনাবেচা করতে চায়। কিন্তু এটা বাংলা। এখানে বিজেপির এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।' মহেশতলার সাম্প্রতিক ঘটনাকে সামনে রেখে অভিষেক বলেন, 'মহেশতলায় বিজেপি লাশের রাজনীতি করতে চেয়েছিল। মহিলারা তাড়া করতেই ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। আমি এই ধরনের কথা বলতে চাই না। কিন্তু আমাদের নেত্রীকে যেভাবে ক্রমাগত আক্রমণ করছেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম না করে অভিষেক বলেন, 'তুমি দাদা থেকে কাকা, কাকা থেকে জেঠু, জেঠু থেকে দাদু হয়ে যাবে। কিন্তু আগামী ৫০ বছর তৃণমূলকে মানুষের হৃদয় থেকে সরাতে পারবে না। দম থাকলে আমার চ্যালেঞ্জ ভেঙে দেখাও। যতই ইডি, সিবিআই আনো। তৃণমূল কংগ্রেস লোহা। লোহাকে যত আঘাত করবে লোহা ততই শক্তিশালী হবে।'

হুমায়ুনকে প্রত্যাখ্যান মৃত নাবালিকার পরিবারের

কলকাতা, ২৫ জুন : কালীগঞ্জে মৃত নাবালিকা তামান্না খাতুনের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। এই ঘটনায় কবীর ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে তামান্না কাণ্ড ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা। অভিযোগ, তামান্নার মৃত্যুতে তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কবীর। যদিও কবীরের সেই প্রস্তাব পত্রপাঠ ফিরিয়ে দিয়েছেন নাবালিকার পরিবার।

সোমবার কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে জয়ের খবরে উল্লসিত তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় প্রাণ হারায় ১৩ বছরের নাবালিকা তামান্না খাতুন। এই ঘটনায় এপর্যন্ত মোট ৫ জন গ্রেপ্তার হলেও ক্ষোভের আগুন নেভেনি। এই আবহে মৃত নাবালিকার পরিবারকে আশ্বস্ত করতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দলের আনাগোনা। গত ৪৮ ঘণ্টায় শাসকদল বাদে সব বিরোধীই নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। সেই সূত্রেই এদিন নাবালিকার বাড়িতে যান ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। যদিও কবীরের দাবি, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে যাননি। একটি এনজিও-র প্রতিনিধি হিসেবে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

কবীরকে সামনে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃত নাবালিকার মা সাবিনা। তাঁকে আশ্বস্ত করতে কবীর বলেন, 'প্রত্যেক মানুষেরই উচিত এই নৃশংস ঘটনার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা। কে কোন দলের তা না দেখেই অভিযুক্তকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত।' যদিও হুমায়ুনের এসব কথায় চিঁড়ে ভেজেনি। মৃত নাবালিকার জন্য পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলতেই তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন সাবিনা। হুমায়ুনকে তিনি জানিয়ে দেন, 'আমার মেয়ের বিকল্প টাকা নয়। টাকা দিয়ে আমার মেয়েকে কি ফিরিয়ে দিতে পারবেন?'

দিঘায় পৌঁছানোর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

রথযাত্রার আগেই দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৫ জুন : রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বুধবার দিঘা পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় রথের রশি টেনে রথযাত্রার সূচনা করবেন। সৈকত শহর দিঘায় এখন সাজো সাজো রব। সাজিয়ে তোলা হয়েছে সমুদ্রতীরের মাসির বাড়িও। জগন্নাথদেবের রথ সমুদ্র তীরের পাশের রাস্তা দিয়ে মাসির বাড়ি পৌঁছোবে। বৃহস্পতিবার জগন্নাথ মন্দিরে নেত্র উৎসব। এদিন সড়কপথেই মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় পৌঁছোন। ইতিমধ্যেই দিঘায় পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ছে। মন্দিরের চারটি কোণে চারটি ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে।

জগন্নাথ মন্দির থেকে মাসির বাড়ি পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাস্তা সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলা হয়েছে। জ্ঞানবন্ত সিং, সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, ডিপি সিং সহ পুলিশের পদস্থ কর্তারা সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। রথের দিন মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে সোনার ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করবেন। তারপরই রথের চাকা গড়াবে। ওই সোনার ঝাঁটাটি মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দিয়েছেন। পর্যটকরা যাতে রথের রশি ধরতে পারেন তার জন্য রশি অনেক লম্বা করা হয়েছে। ফলে ভক্তদের অসুবিধা হবে না বলেই আশা করছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

যদিও দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে ভিড় উপচে পড়ায় এক ধাক্কায় হোটেল ভাড়া বেড়ে গিয়েছে। এক হাজার টাকার রুমের ভাড়া কোথাও ২ হাজার টাকা, কোথাও ২৫০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। একটু ভালো হোটেলের ভাড়া আকাশছোঁয়া। এই ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে নবান্নে। দ্রুত হোটেল ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হোটেল ভাড়া নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা হোটেল মালিকদের সেকথা জানিয়ে দিয়েছি। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ দিঘায় জগন্নাথ দেবের দর্শনে আসছেন। তাঁরা রথের রশি টানবেন। পুরো বিষয়টি আমরা নজরে রাখছি। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য মমতার দিঘা সফরকে কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, 'দিঘা যাচ্ছেন, যান। ওটা মন্দির নয়, ভাস্কর্য। হিন্দু হতে গেলে গেরুয়া লাগে।' দিঘায় মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রা উপলক্ষ্যে রাস্তার দু-ধারে হলুদ পতাকা টাঙিয়েছিল তৃণমূল। তাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'আসলে গেরুয়াকে ভয় পান মমতা। সেই কারণেই গেরুয়ার বদলে হলুদ পতাকা লাগিয়েছে তৃণমূল।'

বিএলও পদে এবার শিক্ষকরা

কলকাতা, ২৫ জুন : এবার বুথ লেভেল আধিকারিকের দায়িত্ব সামলাতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও। সরকারের গ্রুপ সি বা তার উর্ধ্বের কর্মচারীদেরই এই পদে নিয়োগ করা যাবে। কোনওভাবেই গ্রুপ ডি পদের কর্মীদের নিয়োগ করা যাবে না। নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। কমিশনের সাম্প্রতিক এই নির্দেশিকা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক, প্রতিবাদ। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের তরফে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য দাবি জানানো হয়েছে।

আজ টিভিতে

কমলিনী-চন্দ্রর সংসার জুড়তে কী সিদ্ধান্ত নিল স্বতন্ত্র ?
চিরসখা রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দাদু নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ মন মানে না, সন্ধে ৭.০০ সেজ বউ, রাত ১০.০০ শিবা, ১.০০ নেটওয়ার্ক

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৪.০৫ অমানুষ, সন্ধে ৭.২৫ স্বামীর ঘর, রাত ১০.৪০ বস্তির মেয়ে রাধা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ কমলার বনবাস, দুপুর ১.০০ তিনমূর্ত্তি, বিকেল ৪.৩০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ১০.৩০ বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না, ১.৩০ শিবপুর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ এক চিলতে সিঁদুর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাজি- দ্য চ্যালেঞ্জ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন সঙ্গী

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ জলি এলএলবি, ২.৪৫ দিল বেচারা, বিকেল ৪.৩০ পঙ্গা, সন্ধে ৬.৪৫ দ্য জোয়া ফ্যাক্টর, রাত ৯.০০ আ থার্সডে, ১১.১৫ বালা

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.১৭ মিস্টার জু কিপার, ২.২৭ রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.১৫ নাগপঞ্চমী, রাত ৮.০০ কটিরা, ১১.১৯ মিশন মজনু

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪৫ করণ অর্জুন, বিকেল ৫.১০ মার্কেট রাজা এমবিবিএস, রাত ৯.৩৭ ওয়েলকাম ব্যাক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৩ গোল্ড, দুপুর ২.০৯ তমাশা, বিকেল ৪.৩২ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর, রাত ৯.০০ খো গ্যায়ে হম কহাঁ, ১১.১৭ এনএইচ ১০

অমানুষ বিকেল ৪.০৫
জলসা মুভিজ

মিস্টার জু কিপার দুপুর ১২.১৭
জি সিনেমা এইচডি

ওয়াইল্ড তানজানিয়া সন্ধে ৭.০৬ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

ভর্তির পোর্টালে ভিনরাজ্যের ছাত্ররা

কলকাতা, ২৫ জুন : রাজ্যের স্নাতক স্তরে ভর্তির পোর্টালে ভিনরাজ্যের পড়ুয়াদের আবেদন ক্রমশ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬০০। কর্ণাটক, কেরল, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি থেকে প্রতিনিয়ত এই রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির আবেদন জমা পড়ছে। শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, ক্রমশই আবেদনকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। প্রথম পাঁচদিনে ২.৩ লক্ষ আবেদন করেছেন। এখনও পর্যন্ত মোট ১১.৪ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১৬০০ প্রার্থী ভিন রাজ্যের।

কিছু রাজ্যের ক্ষেত্রে পেপার অনুযায়ী নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি বা পরীক্ষা পরিচালনার নম্বর আলাদা। কর্ণাটকের আবেদনকারীদেরও সেই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তাঁদের ১২৫ নম্বরের পরীক্ষা পদ্ধতির বিষয়টি সামনে আসতেই রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর ভর্তির পোর্টালটিতে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য এনেছে। তারা পোর্টালটি যথাযথভাবে পরিচালনা করছে। শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'গত বছরও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আবেদন জমা পড়েছিল। এবছরও আমরা আশা করেছিলাম, ভিনরাজ্য থেকে আবেদন আসবে। তবে দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে এত বিপুল পরিমাণ আবেদন জমা পড়বে তা আশা করা যায়নি।' ১৮ তারিখ থেকে অনলাইন ভর্তির পোর্টালটিতে আবেদন করা শুরু হয়ে যায়। এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ১৫ লক্ষ মানুষের কাছে তা পৌঁছে যায়। জানা গিয়েছে, আগে খ্যাতনামা কিছু কলেজে বাইরের রাজ্যের পড়ুয়ারা ভর্তির জন্য আবেদন করত। কিন্তু গত বছর থেকে সেই সংখ্যাটা বেড়েছে। বাইরের রাজ্যের পড়ুয়ারা বিভিন্ন কলেজে আবেদনের জন্য উৎসাহী হয়েছে। তবে অধ্যক্ষদের একাংশের বক্তব্য, এক্ষেত্রে আবেদনকারী ও ভর্তি হওয়া প্রার্থীর সংখ্যায় পার্থক্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিকাশভবন সূত্রে খবর, বিশেষ করে কমার্স কলেজগুলির দিকে নজর বাইরের পড়ুয়াদের। শিক্ষা মহলের ধারণা, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে উচ্চশিক্ষার খরচ খানিকটা কম বলেই ভিন রাজ্যের পড়ুয়ারা আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

মিড-ডে মিল রান্নায় ধর্মের ভাগ নিয়ে অভিযোগ

কলকাতা, ২৫ জুন : ধর্মের ভিত্তিতে মিড-ডে মিলে ভাগাভাগি। দুই সম্প্রদায়ের জন্য স্কুলে রান্না হয় আলাদাভাবে। বর্ধমানের পূর্বস্থলীর ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অধীন কিশোরগঞ্জ মনমোহনপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। সম্প্রতি বিষয়টি সামনে আসতেই তা নিয়ে হইচই শুরু হয়। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় অবিলম্বে পৃথক রান্না বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন মহকুমা শাসক। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কাছে এই বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিগত ৫ বছর ধরে এমন ঘটনা ঘটে আসছে কিশোরগঞ্জ মনমোহনপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মিড-ডে মিলে দুই সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের জন্য আলাদা আলাদা খেতে বসার ব্যবস্থা। এমনকি রাঁধুনিও দুই সম্প্রদায়ের। এক সম্প্রদায়ের জন্য হিন্দু রাঁধুনি আর এক সম্প্রদায়ে মুসলিম রাঁধুনি। এমনকি রান্নার সামগ্রীও দুই সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ছিল।

স্থগিতাদেশ নয়

কলকাতা, ২৫ জুন : আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম তিন প্রতিবাদী মুখ চিকিৎসক দেবাশিস হালদার, চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া, চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলির নির্দেশে বুধবার স্থগিতাদেশ জারি হল না। রাজ্যের জারি করা বদলির নির্দেশিকার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। এদিন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দেন, মামলার পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্যকে বদলির সংশ্লিষ্ট নোটিফিকেশন ও নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আদালতে পেশ করতে হবে। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী জানান, নিয়োগ শব্দটির অর্থ নিয়ে আপত্তি রয়েছে। পরিষেবা দেওয়া আর নিয়োগ হওয়ার বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা।

শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। কলকাতার কুমোরটুলিতে। - আবির চৌধুরী

কেষ্টর অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন, মমতাকে নালিশ

কলকাতা, ২৫ জুন : একসময় তাঁর কথাতেই বীরভূম জেলার তৃণমূল রাজনীতিতে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খেত। এবার সেই বীরভূম জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর বিরুদ্ধে ৭ জন তৃণমূল বিধায়ক ও প্রাক্তন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিলেন।

তাঁদের অভিযোগ, কেষ্ট জেলা সভাপতি থাকাকালীন বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় কোনও প্রশ্ন করতে গেলে তাঁর অনুমতি নিতে হত। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনও প্রশ্ন করা হলে পরে কেষ্টর কাছে তাঁদের মুখ ঝামটা খেতে হত। এমনকি কলকাতার কোনও নেতার সঙ্গে এলাকা উন্নয়নের কাজে দেখা করতে গেলেও কেষ্টর গোঁসা হত। তা নিয়ে দলের জেলা কমিটির বৈঠকে ওই বিধায়ককে সরাসরি কেষ্টর প্রশ্নের মুখে পড়তে হত। এই মুহূর্তে নখদন্তহীন কেষ্ট যে একসময় বীরভূমে একনায়কতন্ত্র চালিয়েছেন, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ওই বিধায়করা।

বিধানসভার চলতি অধিবেশন চলাকালীনই ওই ৭ বিধায়ক ও প্রাক্তন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ওই লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, জেলার সমস্ত রাশ নিজের হাতে রাখতে দলীয় বিধায়কদের কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতেন বোলপুরের কেষ্ট। তৃণমূল সূত্রের খবর, জেল থেকে বেরোনোর পর বীরভূম জেলা রাজনীতিতে কেষ্টর গুরুত্ব আর আগের মতো নেই। তার ওপর বোলপুর থানার আইসিকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী

৭ তৃণমূল বিধায়কের চিঠি নিয়ে হইচই

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। বরং বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের ওপর বিশেষ ভরসা রাখছেন মমতা। সেই মতো দলের বৈঠকেও কাজলকে জেলা সংগঠন দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। একইভাবে বীরভূম জেলা রাজনীতিতে সমীকরণও বদলেছে। রামপুরহাটের বিধায়ক তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা ওরফে রানা, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা একসময় কেষ্টর অনুগামী বলেই পরিচিত ছিলেন। তাঁরা এখন কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখছেন। আবার সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী দোটানায় রয়েছেন। তিনি দু-পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

দুবরাজপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউড়ি বলেন, 'বিধানসভায় আমরা কেষ্টদার অনুমতি ছাড়া কোনও প্রশ্ন করতে গেলে সমস্যা হত। কেষ্টদা আমাদের নানাভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা করতেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কলকাতার কোনও নেতার সঙ্গে এলাকার উন্নয়নের জন্য কথা বলার অনুমতি ছিল না। বিষয়টি আমরা দলনেত্রীকে জানিয়েছি।' যদিও কেষ্ট বলেন, 'আমি কোনওদিন কোনও বিধায়ক বা নেতার ওপর চাপ দিইনি। অসত্য কথা বলা হচ্ছে।' বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা কেষ্টর ঘোর বিরোধী হিসাবে পরিচিত কাজল শেখ বলেন, 'আমি কোনওদিন বিধায়ক ছিলাম না। যাঁরা বিধায়ক ছিলেন বা আছেন তাঁরা বলতে পারবেন।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ আষাঢ় ১৪৩২

নিশানায় যখন বাংলা

বাংলা ভাষায় কথা বলা কি ভারতে অপরাধ? পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের কি এদেশের নাগরিক বলে মানতে রাজি নয় অবাঙালি রাজ্যগুলি? প্রশ্ন দুটি ওঠার কারণ, রাজস্থানে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের পরিযায়ী শ্রমিকদের যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা বাংলা ও বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং লজ্জাজনক।

শুধু রাজস্থানে নয়, এরকম ঘটনা ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রেও হয়েছে। কেউ যদি ধরে নেন যে বাংলা ভাষাভাষী মাত্রই বাংলাদেশি, তাহলে তার থেকে চিন্তার আর কিছু হতে পারে না। ভারতের সংবিধানে অষ্টম তফশিলভুক্ত ভাষাগুলির অন্যতম বাংলা। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারি ভাষাও বাংলা। অসমের বরাক উপত্যকাতেও বাংলা চালু আছে।

প্রশ্ন উঠবেই যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুদের বাংলা ভাষাকে হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে বাঁকা চোখে দেখা হবে কেন? বারবার বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাভাবিক কারণেই জানতে চেয়েছেন, বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ?

বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে রাজস্থান সরকারের সঙ্গে বাংলার মুখ্যসচিব কথা বলার পর ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা থেকে রেহাই মিলেছে। কিন্তু তাতে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি বলে সন্দেহের চোখে দেখা বন্ধ হবে, এমন নিশ্চয়তা কিন্তু নেই। ভাষা নিয়ে বিবাদ এদেশে নতুন ঘটনা নয়। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হিন্দি আগ্রাসনের অভিযোগ উঠেছে তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের মতো দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে।

যদিও কেন্দ্রের দাবি, মোটেও হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। বরং ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্মান করা হচ্ছে। একথা সত্য হলে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গিয়ে বাংলায় কথা বলে বিপদে পড়ার প্রসঙ্গ আসত না। পশ্চিমবঙ্গেও একশ্রেণির মানুষ মাঝে মাঝে শাসানি দেয়, বাংলা ভাষায় কথা বললে বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। এই ধরনের শাসানি যে বা যাঁরা দেন, তাঁরা হয় ইতিহাস জানেন না নয়তো সত্যের অপলাপ করেন।

এমন কার্যকলাপের আসল লক্ষ্য, হিন্দি ভাষার একাধিপত্য স্থাপন। সেই লক্ষ্যে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের ধারণা প্রচার। ভারত বহু ভাষাভাষীর দেশ হলেও উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের বাসিন্দা ২৫০ জন বাঙালির রাজস্থানে অহেতুক হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অথচ যাঁরা বাংলায় কথা বলেন, তাঁরা সবাই বাংলাদেশি নন। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাসকারী বহু অবাঙালি মাতৃভাষা হিন্দি হলেও দিব্যি বাংলায় কথা বলেন। বুঝতে পারেন।

তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগে ভাষাগত সমস্যা হয় না। মানুষ পেটের দায়ে স্থানান্তরে যান। এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায়, আবার এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যান। সেক্ষেত্রে রুজিরুটিই মুখ্য কারণ থাকে। বাকি সব গৌণ। ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া এবং পেটের দায়ে পশ্চিমবঙ্গে আসা অবাঙালি- প্রত্যেকের কাছে দু'মুঠো অন্নের খোঁজই প্রধান।

তাই যে পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে কর্মরত, তাঁদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ভারতের নাগরিক। তাঁরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী নন। সুপ্রাচীন কাঁটাতারের দুই পারের ভাষা এক বলে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাসিন্দাদের সমদৃষ্টিতে দেখা একধরনের অপরাধ। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরার অছিলায় পশ্চিমবঙ্গের বৈধ বাসিন্দাদের নিশানা করাটা সমর্থনযোগ্য নয়।

সীমান্তে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার দায়িত্ব বিএসএফের। সেই কাজে খামতি থাকলে তার কৈফিয়ত দেওয়ার দায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং বিএসএফের। তাদের গাফিলতির কারণেই অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ হয় না। পশ্চিমবঙ্গের বৈধ নাগরিকদের কাঠগড়ায় তুলে সেই গাফিলতির মাশুল গোনা উচিত নয়।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাবেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

রেল-বিমানে স্বাগত, যাত্রা শুভ হোক!

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার আগে হয়েছে রেলের অনেক দুর্ঘটনা। তাতেও ট্রেন বা প্লেন যাত্রায় অব্যবস্থা কমে না।

কৃষ্ণ শর্বরী দাশগুপ্ত

'উঠল বাই তো কটক যাই'। এই চালু প্রবচনটা উচ্চারণ করতে গেলে এখন কিন্তু একটু দম লাগে। কারণ কোথাও যেতে হলে আজকাল দু'মাস আগে টিকিট কাটতে হয়, অন্যথায় ফসকানো এবং পস্তানো অবধারিত। টিকিটের স্ট্যাটাস দেখাবে WL, অর্থাৎ কিনা ওয়েটিং লিস্ট, অপেক্ষার সুতোয় দোল খাওয়া। বরাত ভালো হলে কোনও মহানুভব টিকিটধারী যদি হাঁচি, টিকটিকির বাগড়ায় নিজের কনফার্মড টিকিটটি বাতিল করেন, তবেই হয়তো টুপ করে বসে পড়তে পারেন একখানি আস্ত নিশ্চিত আসনের ওপর।

ধরা যাক বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে অজ্ঞাতকুলশীল কোনও ট্রেনে টিকিটও জুটে গেল। তারপর নিজেই আনন্দে টেনিদার মতো 'ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস' বলে হুংকার দিয়ে রওনা দিলেন স্টেশনের দিকে। পিছন পিছন চলল হাবুল আর প্যালারামের দল, মিহিসুরে 'ইয়াক-ইয়াক' বলতে বলতে। কিন্তু তারপর?

ভারতীয় রেল যে নির্ধারিত সময়ের তোয়াক্কা করে না, এই সার সত্যটা জানা সত্ত্বেও ট্রেনের সময়ের অন্তত এক ঘণ্টা আগে হাঁফাতে হাঁফাতে স্টেশনে পৌঁছোনো মধ্যবিত্ত বাঙালির মুদ্রাদোষ। সেখানে ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে হরেক ট্রেনের আসা-যাওয়ার খবর আলোর অক্ষরে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাকিয়ে দেখলেন আপনার ট্রেনটির ঠিক সময়ই দেখাচ্ছে বটে, শুধু প্ল্যাটফর্ম নম্বরটা দিচ্ছে না। আপনার চোখ তখন ইতিউতি বসার জায়গা খুঁজছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আস্ত চেয়ার কিছু আছে বটে, কিন্তু যাত্রী আন্দাজে তা নস্যি। কেউ আবার একাধিক চেয়ারজুড়ে ঘুমিয়েও থাকতে পারেন। মেঝেতে খবরের কাগজ, চাদর বা পিচবোর্ড বিছিয়ে নিপাট ঔদাসীন্যে যাঁরা গল্প করছেন বা তাস খেলছেন, তাঁদের বসে হিংসে করুন, ওঁদের উচ্চাসন কিংবা আথ্রাইটিস, কোনওটারই তোয়াক্কা নেই।

ইতিমধ্যে ঘড়ি ঘুরছে। কিন্তু ডিসপ্লে বোর্ডে 'আপডেট' কই? ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় যাঁরা বোর্ডের পরোয়া করেন না, তাঁদের স্মার্ট ফোনে ডাউনলোড করা আছে রেলের অ্যাপ। কিন্তু সেও যদি নীরব হয়ে থাকে! অগত্যা ভরসা আসা যাওয়ার পথের ধারে চোখ বসতে বসতে ত্রিকালজ্ঞ হয়ে ওঠা প্ল্যাটফর্মের কেক-বিস্কুটের পসারি। আশ্চর্য প্রশান্তি নিয়ে বললেন, 'কোথায় যে দেবে বলা শক্ত। অ্যানাউন্সমেন্ট করবে তো। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?' কিন্তু সে 'অ্যানাউন্সমেন্ট'টি যদি শেষমুহূর্তে হয়, বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে ওভারব্রিজ পেরিয়ে হুড়োহুড়ি করে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

নাছোড় যাত্রী দূর থেকে এক উর্দিধারী রেলকর্মীকে আসতে দেখে আকুল হয়ে পড়েন, 'দাদা, সম্বলপুর এক্সপ্রেস লেট আছে নাকি আজ?' দাদার মুখে বোধহয় পান কিংবা খইনি, তাই বৃথা বাক্যব্যয় না করে চলতে চলতেই আঙুল তুলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটিকে দেখিয়ে দেন। জ্ঞানেশ্বরী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। গত একঘণ্টা ধরে নট- নড়নচড়ন দাঁড়িয়ে আছে শালপ্রাংশুশিলার মতো। মাঝেমাঝে শুধু ঘোষণা হয়ে চলেছে যে, ট্রেনটি এই প্ল্যাটফর্ম থেকেই ছাড়বে। যদিও তার নির্ধারিত সময় পেরিয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে। অর্থাৎ অপেক্ষার ঘড়ি চলছেই। সেই সব পরশক্তি দর্শনটিকেই চোখে আঙুল দিয়ে মনে করিয়ে গেলেন ওই কর্মী-যাত্রী সাধারণ, দেখে শিখুন এবং ধৈর্য ধরা অভ্যেস করুন। জীবন যতটা অনিত্য, আমাদের রেলগাড়ির যাতায়াতও ততটাই অনিশ্চিত।

এরপর যখন সত্যি সত্যি কাঙ্ক্ষিত ট্রেনটি সামনে এসে দাঁড়ায় এবং এক ঘণ্টা পরে এক সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে দুলেও ওঠে, উদ্বিগ্ন যাত্রী তৎক্ষণাৎ বেমালুম ভুলে গিয়েছেন শুরুতেই তাঁরা পিছিয়ে রইলেন কতটা। এখন খাবার বয়ে আনার দরকার নেই, রেল কোম্পানির দেওয়া খাবারেও যদি রুচি না থাকে, চিন্তা নেই। আপনার ফোনে রেলের অ্যাপ সাজিয়ে রেখেছে পছন্দসই দোকান বা ফুড-চেনের তালিকা। বেছে নিয়ে আগাম অর্ডার দিয়ে রাখুন। সামনের স্টেশনে গরম খানা পৌঁছে যাবে আপনার হাতে। তবে প্রযুক্তির সেই সুবিধে নেওয়ার ক্ষেত্রে রেলের বেহাল পরিষেবা যে কতটা বাধা হতে পারে সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার শতাব্দী এক্সপ্রেসে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার পথে।

দুপুর আড়াইটের ট্রেন সেবার হাওড়া থেকে ছেড়েছিল সন্ধে সাড়ে সাতটার পর। মালদায় রাত আটটায় যাঁদের খাবার ডেলিভারি দেবার কথা, তাঁরা বিনীতভাবে ফোন করে জানিয়েছিলেন রাত দেড়টায় সেটি দিতে তাঁদের অক্ষমতার কথা। আবার ট্রেনের শৌচাগারের আতঙ্কে খাদ্য-পানীয় দুটিকেই বয়কট করে রাত কাটিয়ে দেন এমন মানুষও আছেন। যাত্রী পরিষেবার আর এক চূড়ান্ত ঝকমারির নাম 'শর্ট টার্মিনেশন'। অর্থাৎ রেল তাদের বিশেষ কোনও অসুবিধের জন্যে নির্ধারিত স্টেশনের বদলে কাছাকাছি অন্য স্টেশনেও যাত্রা শেষ করে দিতে পারে। স্রেফ ছোট্ট একটি বার্তা আসবে ফোনের এসএমএস-এ। এখনই বলা হচ্ছে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস বাদে কিছুতেই নজর দেন না রেলকর্তারা। রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্তের অবস্থা শোচনীয়।

ফরাসি বিপ্লবের সময়ে প্রাসাদ থেকে বুভুক্ষু প্রজাদের দেখে রানি মেরি আঁতোয়ানেত নাকি বলেছিলেন, 'আহা, রুটি পায় না তো বেচারারা কেক খায় না কেন?' তেমনই রেল পরিষেবায় বীতশ্রদ্ধ কেউ বলে বসতে পারেন, রেলে যদি মন্দ তবে আকাশযানে যায় না কেন? একথা অবশ্য মানতেই হবে, শুধু বিদেশযাত্রায় নয়, অন্তর্দেশীয় যাতায়াতেও প্লেনে চড়ার অভ্যেস কয়েক দশকে আমাদের সত্যিই বেড়েছে। আগে এরোপ্লেন ছিল ধনীর চলনযান। সেখানেও ক্রমশ জমা হচ্ছে অসন্তোষ। এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমানের সাম্প্রতিক ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর একদিকে যেমন মানুষ আতঙ্কিত, তেমনই তার সূত্র ধরে ক্রমাগত সামনে আসছে উড়ান পরিষেবার অজস্র ত্রুটির কথা। প্রাণ হাতে করে এ যেন এক অস্বাচ্ছন্দ্য আর নিরানন্দের যাত্রা।

দুর্ঘটনার বেশ কয়েকদিন আগে ওই সংস্থারই অন্য বিমানে আমেরিকা থেকে নয়াদিল্লিতে ফিরে বন্ধু শুনিয়েছিলেন তাঁর দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার কথা। প্রথম বিরক্তি ছিল খাবারের মান ও পরিমাণ, দুটো নিয়েই। ১৬/১৭ ঘণ্টার উড়ানে দুপুরের পর তাঁদের খাবার দেওয়া হয় সন্ধে সাড়ে সাতটায়। এর মাঝে আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্যে নাকি চা-কফি পর্যন্ত দেওয়া যায়নি। সাড়ে সাতটায় যে আধখানা রোল জাতীয় কিছু এবং আধকাপ চা দেওয়া হয়, যেটিকে তিনি সান্ধ্য জলখাবার বলেই ভেবেছিলেন। ডায়াবিটিক বলে রাতে খাওয়ার পরে ইনসুলিন নিতে হয়। কিন্তু ওই রোল আর চায়ের পর হঠাৎ আলো নিভিয়ে দেওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেননি যে, এটিই ছিল ডিনার এবং ওই অবস্থায় তাঁর আর সেদিন ইনসুলিন নেওয়া হয়নি। এরপর জল চেয়ে একাধিকবার বোতাম টিপেও বিমানসেবিকার দেখা না পেয়ে শেষে উঠে গিয়ে রাগারাগি করাতে জলের ব্যবস্থা হয়।

পরদিন উড়ান দিল্লির মাটি ছোঁয়ার পর অন্য বিপত্তি। হুইলচেয়ার পাওয়া মুশকিল, কারণ যাঁরা নিয়ে যাবেন, তাঁরা ডলার-পাউন্ডে বকশিশ পাওয়ার লোভে বিদেশিদের নিয়ে যেতে যতটা আগ্রহী, দেশের লোকের প্রতি ততটাই উদাসীন। এদিকে কলকাতার উড়ানের সময় হয়ে আসছে। তখন ব্যাটারিচালিত গাড়িতে লিফট অব্দি ছেড়ে দিয়ে তাঁরা যাত্রীদের বলে যান, নেমে মালপত্র নিয়ে তাঁরা যেন নিজেরাই চলে যান। বন্ধুর সঙ্গে আর যে দুজন বয়স্ক মানুষ ছিলেন, তাঁদের একজন ক্যানসার রোগী। এই নিয়ে ইমিগ্রেশনে অভিযোগ জানালে তাঁরা এয়ার ইন্ডিয়ার ডেস্কে জানাতে বলে ঘাড় থেকে নামাতে চেষ্টা করলেন। বরাতজোরে ইমিগ্রেশনের দুজন অফিসার এসে টিকিট স্ক্যান করে দেখে হুইলচেয়ার ইত্যাদির ব্যবস্থায় তৎপর হন। বেগতিক বুঝে তখন চেয়ার বাহকদেরও অন্য মূর্তি, বর্ষীয়ান যাত্রীরা অভিযোগ জানালে তাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে, অতএব.... দয়া করে যেন কিছু লিখবেন না, ম্যাডাম।

গত সপ্তাহজুড়ে কাগজে প্রতিদিন চোখে পড়ছে কোনও না কোনও উড়ানের আপৎকালীন অবতরণ, যান্ত্রিক গোলযোগের খবর, এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে প্রচুর মার্জনাভিক্ষা এবং সহানুভূতি। যাত্রীরা যাতে বিমানযাত্রা থেকে মুখ না ফেরান, তার জন্যে পাল্লা দিয়ে ভাড়া কমাচ্ছে কোম্পানিগুলো। লক্ষ লক্ষ যাত্রীর প্রাণভোমরা সত্যি যাঁদের হাতে তাঁরা যদি একটু যত্নবান হন, তাহলে তো এই দুঃস্বপ্নগুলো আমরা অচিরে কাটিয়ে উঠতে পারি। নির্বিঘ্ন যাত্রাপথের আনন্দগান বেজে উঠতে পারে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে।

(লেখক প্রবন্ধকার)

আজ

১৮৩৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৯১২

স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবন ঘোষালের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

'২৬-এর ভোটে বিজেপি নাকি বাংলার ক্ষমতা দখল করবে বলছে। গতবারও ৭৭টা আসন পেয়েছিল। এবার ওরা ৫০-এর নীচে আটকে যাবে। আমি সচরাচর কোনও বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করি না। আর করলে ঈশ্বরের কৃপায় অল্প হলেও তা মিলে যায়।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

হরিয়ানার এক বাসিন্দা সপরিবারে মানালিতে ছুটি কাটাতে গিয়ে গাড়ি পার্কিং নিয়ে বচসায় জড়ান। গোলমালে তাঁর স্ত্রী ও ৪ মাসের সন্তান আহত হন। তিনি বলেন, 'মানালি পাকিস্তানের চেয়ে খারাপ। এখানে আসা উচিত নয়'।

ভাইরাল/২

দিল্লির দিকে এগোচ্ছে বন্দে ভারত। হঠাৎ ট্রেনের এসি ভ্যান থেকে জল পড়তে থাকে। যাত্রীদের স্যুটকেস, আসন ভিজে যায়। জল থেকে বাঁচতে এক যাত্রী রেইনকোট পরে নেন। অভিজাত ট্রেনের দৈন্যদশা দেখে হতাশ নেটদুনিয়া।

জনমত

অকেজো পুলিশের ১০০ নম্বর

অতি সম্প্রতি শিলিগুড়ির চম্পাসারিতে ডাকাতদলের এটিএমে হানা এবং বিনা বাধায় প্রচুর টাকা লুটের ঘটনা জনমানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ১০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে না পেরে সচেতন জনগণ সঠিক সময়ে পুলিশকে খবর দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। শিলিগুড়িতে এই ঘটনা প্রথম নয়।

সাধারণত ১০০ নম্বরে যে কোনও অভিযোগ ২৪ ঘণ্টার ভেতরে যে কোনও সময় পুলিশকে জানানো যেতে পারে। কিন্তু শিলিগুড়িতে এই নম্বরে ফোন করলে অন্যরকম কিছু হয়। প্রথমত ফোনটা বাজবে না, বাজলেও কেউ ধরবেন না। যদি ধরেও ফেলেন প্রথমে তীব্র আওয়াজ আসবে। কিছু পরে একজন ভদ্রলোক গলায় একটা জমিদার জমিদার ভাব এনে আপনার নাম, ফোন নম্বর জানতে চাইবেন। অথচ তিনি টেকনিক্যালি সবটাই জানেন কলার আইডির সৌজন্যে। যাইহোক, ধীরে ধীরে সবটা জানার পর বিরক্তি নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কী হয়েছে জানতে চাইবেন। ঠিক তারপরেই আপনাকে কোনও কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, 'ঠিক আছে বলে দেওয়া হল, গাড়ি যাবে'- এই বলে ফোন কেটে দেবেন।

এবারে আপনি হয়তো ভেবেছিলেন আপনার নামটা যাতে গোপন রাখা হয় সেটি বলবেন, কিন্তু সুযোগই পাবেন না। এবার হবে কী, পুলিশ লোকেশনে গিয়েই আপনার নাম, ঠিকানা সবার সামনে বলতে শুরু করবে। ওখানেই আপনার শেষের শুরু। ভেবে দেখুন তারপরেও কেউ ১০০ নম্বরে ফোন করে কি অভাব-অভিযোগ জানাবেন?

এবার হল সাভারের গল্প। ফোন না ধরার কারণ হিসাবে ওই সাভার খারাপ হওয়ার কথা পুলিশ সবাইকে বলে। কীভাবে সেটা খারাপ হল, কে করল, কেন হল, কে সারাল- কিছুই বুঝতে বা জানতে পারবেন না। এসবের গল্প পুলিশ জানে না, বলার ঝুঁকিও নেয় না। কিন্তু এর ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যে তলানিতে ঠেকেছে, সেটা পুলিশ খুব ভালোই জানে। ফলে পুলিশ কোনও খবর পায় না, মানুষজনও আর তেমন বিশ্বাস করেন না।

আমার মতে, হয় এই ১০০ নম্বর সঠিকভাবে নিয়ম মেনে চালু করুন। ভদ্রলোকদের ওখানে ডিউটি দিন। আর নয়তো ১০০ নম্বরের ল্যাটাই চুকিয়ে দিন। দিনের শেষে নিজের আয়াকে একবার জাস্টিফাই করুন।

রথীন ঝা, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাটি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-। ঠিকানা :-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাবুপাড়া, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

স্বাস্থ্য নিয়ে খেলা কবে বন্ধ হবে

রাজ্যের কিছু নার্সিংহোমে কিছু রহস্যজনক কাজকর্ম চলে! সুস্থ রোগী অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিল বাড়ে, প্রাণ বাঁচে না।

সুব্রতা ঘোষ রায়

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের কিছু নার্সিংহোমে লাগামহীন সিজারের ঘটনা উত্তরবঙ্গ সংবাদে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ হয়েছে। পড়লাম, যেখানে জেলায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সিজারের অনুমতি মেলে, সেখানে আলিপুরদুয়ারে হচ্ছে ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ।

সরকারি হাসপাতাল নিয়মনির্দেশিকা মেনে চললেও নার্সিংহোমগুলো এসবের তোয়াক্কা করে না। প্রশাসনেরও নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ কম। এই সুযোগে কিছু নার্সিংহোম প্রাণপণ চেষ্টা চালায় উপার্জন বাড়াতে। তাদের উপার্জনের অধিকাংশই আসে সিজার বেবির কেসে। নার্সিংহোমগুলো অবশ্য এই দাবি মেনে নেয় না। তারা সিজারের জন্য আগেই বাড়ির লোকের সম্মতিপত্র নিয়ে রাখে।

শুধু সিজার নয়, শুধু আলিপুরদুয়ার নয়। সব শহরের কিছু নার্সিংহোমে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে নানা রহস্যময় ঘটনা। সোডিয়াম পটাসিয়ামের অনুপাতের কমবেশির জন্য ভর্তি হওয়া প্রবীণকে পরদিন দেখতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, তাঁর কপালে ঘন কালো দাগ। ফুলে আছে। অথচ এটা রাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত নার্সিংহোম। কীভাবে হল, কেন হল, রাতের নার্স বা আয়া কেউ বলতে পারেন না!

আবার কোথাও বাড়ির মানুষটির সামান্য হাত-পা জ্বলার সমস্যায় স্ত্রী কাছাকাছি নামী নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে তৎপরতায় নেওয়া হয় আইসিইউতে। এবার একজন অন্যায়িক ইউরোলজিস্ট, যিনি একাধারে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, বাড়ির লোককে বলেন, রোগীর সিস্টোস্কপি করে নিলে ভালো। যে মেশিন ডাক্তারের সঙ্গেই আছে। আনাড়ি পরিবার সম্মতি দেয়। ডাক্তারবাবু তখন বলেন, 'এই বিল নার্সিংহোমের সঙ্গে করবেন না। এটা আমাকে আলাদা দেবেন।'

পরে জানা যায়, তা খুব ব্যথাদায়ক পরীক্ষা, যার রেশ বেশ কিছুদিন থাকে। শেষমেশ রোগ শনাক্ত হয়- ভিটামিন বি-১২'এর স্বল্পতা। বাড়ির লোককে বোকা বানিয়ে এথিকসের তোয়াক্কা না করে পরিবারের মানসিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে চলে নানা ফন্দিফিকির!

হাওড়ার ঘটনা। সদ্যোজাত সন্তানকে রাতে কিছুক্ষণের জন্য নার্স কোথাও নিয়ে যান। তারপর দিয়ে যান মায়ের কাছে। শিশুটি কাঁদতে থাকে। মাকে বলা হয়, ব্রেস্টফিড করান। এবার শিশুটির নাকমুখ থেকে রক্ত বেরোতে থাকে। নার্সিংহোমে চিকিৎসা চলে, কিন্তু শিশুটি বাঁচে না!

বর্ধমানের ঘটনা। শ্বাসকষ্টজনিত অসুবিধেয় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অক্সিজেন দিয়ে মোটামুটি ঠিক। নার্সিংহোমের তরফে বলা হয়, একটা রাত থাক, কাল ছুটি। রাত দুটোয় বাড়িতে ফোন আসে। ইমার্জেন্সি, শিগগির আসুন, ভেন্টিলেশনে দিতে হবে, সই করে যান। ভেন্টিলেশনে যাওয়ার আগে রোগী বলেন, 'ওরা আমার সঙ্গে কী করেছে, আমি পরে বলব। আমি তত অসুস্থ ছিলাম না।'

ক'দিন ভেন্টিলেশনে থেকে তিনি চিরতরে চলে যান। পরিবার পরে জানতে পারে, এরকম মধ্যরাতে কোনও ঘটনা এই নার্সিংহোমে মাঝেমাঝেই হয়। মোটামুটি সুস্থ হয়ে ওঠা এমন রোগীকে কিছু ইনজেকশন দিয়ে অবস্থা খারাপ করে দেওয়া হয়। শুধু ভেন্টিলেশন বা আইসিইউতে নিতে। ডাক্তাররা করেন না, করে নার্সিংহোমের রাতের কিছু ট্রেনিং প্রাপ্ত মানুষ। এদের কিছু বলতে গেলে ভবিষ্যতে নানা অশান্তির মুখোমুখি হতে হবে। এই বিষয়টি প্রশাসন ভাবুক তাঁদের মস্তিষ্ক, মনন ও অনুভব দিয়ে। দরকারে এই বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স হোক। যাতে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য চিকিৎসার মতো মহান পরিষেবা কালিমালিপ্ত না হয়।

(লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৬

পাশাপাশি : ১। বিবর্ণ হয়নি, এখনও উজ্জ্বল ৩। চৈতন্যের সহধর্মিণী ৪। সম্মান ব্যাংক ৫। শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় স্ত্রী ৭। পরিমাণবাচক শব্দ ১০। এমিল জোলার বিখ্যাত উপন্যাস ১২। পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়া ১৪। তাল ও লয়ের সংগতিহীন ১৫। স্পেনের কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ১৬। লাল ডাঁটা শাক।

উপর-নীচ : ১। পুরোনো গাড়িকে নিয়ে বিখ্যাত বাংলা সিনেমা ২। পার্বত্য এলাকা বা পাহাড়িয়া ৩। ভয়বিহুলতা বা সাড়হীনতা ৬। বোনের ছেলে ৮। যে টাকাপয়সা চুরি করেছে ৯। এই ফলের ইংরেজি নাম উড অ্যাপেল ১১। ঋত্বিক ঘটকের প্রথম সিনেমা ১৩। শিবের গাজন উপলক্ষে লোকগান।

সমাধান ■ ৪১৭৫

পাশাপাশি : ২। বনবিবি ৫। মাদক ৬। বেগরবাই ৮। সাধ ৯। দানা ১১। অমৃতসর ১৩। বিলয় ১৪। কানখাড়া।

উপর-নীচ : ১। হুমায়ুন ২। বক ৩। বিরাগ ৪। বিলাই ৬। বেধ ৭। রমনা ৮। সাবুত্ত ৯। দার ১০। নারায়ণী ১১। অব্যর্থ ১২। সজ্জন ১৩। বিড়া।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলপেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৯৬৬৬৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৫৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০৫৫৮২৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৬৩৫৫৪৮৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৩০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৬৩৫৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

গগনযানে চোখ রেখে শুভাংশুর অগ্নিপরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : রাকেশ শর্মাকে ছুঁয়ে মহাকাশে দ্বিতীয়বার ইতিহাস গড়লেন শুভাংশু শুক্লা। ভারতের মহাকাশচর্চায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মানব মহাকাশ অভিযানের তকমা পেল অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশন। এই অভিযানের অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা রয়েছে শুভাংশুর। এই পরীক্ষাগুলির ফলাফল ভারতের প্রস্তাবিত গগনযান অভিযানের প্রস্তুতিতেও কাজে লাগবে।

ইসরোর গগনযান ভারতের প্রথম স্বদেশি মানব মহাকাশ মিশন। এই মিশনে মাটি থেকে ৪০০ কিমি উচ্চতায় পৃথিবীর কক্ষপথে ৩ জন ভারতীয়কে পাঠানো হবে। ২০২৬ সালে এই অভিযান হবে। গগনযান অভিযানের দিকে চোখ রেখে শুভাংশু যে পরীক্ষাগুলি চালাবেন তা হল -

মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে ফসল উৎপাদন

মহাকাশে মুগ ডাল ও মেথির মতো ভারতীয় ‘সুপারফুড’ চাষ করবেন শুভাংশু। মহাকর্ষশূন্য পরিবেশে বীজ অঙ্কুরোদ্গম ও গাছের বৃদ্ধিতে কী প্রভাব পড়ে, তা বিশ্লেষণ করা হবে। এর মাধ্যমে ভারতের জন্য উপযোগী মহাকাশ খাদ্যব্যবস্থা তৈরি করা ও টেকসই খাদ্য উৎপাদনের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে, যা চাঁদ বা মঙ্গলে দীর্ঘমেয়াদি অভিযানে কাজে লাগবে।

শরীরে পেশি ক্ষয় ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন

এই পরীক্ষায় দেখা হবে মহাকাশে মানুষের কোষ কীভাবে বয়স ধরে বা পেশির ক্ষয় হয়। এই তথ্য মহাকর্ষহীন পরিবেশে মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভবিষ্যতের গগনযান অভিযানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক দক্ষতা

মহাকাশে কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘসময় কাটালে মানসিক স্বাস্থ্য ও চিন্তাশক্তিতে কী প্রভাব পড়ে তা জানতে গবেষণা চালানো হবে। ফলে মহাকাশচারীদের জন্য আরও ভালো মানসিক সহায়তা ও কাজের পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হবে।

জীবাণুর আচরণ ও জীবনধারণ ব্যবস্থা

মহাকাশে ক্ষুদ্র জীবাণু কীভাবে আচরণ করে ও সেগুলি দিয়ে কীভাবে খাবার হিসেবে শৈবাল চাষ করা যায়, তা নিয়ে পরীক্ষা হবে। এর মাধ্যমে মহাকাশযাত্রীদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ ও জীবনধারণের ব্যবস্থা আরও উন্নত করা সম্ভব হবে।

টার্ডিগ্রেডের (জলভালুক) টিকে থাকার কৌশল

টার্ডিগ্রেড নামের ক্ষুদ্রপ্রাণী মহাকাশের চরম পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। তাদের ওপর গবেষণা করে মানুষের শরীরে কীভাবে জৈবিক সহনশীলতা বাড়ানো যায়, তা বোঝার চেষ্টা হবে। এই পরীক্ষা ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানে সহায়ক হবে।

গর্বের মুহূর্তে চোখে জল শুভাংশুর বাবা-মায়ের। বুধবার লখনউতে।

জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর, বিজেপি-কংগ্রেস চাপানউতোর

সংবিধান হত্যা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সরকার। সেই ঘটনার ৫০ বছর পূর্তিতে বুধবার দেশজুড়ে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ পালন করে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে জরুরি অবস্থার নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে মোদির লড়াইয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে এদিন একটি বই-ও প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ‘দ্য এমার্জেন্সি ডায়ারিস : ইয়ার্স দ্যাট ফর্জড এ লিডার’ নামে ওই বইয়ে তরুণ বয়সে মোদির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের বক্তব্য রয়েছে। মোদি কীভাবে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছিলেন, গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে তিনি কী কী কাজ করেছেন, সেই আখ্যানও রয়েছে ওই বইয়ে। স্বাভাবিকভাবেই জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছরে বিজেপির এহেন আগ্রাসী প্রচারের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই তোপ দেগেছে কংগ্রেস। ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ নামের যুক্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আজ ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়গুলির অন্যতম জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর হল। ভারতের মানুষ এই দিনটিকে সংবিধান হত্যা দিবস বলে চিহ্নিত করেছে। এই দিনে ভারতের সংবিধানে বর্ণিত মূল্যবোধগুলিকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, মৌলিক অধিকারগুলিকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং একাধিক রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, পড়ুয়া ও সাধারণ নাগরিকদের জেলবন্দি করা হয়েছিল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার গণতন্ত্রকে গ্রেপ্তার করেছিল।’ যাঁরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে নেমেছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানান মোদি। অপরদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র তোপ, ‘জরুরি অবস্থার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেইজন্য তার স্মৃতিকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবেই দেশের তরুণ প্রজন্ম সংস্কৃতিমনা এবং সংগঠিত হতে পারবে।’ বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, ‘কংগ্রেসের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ হয়েছিল, তা নিছক রাজনৈতিক ছিল না। সেটি ছিল ভারতের আত্মা ও সংবিধান রক্ষার এক গণ আন্দোলন, যেখানে বহু দেশপ্রেমিক তাঁদের জীবন বিপন্ন করে লড়েছিলেন।’

মোদি-শা-র আক্রমণের জবাবে গত ১১ বছরে দেশে কীভাবে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে তা জানিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। পরে ইন্দিরা ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘দেশে এখন অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। যে সরকার নিজের বিরোধিতা সহ্য করতে পারে না, ভিন্নমতের জায়গা রাখে না, তারা কীভাবে সংবিধান রক্ষার কথা বলছে? সংবিধান হত্যা দিবস’ আসলে শাসকদলের অপশাসন ও ব্যর্থতা আড়াল করার রাজনৈতিক নাটক।’ খাড়গে বলেন, ‘মোদি সরকার দেশে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মতো প্রকৃত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই জরুরি অবস্থা ইস্যুকে সামনে আনছে।’ তাঁর কটাক্ষ, ‘যে সরকার মণিপুরের মতো সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তারা কীভাবে গণতন্ত্র রক্ষার দাবি করে?’

এর আগে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ নাম নিয়ে আগেই আপত্তি তুলেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে বলেও তোপ দেগেছিলেন তিনি। এদিকে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত বলেন, ‘সংবিধানকে পূর্ণ সম্মান জানিয়েই ইন্দিরা গান্ধি সেদিন জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। গণতন্ত্রে জরুরি অবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে। কাজেই একে কিছুতেই সংবিধান হত্যা দিবস বলা যায় না।’

মোদি সরকার দেশে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মতো প্রকৃত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই জরুরি অবস্থা ইস্যুকে সামনে আনছে।
মল্লিকার্জুন খাড়গে

ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়গুলির অন্যতম জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর হল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার গণতন্ত্রকে গ্রেপ্তার করেছিল।
নরেন্দ্র মোদি

সংবিধানকে পূর্ণ সম্মান জানিয়েই ইন্দিরা গান্ধি সেদিন জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। গণতন্ত্রে জরুরি অবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে। কাজেই একে কিছুতেই সংবিধান হত্যা দিবস বলা যায় না।
সঞ্জয় রাউত

অভিনন্দনের আটককারী সেই পাক অফিসার হত

ইসলামাবাদ, ২৫ জুন : ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বালাকোটে জঙ্গিশিবির ধ্বংসে ভারতীয় বায়ুসেনা অভিযান চালিয়েছিল। পালটা হামলায় ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছিল পাক বিমান। পাকিস্তানের একটি এফ-১৬ বিমানের পিছু ধাওয়া করেছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান। পাক ফাইটার জেট থেকে গুলি করে তাঁর মিগ-২১ বাইসন বিমানকে নামানো হয়। তিনি পড়েন জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে। পাক সেনার মেজর মোইজ আব্বাস শাহ অভিনন্দনকে বন্দি করেন। সেই মেজরই জঙ্গিদের সঙ্গে মোকাবিলায় নিহত হলেন। পাকিস্তানের নিষিদ্ধ

সংগঠন তেহরিক-ই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর সঙ্গে লড়াইয়ে মারা গিয়েছেন মেজর আব্বাস। ঘটনাটি ঘটেছে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে।

মঙ্গলবার পাক সেনা জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অভিযানে নামে সেনাবাহিনী। তাদের কাছে খবর ছিল, ওয়াজিরিস্তানে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন জঙ্গি। সেইমতো সেনাবাহিনী তল্লাশি শুরু করে। দু’তরফের গুলির লড়াইয়ে ১১ জন জঙ্গি মারা পড়েছে। মৃত্যু হয়েছে দুই পাক সেনার। তাঁদেরই একজন হলেন মেজর মোইজ আব্বাস শাহ। তদানীন্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান অবশ্য ‘শান্তির ইঙ্গিত’ হিসেবে অভিনন্দন বর্তমানকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

জম্মুর তবী নদীতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বুধবার।

বছরে ২ বার বোর্ড পরীক্ষায় বসার সুযোগ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সংগতি রেখে দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার্থীদের জন্য বিধি বদল করল সিবিএসই। এর ফলে একটি শিক্ষাবর্ষে ২ বার পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন সিবিএসই-র দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। ২০২৬ থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। বুধবার বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, ২টি পরীক্ষার মধ্যে প্রথমটি হবে বাধ্যতামূলক এবং দ্বিতীয়টি ঐচ্ছিক। আগামী বছর থেকে চালু হওয়া নিয়মে ফেব্রুয়ারিতে আয়োজিত

সিবিএসই

বোর্ড পরীক্ষায় দশম শ্রেণির সব পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। ওই পরীক্ষায় যারা বসবে তাদের মধ্যে কেউ আরও ভালো ফল করতে চাইলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসতে পারবে। দ্বিতীয় ধাপের ঐচ্ছিক পরীক্ষা হবে মে মাসে। সিবিএসই-র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সান্যম ভরদ্বাজ বলেন, ‘প্রথম ধাপটি ফেব্রুয়ারিতে এবং দ্বিতীয় ধাপটি মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে। দুটি ধাপের ফলাফল যথাক্রমে এপ্রিল এবং জুনে প্রকাশ করা হবে।’ তাঁর বক্তব্য, ‘প্রথম ধাপে পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয় ধাপটি ঐচ্ছিক। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান এবং ভাষাগুলির মধ্যে যে কোনও তিনটি বিষয়ে ফল উন্নত করার অনুমতি দেওয়া হবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগ, আয়ুর্বেদ, দক্ষতা উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের ৩টি প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পতঞ্জলি গবেষণা সংস্থা। এই অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ার রাজা শংকর শাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ইন্দ্রপ্রসাদ ত্রিপাঠী, ছত্তিশগড়ের দুর্গস্থিত হেমচাঁদ যাদব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদার্য সঞ্জয় তিওয়ারি এবং মধ্যপ্রদেশের মহাত্মা গান্ধি চিত্রকুট গ্রামোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ভরত মিশ্র উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পতঞ্জলির ইতিহাস, উদ্ভিদবিদ্যা, রোগ নির্ণয়, বিশ্ব ভেষজ সংহিতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আচার্য বালকৃষ্ণ। তিনি বলেন, ‘আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, কৃষি বিপ্লব, যোগ বিপ্লব এবং শিক্ষা বিপ্লবের লক্ষ্যে শুরু হওয়া এই যাত্রা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার করবে।’

বাজার ঊর্ধ্বমুখী

মুম্বই, ২৫ জুন : ইরান-ইজরায়েল সংঘাত স্তিমিত হতেই ফের ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বুধবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৭০০.৪ পয়েন্ট উঠে ৮২৭৫৫.৫১ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২০০.৪ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৫২৪৪.৭৫ পয়েন্টে।

চোর সন্দেহে তরুণকে জুতোর মালা পুলিশের

জম্মু, ২৫ জুন : পুলিশের কাজ কী? দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। পুরোটাই তাদের করতে হয় আইন মেনে। কিন্তু ক্যাঙারু কোর্টের ধাঁচে পুলিশই যদি অপরাধীদের বিচার করা শুরু করে তাহলে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। অথচ জম্মুর বক্সীনগরে পুলিশ যা করেছে তাতে উর্দিধারীদের কর্তব্যপরায়ণতা এখন কাঠগড়ায়। মঙ্গলবার চোর সন্দেহে এক কাশ্মীরি তরুণকে আটক করে তার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে, গাড়ির বনেটের সঙ্গে বেঁধে গোটা বক্সীনগরে ঘোরানো হয়। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরালও হয়েছে।

ওই তরুণই যে চোর সেটা প্রমাণিত হওয়ার আগেই বক্সীনগরের স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) আজাদ মানহাসের এমন আচরণ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল কাশ্মীরে। বুদগামে পাথরছোড়া বিক্ষোভের মুখে ফারুক আহমেদ দার নামে এক ব্যক্তিকে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন ভারতীয় সেনার মেজর লিটুল গগৈ।

মানহাস বলেছেন, ‘৬ জুন একটি হাসপাতাল থেকে ৪০ হাজার টাকা ডাকাতি হয়েছিল। সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল ওই তরুণ। আমি তাকে ধরে টাকা ফেরত দিতে বলি। কিন্তু সেই কথা শুনে সে আমার হাতে ছুরি বা ব্লেড দিয়ে আঘাত করে। পালানোর চেষ্টা করে। আমি পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলি।’ পুলিশকর্মীরা ওই তরুণকে বেধড়ক মারধরও করে। জামাকাপড় খুলে দেওয়া হয়।

আইনের রক্ষকরা যেভাবে একজনকে স্রেফ অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করে ক্যাঙারু কোর্টের মতো বিচার করেছে তাতে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। আইনজীবী মহসিন দার বলেন, ‘বিষয়টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। অভিযুক্তের সঙ্গে যদি এরকম আচরণ করা হয় তাহলে পুলিশের থাকার দরকার কী। এই ধরনের ব্যাপার তো সাধারণ জনতার হাতে ছেড়ে দিলেই হয়। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়।’ ল্যাংগেটের বিধায়ক শেখ খুরশিদ জানিয়েছেন, যে পুলিশ আধিকারিকরা এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক। সূত্রের খবর, ওষুধ কিনতে গিয়ে ৪০ হাজার টাকা চুরি করার অভিযোগ উঠেছিল ওই তরুণের বিরুদ্ধে।

খাড়গের টিপ্পনী শুনে পালটা থারুরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : কংগ্রেসের আপত্তি উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে বিদেশে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শশী থারুর। দল সতর্ক করার পরও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে শোনা গিয়েছে তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদকে। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির পর বুধবার থারুরের নাম না করে তাঁকে লক্ষ্মণরেখা দেখিয়ে দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কংগ্রেসের সদর দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘আমাদের কাছে দেশ প্রথম। কিন্তু কারও কারও কাছে মোদিই প্রথম, দেশ তারপর। এতে আমাদের কী করার আছে?’ থারুর অবশ্য খাড়গের এই বক্তব্যকে পাত্তা দিতে নারাজ। উলটে কৌশলী জবাব দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি স্বাধীনচেতা। কাজেই তিনি কী করবেন আর কী করবেন না তার জন্য দলের হাইকমান্ডের অনুমতি নেবেন না।

সম্প্রতি একটি উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে মোদির প্রশংসা করে থারুর লিখেছিলেন, মোদির ঐক্যের শক্তি, স্পষ্ট যোগাযোগের কার্যকারিতা এবং সুগঠিত কূটনৈতিক চিন্তাভাবনা ভারতকে ক্রমশ সমৃদ্ধ করছে। প্রধানমন্ত্রীর কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন তিনি। খাড়গের বক্তব্যের জবাবে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে থারুর একটি পাখির ছবি পোস্ট করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, ‘ওড়ার জন্য কারও অনুমতি চেয়ো না। ডানাগুলি তোমার। আর আকাশটা কারও একার নয়।’ থারুরের কথায় স্পষ্ট, কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব আরও বাড়ছে। খাড়গেকে এদিন থারুরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘কীভাবে ইংরেজি পড়তে হয় আমি তা জানি না। ইংরেজির ওপর ওঁর খুব ভালো দখল আছে। সেই কারণেই আমরা ওঁকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য করেছি।’ খাড়গের সপাট জবাব, ‘মানুষ যা খুশি লিখতে পারেন। এসবের মধ্যে আমরা নাক গলাতে চাই না। আমরা দেশের ঐক্য চাই। দেশের জন্য আমাদের লড়াই চলবে। ওয়ার্কিং কমিটিতে ৩৪ জন সদস্য আছেন, ৩০ জন বিশেষ আমন্ত্রিত আছেন। প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। উনি (থারুর) যা বলেছেন, সেটা ওঁর ব্যক্তিগত মতামত। আমরা দেশসেবায় নিয়োজিত। কেউ যদি অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাহলে সেটা তাঁর কাছ থেকেই জানা যাবে।’ কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল বলেন, ‘আপনারা যেভাবে খুশি ব্যাখ্যা করতে পারেন। আপনারা চান দল থেকে যেন ওঁকে বের করে দেওয়া হয়। ভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও ওঁকে সিডবলিউসি-তে রাখা হয়েছে। এটাই কংগ্রেসের বিশেষত্ব।’

এসসিও-তে রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : গালওয়ান সংঘর্ষের পর এই প্রথম চিনে পা পড়ছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। সীমান্ত নিয়ে চিনের সঙ্গে ভারতের বিরোধ থাকলেও বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা স্থিতিশীল।

এই আবহে বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস উপড়ে ফেলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য যৌথ, ধারাবাহিক ও বিভিন্ন দেশের সমন্বিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তায় জোর দিচ্ছে ভারত। তাঁর দেশের এই দৃষ্টিভঙ্গী সাংহাই সম্মেলনে রাজনাথ তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন। চিনের কিংডাওয়ে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) সম্মেলনে বিশ্বের ১০ দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী যোগ দিচ্ছেন।

পাকিস্তানের মদতপুষ্ট আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ইসলামাবাদকে নতুন করে কূটনৈতিক চাপের মুখে ফেলতেও তৎপর রাজনাথ। তিনি জানিয়েছেন, এসসিও-র মঞ্চে সন্ত্রাসদমনে জোরদার চেষ্টা চালানোর ডাক দেবেন।

রাজনাথ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘এসসিও-র প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে কিংডাওয়ের উদ্দেশে রওনা হচ্ছি। ওখানে বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের কাছে নানা ইস্যু তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে ভারতের চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরব।’

এসসিও বৈঠক চলবে ২৭ জুন পর্যন্ত। ভারতের পাশাপাশি আয়োজক চিনের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিচ্ছে রাশিয়া, বেলারুশ, ইরান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান, কাজাখস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা।

ধ্বংস নয়, মাসকয়েক পিছিয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি

গোয়েন্দা রিপোর্ট মানতে নারাজ ট্রাম্প, ‘পাশে’ তেহরান

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২৫ জুন: ইজরায়েলের ধারাবাহিক হামলা এবং মার্কিন সেনার বাংকার বাস্টার বোমার আঘাত সহ্য করেও টিকে গিয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি। গত ১২ দিন ধরে চলা সংঘাত সেই কর্মসূচিকে কয়েক মাস পিছিয়ে দিয়েছে মাত্র। মোটের ওপর অক্ষত রয়েছে ইরানের মূল পারমাণবিক পরিকাঠামো। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার প্রাথমিক রিপোর্টে এমনটাই জানানো হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে রিপোর্টের কথা প্রকাশিত হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। মঙ্গলবার তিনি দাবি করেছিলেন আমেরিকার বাংকার বাস্টার ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বুধবারও সেই অবস্থানে অনড় রয়েছেন তিনি।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ট্রাম্পের বক্তব্যেই সিলমোহর দিয়েছে ইরান। মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টের বিপরীতে ইরান সরকার জানিয়েছে, আমেরিকার হামলায় তাদের পরমাণুকেন্দ্রগুলির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, ‘আমাদের পারমাণবিক পরিকাঠামো যে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই।’

ন্যাটো বৈঠকের ফাঁকে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার দ্য হেগে।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘ইজরায়েল ও ইরান দু-পক্ষই যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে সমানভাবে আগ্রহী ছিল। সবকটি পারমাণবিক পরিকাঠামো ধ্বংস করার পর যুদ্ধে রাশ টানা আমার কাছে খুব সম্মানের ব্যাপার।’ এদিন এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘ইরান যদি পরমাণু বোমা বানানোর চেষ্টা করে তাহলে আমেরিকা কি সেখানে ফের হামলা চালাবে?’ জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘অবশ্যই। তবে এত কিছুর পর ওরা (ইরান) কি বোমা তৈরির চেষ্টা করবে?’ তিনি আরও বলেন, ‘ওরা কিছুতেই বোমা বানাতে পারবে না। ইউরেনিয়াম শোধন করতেও দেওয়া হবে না।’ ইজরায়েল, ইরানকে নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন, ‘ওরা স্কুলপড়ুয়া বাচ্চাদের মতো। ওদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। স্কুলের উঠোনে দুটো বাচ্চার মতো ওরা ঝগড়া-মারামারি করছে। তুমি ওদের থামাতে পারবে না। দু-তিন মিনিট ঝগড়া করতে দাও। তাহলে ওদের থামানো সহজ হবে।’

সংবাদমাধ্যমে উল্লিখিত ৫ পাতার গোয়েন্দা রিপোর্ট নিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছে হোয়াইট হাউস। সেখানে আমেরিকার ২টি সংবাদ সংস্থার নাম করে বলা হয়েছে, ‘সংস্থাগুলি বিভ্রান্তিকর খবর পরিবেশন করছে। এই ধরনের প্রতিবেদন আমেরিকাকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রের অংশ। সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলি মার্কিন সেনাবাহিনীর সবচেয়ে সফলতম অভিযানগুলির একটিকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেছে। ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।’ ট্রাম্প সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করেছে ইজরায়েল। সেদেশের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ বলেন, ‘হামলায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে কয়েকদিন সময় লাগবে।’

গোয়েন্দা রিপোর্টটি সম্পর্কে অবগত ট্রাম্প সরকারের এক শীর্ষস্থানীয় গোয়েন্দা কর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে আমেরিকার একটি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ইরানের ফোর্দো, নাতাঞ্জ এবং ইসফাহান পরমাণুকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে মার্কিন ও ইজরায়েলি ফৌজ। এর ফলে ফোর্দো ও নাতাঞ্জের প্রবেশপথগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রগুলির ভালো রকম ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। কিন্তু সবকটি কেন্দ্রের ভূগর্ভস্থ মূল ভবনগুলি অক্ষত রয়েছে। সেগুলি এখনও ব্যবহার করা যেতে পারে। পাশাপাশি ইরানের বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের ভাঁড়ারও অক্ষত রয়েছে। পরমাণু কর্মসূচিকে সাম্প্রতিক সংঘাতের আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে ইরানের বড়জোর ৬ মাস সময় লাগবে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

মার্কিন গোয়েন্দাদের মতে, ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলি মাটির অন্তত ৩০০ ফুট গভীরে অবস্থিত। বাংকার বাস্টার বোমা দিয়ে সেগুলি ধ্বংস করা একরকম অসম্ভব। ইরানের কাছে অন্তত ৪০০ কেজি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়ে গিয়েছে। ৬ মাস নয় ৩ মাসের মধ্যেই পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারে ইরান।

এদিকে ইজরায়েল ও পশ্চিমী দেশগুলির উদ্বেগ বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাশ করেছে ইরানের পার্লামেন্ট।

মঙ্গলবার প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কালিবাফ বলেন, ‘পরমাণু বোমা বানানোর ইচ্ছা নেই ইরানের। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সংস্থাটি একটি আন্তর্জাতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।’

কৃতিত্ব দাবি

- সবকটি পারমাণবিক পরিকাঠামো ধ্বংস করার পর যুদ্ধে রাশ টানা আমার কাছে খুব সম্মানের ব্যাপার
- ওরা (ইরান) কিছুতেই বোমা বানাতে পারবে না। ইউরেনিয়াম শোধন করতেও দেওয়া হবে না
- ওদের (ইজরায়েল-ইরান) মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। স্কুলের উঠোনে দুটো বাচ্চার মতো ওরা ঝগড়া-মারামারি করছে

বেঁচে থাকার কৌশল
অভিযোজন

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

১) ইথোলজি (ethology) কী?

উঃ জীববিদ্যার যে শাখায় বিভিন্ন প্রকার প্রাণীদের আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে আচরণবিদ্যা বা ইথোলজি বলে।

২) অভিযোজন কাকে বলে?

উঃ পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোনও জীবের গঠনগত, শারীরবৃত্তীয় এবং আচরণগত স্থায়ী পরিবর্তনকে সেই জীবের অভিযোজন বলে।

৩) দ্বি-অভিযোজন কী?

উঃ কোনও জীবদেহে দুটি ভিন্ন পরিবেশে বাস করার জন্য অনেক সময় দুই প্রকার উপযোগী অভিযোজন দেখা যায়, একে দ্বি-অভিযোজন বলে। যেমন- পায়রা ডানার সাহায্যে বায়বীয় পরিবেশে উড়তে পারে, আবার পশ্চাৎপদের সাহায্যে মাটিতে হাঁটতে পারে।

৪) অপসারী বা ডাইভারজেন্ট অভিযোজন কী?

উঃ একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাস করার জন্য একই অঙ্গের কার্যগত পরিবর্তন ঘটে। এমন একই গোষ্ঠীভুক্ত জীবদের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অভিযোজনকে অপসারী অভিযোজন (Divergent adaptation) বলে। যেমন - স্তন্যপায়ী শ্রেণির প্রাণী বাদুড়ের খেচর অভিযোজন, তিমির জলজ অভিযোজন, ইঁদুরের ফোসোরিয়াল অভিযোজন, বানরের স্ক্যানসোরিয়াল অভিযোজন প্রভৃতি।

৫) গৌণ অভিযোজন কী?

উঃ কোনও নির্দিষ্ট পরিবেশে কোনও জীবের উদ্ভব বা বিকাশ ঘটলেও কোনও বিশেষ কারণে সেই জীবকে অন্য কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য ওই পরিবেশের উপযোগী যে অভিযোজন ঘটে, তাকে গৌণ অভিযোজন বলে। উদাহরণ- স্তন্যপায়ী প্রাণী তিমির জলজ অভিযোজন।

৬) মুখ্য ও গৌণ জলজ প্রাণীর উদাহরণ দাও।

উঃ মুখ্য জলজ প্রাণী হল মাছ এবং গৌণ জলজ প্রাণী হল তিমি, কুমির, কচ্ছপ ইত্যাদি।

৭) অভিযোজনগত বিকিরণ (Adaptive radiation) কাকে বলে?

উঃ কোনও সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিযোজিত হলে তাকে অভিযোজনগত বিকিরণ বলে। যেমন - একই পূর্বপুরুষ বা উদবংশীয় স্তন্যপায়ী জীব থেকে উৎপত্তি লাভ করে তিমি জলে, বাদুড় আকাশে, ইঁদুর গর্তে, শ্লথ গাছে থাকার জন্য অভিযোজিত হয়।

৮) পায়রার দেহে বায়ুথলির গুরুত্ব উল্লেখ করো।

উঃ পায়রার ফুসফুসের সঙ্গে নয়টি বায়ুথলি (air sacs) যুক্ত থাকে যা পায়রার খেচর অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুথলি ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে এবং ওড়ার সময় অতিরিক্ত অক্সিজেন জোগানে সাহায্য করে। বায়ুথলিগুলি বায়ুপূর্ণ হলে দেহ সামগ্রিকভাবে হালকা হয় এবং বাতাসে ভাসতে সুবিধা হয়।

৯) পর্ণকাণ্ড বা ফাইলোক্লেড (Phylloclade) কী?

উঃ ক্যাকটাসের কাণ্ড স্থূল, চ্যাপ্টা, রসালো এবং সবুজ হয়। উষ্ণ পরিবেশে জল সংরক্ষণ ও সালোকসংশ্লেষের জন্য এরূপ অভিযোজন হয়েছে। ক্যাকটাসের এরকম কাণ্ডকে পর্ণকাণ্ড বা ফাইলোক্লেড বলে।

১০) পত্রকণ্টকের অভিযোজনগত গুরুত্ব লেখো।

উঃ ক) বাষ্পমোচন হার রোধ– কিছু ক্ষেত্রে ক্যাকটাসের পাতাগুলি কাঁটায় রূপান্তরিত হয়েছে যা পত্রকণ্টক নামে পরিচিত। এই পত্রকণ্টকগুলি পত্ররন্ধ্রবিহীন ও ক্ষুদ্র আকৃতির হওয়ার জন্য ক্যাকটাসের বাষ্পমোচনের হার অনেকাংশে হ্রাস করে।

খ) আত্মরক্ষা – কাঁটার উপস্থিতির জন্য তৃণভোজী প্রাণীরা ক্যাকটাসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না। এই সকল জাঙ্গল উদ্ভিদে কাঁটা আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

১১) ওয়াগল (Waggle) নৃত্য কী?

উঃ মৌচাক থেকে খাদ্যের অবস্থানের দূরত্ব ১০০ মিটারের বেশি হলে কর্মী

মাধ্যমিক
জীবন বিজ্ঞান

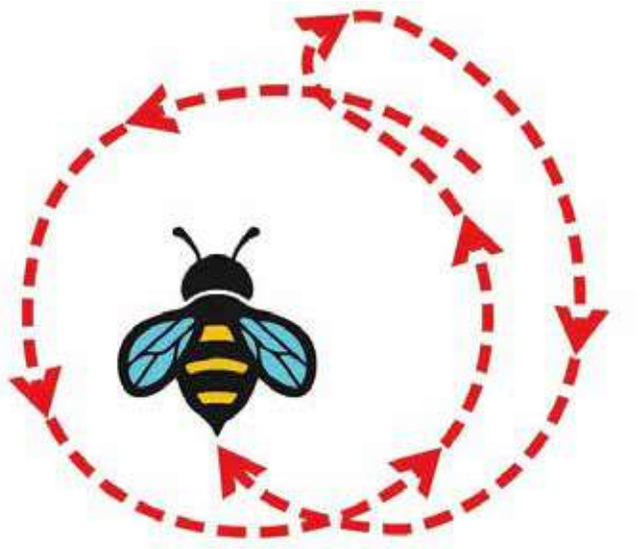

মৌমাছিরা চাকের সামনে উল্লম্ব তলে ইংরেজি '৪' সংখ্যার মতো নৃত্যের ভঙ্গিতে উড়তে থাকে, যা দেখে অন্য কর্মী মৌমাছিরা খাদ্যের অবস্থান নির্ণয় করতে পারে। একে ওয়াগল নৃত্য বলে।

১২) শ্বাসমূল কী?

উঃ লবণাম্বু উদ্ভিদ যে মাটিতে জন্মায় সেই মাটিতে লবণের পরিমাণ বেশি থাকে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যধিক কম হওয়ায় লবণাম্বু উদ্ভিদের শাখামূলগুলি পরিবর্তিত হয়ে অভিকর্ষের বিপরীতে বৃদ্ধি পেয়ে মাটি ভেদ করে খাড়াভাবে মাটির ওপরে উঠে আসে। এই শাখা মূলের অগ্রভাগে অসংখ্য ছিদ্র থাকে, এদের নিউম্যাটোফোর বলে যা বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্যে সাহায্য করে। শ্বাসকার্যে অংশগ্রহণকারী এই বিশেষ অভিযোজিত বায়ব শাখামূলগুলিকে শ্বাসমূল বলে।

১৩) সুন্দরী গাছ কীভাবে অতিরিক্ত লবণ মোচন করে?

উঃ সুন্দরী গাছ জলের মাধ্যমে শোষিত লবণ পাতার লবণ গ্রন্থি ও মূলের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়। কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত লবণ পাতা ও বাকলে জমা করে রাখে এবং পাতা ও বাকল মোচনের মাধ্যমে লবণ ত্যাগ করে।

১৪) জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম কী?

উঃ সমুদ্র উপকূলবর্তী অতিরিক্ত লবণাক্ত মাটিতে অঙ্কুরোদগম বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য লবণাম্বু উদ্ভিদ গাছে থাকাকালীন ফলের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে। একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে। এক্ষেত্রে ফলত্বক ফাটিয়ে ভ্রূণমূল ও বীজপত্রাবকাণ্ডটি বাইরে বেরিয়ে আসে। বীজ পত্রাবকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়ে গদার আকৃতি ধারণ করে এবং দীর্ঘ বীজপত্রাবকাণ্ড সহ অঙ্কুরিত বীজ মাটিতে পড়ে ও ভ্রূণমূলটি খাড়াভাবে নরম মাটিতে গেঁথে যায়। এর ফলে জোয়ারের জলে বীজটি ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং ভ্রূণের বেশিরভাগ অংশ নোনা জলের উপরে থাকায় শিশু উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না। উদাহরণ- রাইজোফোরা (Rhizophora)।

১৫) মাছের পটকার কাজ কী?

উঃ পটকার সাহায্যে অস্থিযুক্ত মাছ জলের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন গভীরতায় বিচরণ করতে পারে। পটকা বায়ুর পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়ে বা বাড়িয়ে মাছকে জলে ভাসতে ও জলে ডুবতে সাহায্য করে।

১৬) রেড গ্রন্থি কী?

উঃ অস্থিযুক্ত মাছের পটকার অগ্রপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত গ্যাস উৎপাদনকারী গ্রন্থির নাম রেড গ্রন্থি। যেমন- রুই মাছ।

১৭) উটের কুঁজ-এর কাজ কী?

উঃ উট মরুভূমির প্রাণী। উটের কুঁজ জল সঞ্চয় করে রাখে না। এতে চর্বি জমা থাকে। এই চর্বি জারিত হলে বিপাকীয় জল উৎপন্ন হয় এবং এই জল তার শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন মেটায়। জারণ ক্রিয়ায় নির্গত শক্তি উটের নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করে। ১০০ গ্রাম ফ্যাট জারিত হলে ১১০ গ্রাম জল উৎপন্ন হয়।

১৮) উটের RBC-এর বৈশিষ্ট্য লেখো।

উঃ উটের RBC নিউক্লিয়াসবিহীন, ক্ষুদ্র ও ডিম্বাকার হয়। এর জন্য এগুলি উটের দেহে জল কম থাকার সময় ঘন রক্তের মধ্যে দিয়ে সহজে যেতে পারে। RBC-র মধ্যে জল প্রবেশ করলেও হিমোলাইসিস ঘটে না কারণ উটের RBC অনেক বেশি (প্রায় ২৪০%) প্রসারিত হতে পারে। ফলে উট যখন অধিক মাত্রায় জল পান করে তখন তা বিদীর্ণ হয় না। উটের দেহে জলাভাব ঘটলে জল আবার RBC থেকে বেরিয়ে যায়।

১৯) উটের দেহে জলের মাত্রা কে নিয়ন্ত্রণ করে?

উঃ রক্তে উপস্থিত বিশেষ একপ্রকার অ্যালবুমিন।

২০) জলথলি বা ওয়াটার স্যাক কী?

উঃ উটের পাকস্থলীতে জলথলি বা ওয়াটারস্যাক (Water sac) থাকে। এখানে উট অতিরিক্ত জল শোষণ করে রাখে, যা প্রয়োজনে জলের চাহিদা পূরণ করে।

২১) জাঙ্গল উদ্ভিদ কী?

উঃ যে সকল উদ্ভিদ শুষ্ক মরু অঞ্চলে বা শুষ্ক বালুকাময়, শিলাযুক্ত মাটিতে ও অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত উষ্ণ আবহাওয়ায় জন্মায় তাদের জাঙ্গল উদ্ভিদ বা জেরোফাইট বলে। যেমন ফণীমনসা, তেসিরা মনসা, বাবলা ইত্যাদি।

২২) পেকটেন কোথায় থাকে?

উঃ পায়রার চোখে।

২৩) লবণাম্বু উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট কাকে বলে?

উঃ সমুদ্র উপকূলবর্তী শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মাটিতে (অত্যন্ত বেশি লবণ ঘনত্বযুক্ত মাটি) যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় এবং বিশেষ অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনের মাধ্যমে বেঁচে থাকে তাদের লবণাম্বু উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট (Halophyte) বলে। এদের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদও বলা হয়। যেমন- সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ।

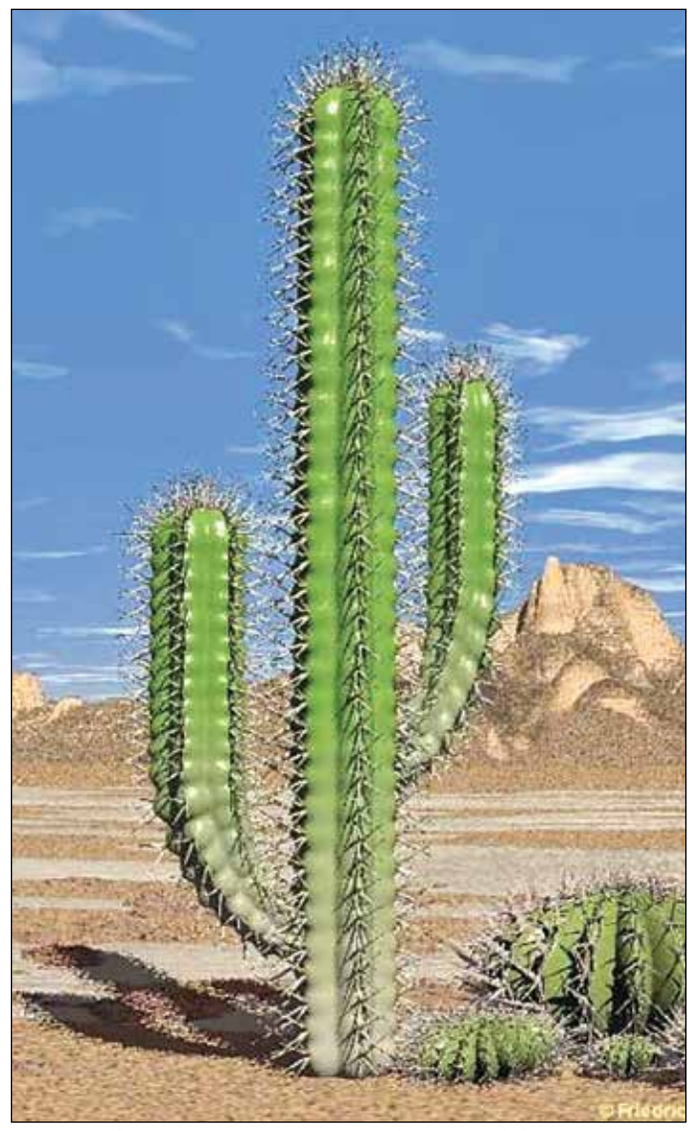

পর্দা নয়, পাতাই হোক শেষ কথা

শ্রাবণী দত্ত, *প্রধান শিক্ষক*
কালীচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়,
রাঙাপানি , শিলিগুড়ি

অভ্যাস হল এমন আচরণ যা নিয়মিতভাবে বা বারবার করার ফলে স্বয়ংক্রিয় বা স্বাভাবিক হয়ে যায় অজান্তেই। ছোটবেলা থেকে নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস একদিকে যেমন বুদ্ধি ও চিন্তার বিকাশ ঘটায়, অন্যদিকে কল্পনাশক্তি

বই পড়ার অভ্যাস কেন প্রয়োজন

- নতুন শব্দ ও শব্দার্থ জানবে, শব্দভাণ্ডার বাড়বে।
- ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে।
- তোমাদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা বাড়বে।
- নিজের মনোযোগ বাড়বে।
- দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সমাজকে চেনার আগ্রহ বাড়বে।
- বই পড়ার ব্যস্ততায় নেতিবাচক কাজ এড়াতে পারলে নিজেকে বিভিন্ন অসামাজিক কাজের কুপ্রভাব থেকে দূরে রাখতে পারবে।

বিকাশের জন্যও খুব কার্যকর। বৃহৎ জগৎকে সম্পূর্ণ দেখার সুযোগ কম হলেও অধরা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আনতে পারে একমাত্র বই। অনেকক্ষেত্রে এমন কিছু কথা যা লোকমুখে শুনে বিশ্বাস করা যায় না, সেই একই তথ্য বই থেকে পড়লে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।

তাই পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অভ্যাস করো তোমার ভালোলাগা অন্যান্য বিষয়ের বই পড়ার।

* মেনে চলো কিছু সহজ কৌশল

১) আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলো, নিজের ওপর বিশ্বাস তৈরি করাটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

২) ছোটরা শুরুতে উজ্জ্বল রং, টেক্সচার, ছবিযুক্ত বই বেছে নাও।

৩) নিজস্ব পছন্দকে বুঝতে শেখো, যে বিষয় তোমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়, সেই বই পড়তে শুরু করো।

৪) পড়ার জন্য আরামদায়ক কর্নার তৈরি করো। নিরিবিলি, আলোপূর্ণ স্থান যেখানে সময় কাটানো উপভোগ করবে।

৫) ছোট গল্প দিয়ে শুরু করো।

৬) সময় নিয়ে বই পড়ো। তাড়াহুড়ো করলে আগ্রহ হারাবে।

৭) প্রতিদিন অল্প করে পড়ার অভ্যাস করো। রাতে ঘুমানোর আগে বা নির্দিষ্ট একটি সময়ে কয়েক পাতা পড়ো।

৮) জোর করে নয়, আনন্দ নিয়ে জানার জন্য বই পড়বে।

৯) মনোযোগহীনতা হল বই এর প্রতি আগ্রহ হারানোর প্রধান কারণ। বই পড়ার সময় যে সমস্ত জিনিস মনোযোগ নষ্ট করে সেসব থেকে দূরে থাকো। যেমন টিভি, মোবাইল প্রভৃতি।

১০) যখন মনোযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে তখন বই পড়ো।

১১) সক্রিয় থাকো। নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঙ্গে ধারণাগুলো সংযুক্ত করে নিজেকে প্রশ্ন করো।

১২) পড়ার শেষে সারাংশ লেখো, তাতে মূল বিষয় সহজে মনে রাখতে পারবে।

১৩) রিডিং চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করো। সপ্তাহে, মাসে অথবা বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক বই পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করলে নিজের অগ্রগতি বুঝতে পারবে।

সবশেষে সবাইকে বলব, প্রযুক্তির উন্নতির যুগে বই বাক্সবন্দি উপন্যাস। আপডেটেড ডিজিটাল ডিভাইস বা গ্যাজেটের পরিবর্তে বই উপহার দেওয়া বর্তমানে ভীষণভাবে জরুরি ও অনস্বীকার্য, কারণ জ্ঞান আহরণ ও বিনোদনে বই-এর মতো সঙ্গী নেই।

উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিদ্যায় প্রস্তুতির পরামর্শ

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

একাদশ শ্রেণিতে সিমেস্টার-১ ও সিমেস্টার-২ এর পর এবার পালা দ্বাদশ শ্রেণির সিমেস্টার-৩ পরীক্ষা। পুরোদমে তৃতীয় সিমেস্টারে ফিজিক্স বিষয়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দাও। একাদশ শ্রেণিতে ফিজিক্সে সিমেস্টার-১ পরীক্ষায় যেরকম MCQ টাইপ প্রশ্ন ছিল দ্বাদশ শ্রেণিতে সেরকমই হবে সিমেস্টার-৩ পরীক্ষা। যেহেতু ইতিমধ্যেই একবার সিমেস্টার-১-এ ফিজিক্সে MCQ টাইপ প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়েছ সেহেতু দ্বাদশ শ্রেণিতে সিমেস্টার-৩-এ MCQ টাইপ পরীক্ষায় খুব বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে সিমেস্টার-৩ পরীক্ষায় ফিজিক্সে ভালো কিছু করতে হলে মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠে এখনই লেগে পড়ো সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে। সঠিকভাবে সিমেস্টার-৩ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিলে ফিজিক্স পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো ফল করতে পারবে।

সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্স পরীক্ষায় মোট ৫টি ইউনিট আছে। প্রতিটি ইউনিটের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে। ৩৫ নম্বরের MCQ প্রশ্ন হবে। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (WBCHSE) কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী Question format অনেকটা এরকম হবে-

1) General MCQ ধরনের প্রশ্ন থাকবে ১৭টির মতো।

2) Conceptual প্রশ্ন থাকবে ৮টির মতো।

3) Standard প্রশ্ন থাকবে ১০টির মতো।

General MCQ টাইপে Open Ended, Fill in the blanks, True/False থাকবে। Conceptual টাইপে Close Ended, Numerical, Diagram ভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে ও Standard টাইপে Column matching, Assertion/Reason, Case Based (Daily life Based) প্রশ্ন থাকবে।

WBCHSE দ্বাদশ শ্রেণির সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্সের যে পাঠ্যসূচি তৈরি করেছে তা সর্বভারতীয় পাঠ্যসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছে। খুবই বিজ্ঞানসম্মতভাবে

তৈরি করা হয়েছে এই পাঠ্যসূচি। দ্বাদশ শ্রেণির পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল করতেও এই পাঠ্যসূচি সুবিধাজনক হবে। দ্বাদশ শ্রেণিতে সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্স পরীক্ষায় প্রতিটি MCQ-এ ১ নম্বর করে থাকবে। সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্সে যে ইউনিটগুলো থাকবে সেগুলো হল -

ইউনিট-১ : স্থির তড়িৎ

ইউনিট-২ : প্রবাহী তড়িৎ

ইউনিট-৩ : তড়িৎপ্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চৌম্বকত্ব

ইউনিট-৪ : তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ

ইউনিট-৫ : তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ

সিমেস্টার-৩ পরীক্ষায় ইউনিট-১ থেকে ইউনিট-৪ পর্যন্ত এই চারটি ইউনিটের প্রতিটি ইউনিট থেকে ৮টি করে MCQ থাকবে এবং ইউনিট-৫ থেকে ৩টি MCQ থাকবে। যেহেতু সিমেস্টার-৩ পরীক্ষা MCQ টাইপ হবে তাই ইউনিট ধরে ধরে পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। ৫টি ইউনিট থেকে কোন কোন টপিক পড়বে ও কীভাবে প্রস্তুতি নেবে সে বিষয়ে আলোকপাত করলাম।

ইউনিট-১ এর অন্তর্গত অধ্যায়গুলো হল 'তড়িৎক্ষেত্র','তড়িৎবিভব' এবং 'ধারকত্ব ও ধারক'। 'তড়িৎক্ষেত্র' অধ্যায় থেকে কুলম্বের সূত্র, আধানের রৈখিক ঘনত্ব, আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব, আধানের আয়তন ঘনত্ব, বিন্দু আধানের জন্য তড়িৎক্ষেত্র, তড়িৎ বলরেখা, তড়িৎ-দ্বিমেরু, তড়িৎ ফ্লাক্স ও গাউসের উপপাদ্য ভালোমতো পড়তে হবে। 'তড়িৎবিভব' অধ্যায় থেকে যে টপিকগুলো পড়তেই হবে সেগুলি হল তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য ও তড়িৎবিভবের মধ্যে সম্পর্ক, বিন্দু আধানের জন্য তড়িৎবিভব, সমবিভব তল ও তড়িৎ স্থিতিশক্তি। 'ধারকত্ব' অধ্যায় থেকে পরাবৈদ্যুতিক পদার্থ ও বৈদ্যুতিক মেরুবর্তিতা, ধারকের শ্রেণি ও সমান্তরাল সমবায়, সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব, গোলীয় ধারকের ধারকত্ব এবং ধারকের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি – এই টপিকগুলো ভালোভাবে বুঝে নিয়ে পড়ে ফেলবে।

(চলবে)

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

বিষয় : বিশ্ব উষ্ণায়নের গ্রাসে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব। রক্ষা পাওয়ার একটি অন্যতম উপায় বৃক্ষরোপণ। তোমার এলাকায় আগামী দিনে তুমি কীভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করতে চাও লিখে জানাও।

গাছের রোপণ ও যত্ন দুটোই প্রয়োজন

সেলিনা পারভিন
দ্বিতীয় বর্ষ
শিলিগুড়ি কলেজ

বর্তমান সময়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন একটি বড় সমস্যা। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব এখন প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে। তবে আমরা মানুষরাই পারি পরিবেশকে রক্ষা করতে, নিজেদের সুজলা-সুফলা বসুন্ধরাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম উপায় হল বৃক্ষরোপণ। আমরা সকলেই জানি 'একটি গাছ, একটি প্রাণ।' গাছই পারে আমাদেরকে বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে রক্ষা করতে।

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে প্রায় সারা বিশ্বে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। কিন্তু বৃক্ষরোপণের জন্য সেই একটি দিনই কি যথেষ্ট? নিশ্চয় নয়।

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে বৃক্ষরোপণ করা উচিত। কোনও বড় কিছুর শুরু প্রথমে ক্ষুদ্র পদক্ষেপেই হয়- 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা

বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।' সেইজন্য নিজের এলাকা থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন শুরু করা উচিত।

নিজেদের এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করার প্রথম পদক্ষেপ হল এলাকার মানুষদের বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা। এর জন্য সোশ্যাল মিডিয়াও ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমার এলাকায় রাস্তার ধার, পুকুরপাড় এবং অন্যান্য ফাঁকা জায়গা চিহ্নিত করা হবে, যেখানে বৃক্ষরোপণ করা সম্ভব। কিন্তু শুধুমাত্র গাছ লাগালেই হবে না। গাছকে সঠিকভাবে যত্ন করতে হবে, বড় করতে হবে। গাছকেও প্রয়োজনীয় পরিবেশ দিতে হবে এবং এলাকাবাসীদের সচেতন করতে হবে।

বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে মানুষদের এখনই সচেতন করে তুলতে হবে নাহলে হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে, কারণ- 'প্রকৃতি রহস্যময়ী, নাই তার কুল, মানুষ তাহার হাতে খেলার পুতুল।'

আমার বিশ্বাস, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল হবে এবং আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

একটি গাছ, একটি প্রাণ

অরিজিৎ সরকার
দ্বিতীয় বর্ষ, যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সংকট হল বিশ্ব উষ্ণায়ন। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বরফ গলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। বৃক্ষরোপণ হল এ সংকট মোকাবিলার একটি সহজ ও কার্যকর উপায়। গাছ আমাদের জীবনদাতা। এটি কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে, অক্সিজেন দেয়, পরিবেশ ঠান্ডা রাখে এবং মাটির ক্ষয় রোধ করে। তাই সকলের উচিত গাছ লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া।

আমার এলাকায় একটি সংগঠিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পরিকল্পনা নিয়েছি। প্রথমে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। আলোচনা সভা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

এরপর রাস্তার ধারে, খালি জমি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হবে। স্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী ফলজ, বনজ ও ঔষধি নির্বাচন করে স্থানীয় নার্সারি ও বন বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হবে।

একটি নির্দিষ্ট দিন 'বৃক্ষরোপণ দিবস' হিসেবে উদযাপন করে স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় গাছ লাগানো হবে। পরে গাছের যত্ন ও সংরক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং শিশু-কিশোরদের এতে সম্পৃক্ত করা হবে।

আমি বিশ্বাস করি, সক্রিয় অংশগ্রহণে আমরা একটি সবুজ, নির্মল ও বাসযোগ্য সমাজ গড়ে তুলতে পারি। একটি গাছ মানেই একটি প্রাণ- এই উপলব্ধি আমাদের পথ চলার প্রেরণা হোক।

ছোট্ট তারা

রায়গঞ্জের সাত বছরের রুচিকা দাস ক্যারাটেতে ভীষণ ভালো। ইতিমধ্যে জাতীয় স্তরে সোনা ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় রুপো পেয়েছে সে।

রথে ঘুরবেন রাধারানি

রথের দিন ব্রজমোহন ও রাধারানিকে মাসিরবাড়ি নিয়ে এসে সাতদিন ধরে চলে পুজো অনুষ্ঠান। মন্দিরে লুচি ভোগ দিয়ে পুজো হয়। পুজোর দিন প্রথা মেনে ৫৬ ভোগ নিবেদন করা হয়।

প্রদীপ ঝা, পুরোহিত মালদা

দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে আসার সময় যে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহটি আমরা নিয়ে এসেছি, সেটি দেবীতলায় স্থাপন করা হয়। রথের দিন বিগ্রহটি রথে বসিয়ে এলাকায় ঘোরানো হয়।

গৌরগোপাল সাহা, রায়গঞ্জ

মালদা ও রায়গঞ্জে প্রস্তুতি তুঙ্গে

কল্লোল মজুমদার ও দীপঙ্কর মিত্র

মালদা ও রায়গঞ্জ, ২৫ জুন : আর ২ দিন পর রথ। মালদা ও রায়গঞ্জে রথের প্রস্তুতি চলছে তুঙ্গে। জগন্নাথ, বলরাম বা সুভদ্রা নন। রথে চড়ে মালদা শহর পরিক্রমা করেন স্বয়ং ব্রজমোহন আর রাধারানি। রথের সময় এমন রীতিতেই মাতেন মালদার মানুষ।

মালদার ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার মধ্যে অন্যতম মকদুমপুরের রথ। পরিবারের দাবি, ওই রথের বয়স প্রায় ৫০০ বছর। কিন্তু একটু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, মালদার এই রথ যাত্রার প্রচলন হয় ১৮৪০ সালে।

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায়, মালদা শহরে ডাক্তার বলে পরিচিত ঠাকুরদাস স্বপ্নাদেশ পেয়ে তৈরি করেছিলেন ওই কাঠের রথ। এই রথটি তৈরি করেন একবর্ণা অঞ্চলের ১১ জন কাঠের মিস্ত্রি। ঠাকুরদাস ওই কাঠমিস্ত্রিদের তাঁর বাসভবনে রেখে ৬-৭ মাস ধরে ওই রথ তৈরি করিয়েছিলেন বলেও জানা গিয়েছে।

তবে ব্রজমোহন মন্দিরের বর্তমান সেবাদাসী নূপুর রায় দাবি করেন, '৫০০ বছর আগে ওই বিগ্রহ দুটি নদীতে ভেসে আসে। সেই থেকে আমাদের পরিবারের হাতে পূজিত হয়ে এসেছেন। এর অনেক বছর পর স্বপ্নাদেশে রথ তৈরি হয়। ওই পরিবারের কাছে বিগ্রহ না থাকায় তিনি আমাদের পরিবারের কাছে এসে অনুরোধ করেন বিগ্রহের জন্য।'

দেবীতলার মন্দির। রায়গঞ্জে।

একসময় ওই রথ টানা হত ফোয়ারা মোড় থেকে বিমল দাস মোড় পর্যন্ত। পরবর্তীতে ওই যাত্রাপথ পরিবর্তিত হয়ে বার্লো গার্লস স্কুল মোড় থেকে বিমল দাস মোড় পর্যন্ত হয়। দীর্ঘদিন এই যাত্রাপথ বজায় থাকলেও সম্প্রতি বাশুলিতলার বাসিন্দাদের অনুরোধে যাত্রাপথ বিমল দাস মূর্তি মোড় থেকে পরিবর্তিত হয়ে গৌড় রোড অবধি হয়েছে।

স্থানীয় দেবাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'ওই রথের বয়স কত হল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে আমরা ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছি।' এই মেলার মূল আকর্ষণ নিখুঁতি নামের এক ধরনের ছোট মিষ্টি। যা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে গুটলিমোহন নামেও পরিচিত।

মালদায় পূজিত হন ব্রজমোহন ও রাধারানি।

মকদুমপুরের ওই জায়গাটি রথঘর নামে খ্যাত বলে জানিয়েছেন আরেক বাসিন্দা মন্মথ সাহা। পুরোহিত প্রদীপ ঝার কথায়, 'রথের দিন ব্রজমোহন ও রাধারানিকে মাসিরবাড়ি নিয়ে এসে সাতদিন ধরে চলে পুজো অনুষ্ঠান। মন্দিরে লুচি ভোগ দিয়ে পুজো হয়। পুজোর দিন প্রথা মেনে ৫৬ ভোগ নিবেদন করা হয়।'

পাশাপাশি, দীর্ঘ ৮০ বছর ধরে প্রথা মেনে রায়গঞ্জের দেবীতলায় রথে বসানো হয় রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ। রথ উৎসব কমিটির প্রবীণ সদস্য গৌরগোপাল সাহা বলেন, 'দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে আসার সময় যে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহটি আমরা নিয়ে এসেছি, সেটি দেবীতলায় স্থাপন করা হয়। রথের দিন বিগ্রহটি রথে বসিয়ে এলাকায় ঘোরানো হয়।' পূর্ববঙ্গের রীতি মেনেই রথে থাকে না জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। আগে বাঁশের রথ থাকলেও এখন হয়েছে কাঠের রথ।

অন্যদিকে, রায়গঞ্জ শহর তথা জেলার মধ্যে ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম হল শহরের উকিলপাড়ার বিশ্বাসবাড়ির রথ। প্রায় ৭০ বছর আগে এই বিশ্বাসবাড়ির কর্তা কালীপদ বিশ্বাস এখানে রথযাত্রা উৎসবের সূচনা করেছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এবারে বিশ্বাসবাড়ির রথযাত্রা উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ হল বড় আকারের জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার বিগ্রহের শহর পরিক্রমা।

যা জানা গিয়েছে

- ঠাকুরদাস স্বপ্নাদেশ পেয়ে তৈরি করেছিলেন ব্রজমোহন আর রাধারানির কাঠের রথ
- রথটি তৈরি করেন একবর্ণা অঞ্চলের ১১ জন কাঠমিস্ত্রি। ঠাকুরদাস ওই কাঠমিস্ত্রিদের তাঁর বাসভবনে রেখে ৬-৭ মাস ধরে ওই রথ তৈরি করিয়েছিলেন
- দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে আসার সময় যে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহটি নিয়ে এসেছিলেন দেবীতলার বাসিন্দারা, তারই রথযাত্রা হয় এখন
- ৭০ বছর আগে বিশ্বাসবাড়ির কর্তা কালীপদ বিশ্বাস উকিলপাড়ায় রথযাত্রা উৎসবের সূচনা করেছিলেন

ভুল চিকিৎসার অভিযোগ বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটিতে। - সংবাদচিত্র

বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি

নবজাতকের মৃত্যু ঘিরে হইচই

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৫ জুন : সুপারস্পেশালিটি থেকে ছুটি পেয়ে কয়েক ঘণ্টা পরই বাড়িতেই সন্তানপ্রসব করলেন এক বধূ। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মৃত্যু হয় ওই শিশুর। বুধবার এরপরই হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে উঠতে থাকে একাধিক প্রশ্ন। এই মৃত্যুর দায় কার, এনিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

এই শিশুমৃত্যুর পরেই হাসপাতালে ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিজনরা। পরে হাসপাতাল সুপারকে এই বিষয়ে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। প্রসূতির এক পরিজনের প্রশ্ন, দক্ষিণ দিনাজপুরের এতবড় হাসপাতালে পরিষেবার এই অব্যবস্থা হলে জেলার অন্য হাসপাতালগুলো কেমন চলছে তা সহজেই বোঝা যায়। এই অব্যবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তি হয় না বলেই এমন ঘটনা ঘটেই চলে।

কেন এমন ঘটনা ঘটল? এনিয়ে মুখে কুলুপ চিকিৎসকদের। তবে হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'কেন এমন হয়েছে, তা জানার জন্য ইতিমধ্যেই ওয়ার্ড থেকে একটি রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে। একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে।' গত সোমবার বিকেলে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় রত্না বর্মনকে। বাড়ি তপন থানার কাশমুলাই গ্রামে। ৪ বছর আগে সিজারের মাধ্যমে তাঁর প্রথম সন্তানকে জন্ম দেওয়ার পর, এটি ছিল তাঁর দ্বিতীয় সন্তান। প্রসবযন্ত্রণা নিয়েই হাসপাতালে এসেছিলেন তিনি। রাতে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন। মঙ্গলবার বিকেলে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। পরিবার ওই প্রসূতিকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যেতে চাননি। জোর করেই ছুটি দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে ওই হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার সকালেই ওই প্রসূতির ব্যথা শুরু হয়। বাড়িতেই ওই গৃহবধূ সন্তানপ্রসব করেন। কিন্তু ওই প্রসব প্রক্রিয়া অনভিজ্ঞদের হাতে হওয়ায় এবং পরিকাঠামো না থাকায় মা এবং শিশু দুজনেরই শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। অবশেষে স্থানীয় আশাকর্মীর সহায়তায় দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর পর ওই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আর এরপরেই কান্নায় ভেঙে পড়ে ওই পরিবার। হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তাঁরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করে হাসপাতাল সুপারের কাছে।

রত্নার স্বামী মানব বর্মন বলেন, 'সোমবার বিকেলে স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম। মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে বলা হল, আর ভর্তি থাকার দরকার নেই। ডাক্তার দেখার পরই এই কথা জানানো হয়, ছুটিও দিয়ে দেওয়া হয়। ভুল চিকিৎসার জন্যেই এত বড় ক্ষতি হল।

মানব বর্মন, *প্রসূতির স্বামী*

থেকে বলা হল, আর ভর্তি থাকার দরকার নেই। ডাক্তার দেখেছিলেন, দেখার পরই হাসপাতাল থেকে এই কথা জানানো হয়, ছুটিও দিয়ে দেওয়া হয়। ভুল চিকিৎসার জন্যেই আমাদের এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল।'

প্রসূতির শাশুড়ি শেফালি বর্মনের অভিযোগ, 'পেটে ব্যথা রয়েছে, তাও জোর করে ওই চিকিৎসক ছুটি দিয়ে দিলেন। আমরা জিজ্ঞেস করতে স্বাস্থ্যকর্মীরা বলেন, বৌমার নাকি পেট খারাপ হয়েছে, তাই পেটে ব্যথা করছে। বারংবার বললাম এই ব্যথা পেট খারাপের ব্যথা নয়। তাও শুনল না। এই চিকিৎসকদের এমন গাফিলতির কারণেই আজকে আমাদের ক্ষতি হয়ে গেল।' সুপার অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, রিপোর্ট পেলে খতিয়ে দেখা হবে।

নৌকা তৈরির ব্যস্ততা। বুধবার রায়গঞ্জে ছবিটি তুলেছেন দিবাকর সাহা।

অভিযোগই সার, সমাধান অধরা হাসপাতালে

চার মাস বেতন বন্ধ দুই কর্মীর

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৫ জুন : দীর্ঘ চার মাস ধরে বেতন বন্ধ গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের দুই কর্মীর। তাঁরা একটি বেসরকারি ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে ওই হাসপাতালে সিভিল প্লাম্বিংয়ের কাজ করেন। অভিযোগ, বারবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদারি সংস্থাকে জানানো সত্ত্বেও বেতন মিলছে না। এবিষয়ে হাসপাতালের সুপার বাবুসোনা সাহা বলেন, 'ঠিকাদারি সংস্থার টেন্ডারের সময় শেষ হয়েছে। নতুন করে টেন্ডার হয়নি বলে বেতন বন্ধ রয়েছে। বেতন চালু করবার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়েছে।'

গঙ্গারামপুর শহরের কালীতলা ও পানবাজার এলাকার বাসিন্দা যথাক্রমে অমিত চক্রবর্তী ও সনাতন হালদার দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি ঠিকাদারি সংস্থার মাধ্যমে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে কাজ করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁরা শেষবার বেতন পেয়েছিলেন। এরপর কেটে গিয়েছে চার মাস। কিন্তু তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। বিভিন্ন মহলে বেতন চালু করার আবেদন জানালেও প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই মেলেনি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অমিত ও সনাতন।

অমিতের কথায়, 'চার মাস ধরে আমাদের বেতন বন্ধ। তবুও কাজ করে চলেছি। বেতন চালু করবার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সহ বিভিন্ন জায়গায় লিখিত আবেদন জানিয়েছি। তারপরেও বেতন পাচ্ছি না। এমনকি আমাদের চাপ দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। আগামীদিনে কীভাবে সংসার চালাব, বুঝতে পারছি না।'

সমস্যা

- চার মাস বেতন বন্ধ গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের দুই কর্মীর
- তাঁরা একটি বেসরকারি ঠিকাদারি সংস্থার মাধ্যমে ওই হাসপাতালে সিভিল প্লাম্বিংয়ের কাজ করেন
- সুপারের বক্তব্য, ঠিকাদারি সংস্থার টেন্ডারের সময় শেষ হয়েছে। নতুন করে টেন্ডার হয়নি বলে বেতন বন্ধ রয়েছে
- দুই কর্মীর পাশে থাকার আশ্বাস তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের

অন্যদিকে সনাতন বলেন, 'চার মাস বেতন বন্ধ থাকায় ধার করে সংসার চালাতে হচ্ছে। আর এভাবে কতদিন চলবে জানি না। দ্রুত বেতন চালু না হলে পরিবার নিয়ে রাস্তায় নামতে হবে। ধারের টাকা শোধ করাটাও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা চাই আমাদের বেতন চালু করা হোক।'

এবিষয়ে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সহ সভাপতি মহম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকদের জানিয়েছি। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। দুজন অস্থায়ী কর্মী বেতন ছাড়া কাজ করে চলেছেন। দেশে শ্রম আইন বলে তো একটি বস্তু রয়েছে। আগামীদিনে এই ছেলে দুটি যাতে নিজের কাজে বহাল হতে পারে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ করার আবেদন জানানো হবে।'

সুপার নিজেও বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'যাঁদের বেতন বন্ধ হয়েছে, তাঁরা বেসরকারি কর্মচারী। ঠিকাদারি সংস্থার মাধ্যমে তাঁরা কাজ করেন। হাসপাতালের স্বার্থে ওই দুজন বেতন ছাড়াই কাজ করছেন। আশা করছি সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে।'

বেতন বৃদ্ধির দাবি

গঙ্গারামপুর, ২৫ জুন : বেতন বৃদ্ধির দাবিতে প্রতীকী কর্মবিরতি করলেন গঙ্গারামপুর পুরসভার সাফাইকর্মীরা। বুধবার সকালে প্রায় ৪৮ জন সাফাইকর্মী কর্মবিরতিতে অংশ নেন। মূলত চলতি মাসে সাফাইকর্মীদের বেতন বৃদ্ধির কথা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাই এদিন কর্মবিরতিতে অংশ নেন সাফাইকর্মীরা। সাফাইকর্মী দীপক কিসকুর বক্তব্য, 'প্রতিদিন ২০০ টাকা মজুরিতে আমরা কাজ করি। এই মাস থেকে ৩০০ টাকা মজুরি করার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি। বেতন বৃদ্ধির দাবিতেই আজকে প্রতীকী কর্মবিরতি করা হল।'

স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ২৫ জুন : মোটর ভ্যানচালকদের সরকারি লাইসন্সের দাবিতে বুধবার জেলা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দিল সারা বাংলা মোটর ভ্যানচালক ইউনিয়ন। সংগঠনের তরফে একটি মিছিল রায়গঞ্জ রেল স্টেশন থেকে শুরু করে শহর পরিক্রমা করে জেলা শাসকের দপ্তরে এসে পৌঁছায়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক গোপাল দেবনাথ বলেন, 'মোটর ভ্যানচালকদের পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বাধার পাশাপাশি হেনস্তা করা হচ্ছে। দ্রুত তাঁদের লাইসেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে।'

সচেতনতা

রায়গঞ্জ, ২৫ জুন : রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার উদ্যোগে বুধবার ভূপাল চন্দ্র বিদ্যাপীঠের ছাত্রীদের নারী পাচার, সোশ্যাল মিডিয়ার সুফল ও কুফল, বাল্যবিবাহ রোধ সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হল। রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার, প্রধান শিক্ষক উৎপল গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষিকা ছাঁটাই, প্রতিবাদ স্কুলে

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৫ জুন : গঙ্গারামপুর বিডিও অফিস সংলগ্ন একটি বেসরকারি নার্সারি স্কুলের ছাঁটাই হওয়া এক শিক্ষিকাকে পুনর্বহালের দাবিতে বুধবার ওই স্কুলের অভিভাবকদের একাংশ বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ছাঁটাই হওয়া ওই শিক্ষিকার নাম চন্দ্রা চক্রবর্তী। ১১ বছর ধরে গঙ্গারামপুরের ওই বাসিন্দা স্কুলটিতে শিক্ষকতা করতেন।

মঙ্গলবার কোনও কারণ না দর্শিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্কুলে আসতে বারণ করে। বুধবার চন্দ্রা স্কুলে কাজে যোগ দিতে গেলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের ম্যানেজার নারায়ণচন্দ্র ভৌমিক বলেন, 'বিষয়টি অভ্যন্তরীণ। এনিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।'

চন্দ্রাকে নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া ছাঁটাই করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ওই স্কুলের অন্য শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের একাংশ। চন্দ্রা বলেন, '১১ বছর পড়ানোর পর স্কুল কর্তৃপক্ষ কেন আমাকে স্কুলে আসতে বারণ করেছে, তা জানতে স্কুলের কর্ণধারের বাড়ি গিয়েও লাভ হয়নি। উলটে তিনি আমাকে বাড়ি থেকে কার্যত ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন। কী কারণে আমার চাকরি গেল, জানি না। কেউ কেউ নাকি অভিযোগ করছেন, আমি স্কুল চলাকালীন অত্যধিক ফোন ব্যবহার করি। অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

আচমকা চাকরি হারিয়ে বিপদে পড়েছেন চন্দ্রা। অসহায়ভাবে তিনি জানালেন, তাঁর আয়ের উপর গোটা পরিবার নির্ভরশীল। স্কুল পড়ুয়ার এক অভিভাবক সুনন্দা চাকি বললেন, 'চন্দ্রা খুব ভালো পড়ান। এভাবে কাউকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া অত্যন্ত অমানবিক।'

জাল লটারি

গঙ্গারামপুর, ২৫ জুন : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের ডিএসপির (ডিইবি) তরফে গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৩ কার্টন জাল লটারির টিকিট বাজেয়াপ্ত করা হল। বুধবার বিকেলে গঙ্গারামপুর পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড সহ একাধিক স্থানে এই অভিযান চালানো হয়।

রাতে সরকারি বাস চলে না দক্ষিণ দিনাজপুরে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৫ জুন : জেলা বটে দক্ষিণ দিনাজপুর। কিন্তু জেলা সদর বালুরঘাট থেকে শিলিগুড়ি বা কোচবিহারে যাওয়ার রাত্রিকালীন সরকারি কোনও বাস পরিষেবা নেই। সরকারি সমস্ত বাসই চলে দিনের আলোয়। রাতে দুটি বেসরকারি বাস চলে বটে, কিন্তু সওয়ার হলে ভোগান্তির শিকার হয় বলে অভিযোগ যাত্রীদের। তাই রাতে সরকারি বাস চালানোর দাবি উঠেছে বালুরঘাটে। বালুরঘাট ডিপোর ইনচার্জ অশোক চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে যেতে রাতের কোনও বাস নেই। তবে এব্যাপারে ভাবনাচিন্তা চলছে।' উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বোর্ড অফ ডিরেক্টর সদস্য তোরাফ হোসেন মণ্ডল বলছেন, 'পরিষেবা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দেওয়া হয়েছে। বালুরঘাটের থেকে রুটও বাড়ানো হচ্ছে। বালুরঘাট-কোচবিহার রুটে রাতে বাস চালুর চেষ্টা চলছে।'

উত্তরবঙ্গের মানচিত্রে দক্ষিণ দিনাজপুর সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ জায়গা দখল করে থাকলেও, নানান পরিষেবার ক্ষেত্রে এখনও অবহেলিত প্রান্তিক জেলাটি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জেলার বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও যাত্রী পরিবহণে পিছিয়ে পড়া জেলার তকমা ঘোচেনি। শিলিগুড়ি, কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের প্রচুর মানুষ চাকরিসূত্রে এই জেলায় কর্মরত। তাঁরা সপ্তাহের শেষে রাতে বাসে উঠে, পরেরদিন সকালে ভিটেমাটিতে পৌঁছোতে চান। কিন্তু কোনও সরকারি বাস না থাকায় বাধ্য হয়ে তাঁদের উঠতে হয় বেসরকারি বাসে। রাতে চলা দুটি বেসরকারি বাস বর্তমানে পণ্যবাহী বাসে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, বালুরঘাট থেকে শিলিগুড়ি যে ট্রেনটি যায়, ওই ট্রেনটি সন্ধেবেলা পৌঁছায়। ফলে কাজ শেষ করে ট্রেনটিতে উঠতে পারেন না বালুরঘাটে কর্মরত সরকারি, বেসরকারি কর্মীরা। চকভবানীর বাসিন্দা সুমন বর্মন বলেন, 'বালুরঘাট থেকে কোচবিহার যাওয়ার রাতে চলা বেসরকারি দুটি বাসই মালবাহী গাড়িতে পরিণত হয়েছে। পতিরাম, গঙ্গারামপুর ফোয়ারা মোড়, কালীতলা, বুনিয়াদপুর, কুশমণ্ডি, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ থেকে মাল তোলা হয়। গাড়ির টাইম টেবিল নেই। সিট ও জানলা নোংরা, পুশব্যাক নষ্ট। অথচ রাতে বালুরঘাট-কোচবিহারের সরকারি গাড়ি বন্ধ। দ্রুত সরকারি বাস চালু করে এই রুটের যাত্রীদের দুর্ভোগ দূর করা উচিত।'

বালুরঘাট ডিপো। ছবি : মাজিদুর সরদার।

অভিযোগ

- বালুরঘাট থেকে শিলিগুড়ি ও কোচবিহারের জন্য রাতে নেই সরকারি বাস
- বেসরকারি দুটি বাস চললেও, তা মালবাহী বাসে পরিণত হয়েছে, অভিযোগ যাত্রীদের
- কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রী থাকার পরেও কেন এমন পরিস্থিতি, উঠছে প্রশ্ন
- রাত্রিকালীন সরকারি পরিষেবার দাবিতে সরব বালুরঘাটের বাসিন্দারা

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বালুরঘাট ডিপোয় রয়েছে ৪০টির মতো বাস। প্রতিদিন ২৬টি বাস চালানো হচ্ছে। অন্য ডিপো মিলিয়ে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড থেকে ৮০টি বাস যাতায়াত করে প্রতিদিন। কিন্তু কোনও বাসেরই রাতে চাকা গড়ায় না শিলিগুড়ি বা কোচবিহার অভিমুখে।

এ কী লাবণ্যে...

দক্ষিণ দিনাজপুরের রামপুরে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার, জালে ১

বহরমপুর, ২৫ জুন : রাস্তার ধারে ঝাঁ চকচেকে ফুড সেন্টার। সেখানে নামীদামি কোম্পানির ঠান্ডা পানীয় থেকে শুরু করে, বহুজাতিক সংস্থার বেবি ফুড রয়েছে। তার সঙ্গে নানা পানীয় আর মুখরোচক খাবারদাবারের অভিজাত প্রতিষ্ঠান। তবে সবই মেয়াদ উত্তীর্ণ। রমরমা দোকানের আড়ালে বাতিল পণ্য বিক্রি করার ব্যবসা দেদার চলছিল। বুধবার বহুদিন ধরে চলতে থাকা এমন অস্বাস্থ্যকর কারবার বন্ধ করতে খাদ্য দপ্তর অভিযান চালাল। গোটা ঘটনায় বহরমপুর মহকুমার অন্তর্গত হরিহরপাড়া এলাকার বাসিন্দারা হতবাক। বহড়ান এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা চালাচ্ছিলেন বিশ্বজিৎ কুণ্ডু নামে এক ব্যক্তি। তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অভিযান চালিয়ে একাধিক বহুজাতিক কোম্পানির মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য পাওয়া গিয়েছে। সেইসঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বেআইনিভাবে ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করার বিষয়টিও নজরে এসেছে। গ্যাস সিলিন্ডারগুলি ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত হয়েছে তার সঙ্গে মেয়াদ উত্তীর্ণ দ্রব্যগুলিকেও ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে বহরমপুর সদর মহকুমার ডিএসপি তমালকুমার বিশ্বাস বলেন, 'মেয়াদ উত্তীর্ণ বিভিন্ন রকম পানীয়, খাদ্যদ্রব্য, বেবি ফুড বাজেয়াপ্ত হয়েছে।'

স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ২৫ জুন : আগামী ৯ জুলাই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ ধর্মঘট। সেদিন এবিটিএ সদস্যদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য করা যাবে না। সেব্যাপারে নিশ্চিত করতে বুধবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে সংগঠনের নেতৃত্ব স্মারকলিপি দিল। পাশাপাশি মহার্ঘ ভাতা প্রদান, শ্রম কোড বাতিলের দাবি জানানো হয়। এদিন সেখানে বিপুল মৈত্র ও অনিরুদ্ধ সিনহা সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিক্ষোভ মিছিল

বালুরঘাট, ২৫ জুন : কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী জয়লাভের পর বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া সকেট বোমার আঘাতে নাবালিকা মৃত্যুর প্রতিবাদ হল বুধবার। এদিন সন্ধ্যায় বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এসএফআই, ডিওয়াইএফআই ও মহিলা সংগঠন। শহরে প্রতিবাদ মিছিলও করা হয়।

ধৃত বাংলাদেশি

বহরমপুর, ২৫ জুন : মঙ্গলবার মধ্যরাতে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম কাইয়ুম রেজা ও জাহির হোসেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতভর জেরার মুখে ধৃত দুজনেই তাদের বাংলাদেশি নাগরিক হওয়ার কথা স্বীকার করেছে।

ভুট্টার ব্যাগে

প্রথম পাতার পর

ভুট্টার দানা থেকে তৈরি হওয়ায় ছয় মাস পরই এই ব্যাগে পচন ধরতে শুরু করে। পরবর্তীতে যা সম্পূর্ণ জৈবিক উপায়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ফলে দূষণ তো হবেই না, বরং এমন ক্যারিব্যাগ থেকে জৈব সার পাওয়া সম্ভব। তাঁদের উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়েছে ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি শিল্প দপ্তর। দপ্তরের জেলার এক আধিকারিক বলছেন, 'পরিবেশ রক্ষার এই লড়াইকে আমরা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আরও তরুণ যাতে উৎসাহ হয়, তার জন্য প্রচার এবং কর্মশালার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'ভুট্টার দানা থেকে তৈরি এই ক্যারিব্যাগ পরিবেশবান্ধব হওয়ায়, প্রতিটি বাজারে তা নিয়ে আমরা প্রচার শুরু করেছি। মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ কাজ করতে শুরু করেছে।'

পাহাড় তো বটেই, সমতল শিলিগুড়ির থেকেও তাঁরা অর্ডার পাচ্ছেন বলে জানান প্রমোদ। তাঁর দাবি, 'প্রচার এবং এই ব্যাগ ব্যবহার শুরু হওয়ায় প্রত্যেক মাসে অন্তত চার টন পলিব্যাগের ব্যবহার কমেছে পাহাড়ে। কমছে দূষণও।'

সমতল কি পাহাড়ের পথে হাঁটবে?

এক বছর ধরে অত্যাচার

মূক ও বধির নাবালিকা ধর্ষণে গ্রেপ্তার ১

আজাদ

মানিকচক, ২৫ জুন : মূক ও বধির এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচকের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। গত এক বছর ধরে নাবালিকার প্রতিবন্ধকতার সুযোগে ভুল বুঝিয়ে বারবার ধর্ষণের অভিযোগ তুলেছে নাবালিকার পরিবার। পরিবারের লোকজন জানিয়েছে, এখন নাবালিকা ছয় মাসের গর্ভবতী। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে মানিকচক থানার পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বিশেষভাবে সক্ষম ওই নাবালিকাটির বাড়ির পাশে আম বাগান। সেখানেই খেলতে যেত ওই নাবালিকাটি। সেই বাগানে রয়েছে অভিযুক্তের বাগানবাড়ি। অভিযোগ, বিভিন্ন রকম প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকাটিকে সেই বাগানবাড়িতেই বারবার ধর্ষণ করে অভিযুক্ত।

নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, গত এক বছর ধরে ভুল বুঝিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে এসেছে অভিযুক্ত। এই ব্যাপারে নাবালিকার পরিবারের লোকজন কখনোই কোনও সন্দেহ করেননি। কিন্তু কিছুদিন থেকে নাবালিকার শারীরিক গঠনের পরিবর্তন দেখে তাঁর মা-বাবার সন্দেহ হয়। ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য নিয়ে গেলে জানা যায় নাবালিকা ছয় মাসের গর্ভবতী। পরে নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অভিযুক্তের কথা জানতে পারেন

> আমরা জানতাম মেয়ে বাগানে খেলতে যাচ্ছে। সেই বাগানবাড়িতে আমার মেয়েকে প্রলোভন দেখিয়ে আমার মেয়ের সর্বনাশ করেছে।
>
> **নাবালিকার মা**

তাঁরা। তাঁদের আরও অভিযোগ, ওই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই অভিযুক্ত নিজ মুখে তার কুকর্মের কথা স্বীকার করেছে। পরে সুবিচারের আশায় মানিকচক পুলিশের দ্বারস্থ হন নির্যাতিতা নাবালিকার বাবা ও মা।

এবিষয়ে নির্যাতিতা নাবালিকার মা বলেন, 'আমরা জানতাম মেয়ে বাগানে খেলতে যাচ্ছে। সেই বাগানবাড়িতে আমার মেয়েকে প্রলোভন দেখিয়ে আমার মেয়ের সর্বনাশ করেছে।' অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেছে নাবালিকার পরিবার।

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু ৫ বছরের শিশুর

কালিয়াচক, ২৫ জুন : কালিয়াচকে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল ৫ বছরের এক শিশুর। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। দাদুর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় তামিম শেখ নামে ওই শিশুর।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর পাঁচেকের তামিম শেখের বাড়ি মোজমপুরের হারুচক গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় তামিম তার দাদুর বাড়ি মোজমপুরের কিসমতপুর মিলকি দিহি গ্রামে বেড়াতে আসে। তার মামা টোটোচালক। বাড়ির সামনেই টোটোটি রাখা ছিল। তামিম শেখ টোটোর চাবি নিয়ে টোটো স্টার্ট করে দেয়। কিন্তু সামলাতে না পেরে একটি দেওয়ালে ধাক্কা মারে টোটোটি। টোটোর ধাক্কায় দেওয়াল ভেঙে পড়ে তামিমের ওপর। দেওয়ালের নীচে চাপা পড়ে যায় সে। তার মাথা সহ দেহের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লাগে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা তামিমকে উদ্ধার করে স্থানীয় সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, তামিম আর বেঁচে নেই।

তামিমের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন বাবা রমজান শেখ। তাঁর কথায়, 'সন্ধ্যার সময় দাদুর বাড়ি ঘুরতে গিয়েছিল। তারপর কেমন করে টোটোতে স্টার্ট দিয়ে ফেলে, বুঝতে পারছি না। তারপরই এই দুর্ঘটনা ঘটে। মাথায় গুরুতর চোট লাগে ওর। আমরা তড়িঘড়ি সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসি। কিন্তু তামিমকে বাঁচানো গেল না।'

জমি বিবাদ

পতিরাম, ২৫ জুন : পতিরামের পাগলিগঞ্জ ফরিদপুর এলাকায় জমি নিয়ে সংঘাত চরমে উঠল। এলাকার বিমল প্রামাণিক নামে এক ব্যক্তির অভিযোগ, তিনি তারাগঞ্জ এলাকায় ৪৫ বছর ধরে সুমন্ত মজুমদারের দুই একর জমি লিজ নিয়ে চাষ করছেন। তবে সম্প্রতি শ্যাম সন্ন্যাসী নামের এক ব্যক্তি সহ কয়েকজন ওই জমিতে ট্র্যাক্টর চালিয়ে তাঁর প্রায় ১.২০ লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট করেছে। এমনকি তাঁকে মারধরও করা হয়েছে। অভিযুক্তরা অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ঘটনায় পতিরাম থানায় তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

দেহ উদ্ধার

বহরমপুর, ২৫ জুন : মুর্শিদাবাদের কান্দি লাগোয়া কল্যাণপুর এলাকায় চাষের জমি থেকে বুধবার এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃতের নাম পূর্ণচন্দ্র বাগদি (৬২)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন। চাষবাসের কাজ করতেন। মৃতের পরিবার জানিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই তিনি জমির কাজে যাচ্ছেন বলে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর প্রতিবেশীরা খবর দেন, জমিতে ওই কৃষকের দেহ পড়ে রয়েছে। পরে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

রেলের ভাড়া বৃদ্ধিতে সুকান্তর সাফাই

বালুরঘাট, ২৫ জুন : আশপাশের সমস্ত জিনিসের দাম বাড়ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রেলের খরচও বেড়েছে, তাই বাধ্য হয়ে রেলের ভাড়া বাড়াতে হয়েছে। বুধবার রেলের ভাড়া বাড়ানো নিয়ে বালুরঘাটে সাংবাদিকদের সাফাই দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন রেলের ভাড়া বাড়েনি। ভাড়া বাড়ালে বিরোধী দলগুলি হইচই করে। কিন্তু কেউ ভেবে দেখে না যখন রুগ্ন এয়ার ইন্ডিয়ার জন্য দিনে ৪৬ লাখ টাকা ভরতুকি দিতে সরকার নাজেহাল হয়েছিল তখন শেষপর্যন্ত টেন্ডার করেও কোনও সংস্থা তা নিতে চায়নি। পরে বেশ কিছু শর্ত পরিবর্তন করে ফের তা টাটাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফের সেই অবস্থার সম্মুখীন না হতে এবং রেলের খরচের হাল ফেরাতে ও রেলকে লাভজনকভাবে চালানোর জন্য যেটুকু না করলে নয়, সেটুকুই করা হয়েছে।' তা না হলে রেলের অবস্থাও এয়ার ইন্ডিয়ার মতোই হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সংঘর্ষ

মানিকচক, ২৫ জুন : বুধবার ভূতনির শংকরটোলা এলাকায় রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে ঠিকাদারি সংস্থার কর্মচারীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় দুজনকে মারধর ও দোকানে ভাঙচুর করা হয়। ঘটনার পর রাস্তা নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ঠিকাদারি সংস্থার লোকরা পালিয়ে যায়।

ইটাহারের শ্রমিকরা

প্রথম পাতার পর

সলিমুদ্দিন বলেন, 'ওরা ছাড়া পেলেও খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু কী করব? ওদের ওখানেই থাকতে হবে। ওখানে কাজ করে দুটো পয়সা উপার্জন করছে। নাতি-নাতনিটা স্কুলে পড়ছে।' রাজস্থান থেকে ফোনে সলিমুদ্দিনের ছেলে সায়েদ আলি বুধবার বলেন, 'দশ বছর ধরে রাজস্থানে কাজ করছি। কোনওদিন এরকম ঘটেনি। কালকের পর থেকে ভয় হচ্ছে। কিন্তু গ্রামে ফেরার কথা ভাবছি না।' কেন? সায়েদের জবাব, 'এখানে অটো চালিয়ে যা উপার্জন হয়, সেটা গ্রামে থেকে পাব না। ছেলে ও মেয়ে এখানে স্কুলে পড়ে। ওদের স্কুলেই মাসে ৭ হাজার টাকা দিই। গ্রামে ফিরলে সেই টাকা পাব কোথায়?' মঙ্গলবার রাজস্থানে পুলিশ আটকে রাখায় বাংলার রাজ্য প্রশাসন ওই শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ও বাড়ির ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছিল। যা পাওয়ার পরেই রাজস্থান সরকার তড়িঘড়ি তাঁদের ছেড়ে দেয়।

রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বুধবার বলেন, 'বিজেপি যে বাংলা বিরোধী, তা ফের প্রমাণ হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় সরব না হলে ওই শ্রমিকদের আটকে রাখা হত।' বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে বলে তৃণমূল অভিযোগ তুললেও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ঘটনাটির দায় চাপিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ঘাড়েই।

সুকান্ত বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই বাঙালিদের হয়রানি। তিনি যদি জাল আধার কার্ড না দিলে এমন ঘটনা ঘটত না।' তাঁর কথায়, 'যে মুখ্যমন্ত্রী বাঙালির পেটে অন্ন দিতে পারেন না, তাঁর বাঙালির সম্মান নিয়ে মাথাব্যথা করার কী আছে?' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষও প্রশ্ন তোলেন, 'বাংলার বাসিন্দাদের ভিনরাজ্যে কাজ করতে যেতে হবে কেন? রাজ্য সরকার কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে পারছে না বলেই লোকে ভিনরাজ্যে যাচ্ছে।'

তাঁর বক্তব্য, 'কেউ হেনস্তা হোক, আমরাও চাই না। আমরা চাই, বাংলার মানুষ বাংলাতেই কাজ পাক।' ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন পালটা বলেন, 'আধার কার্ড তো দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। তাহলে কেন্দ্র কি জাল আধার কার্ড দেয়? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কর্মসংস্থানমুখী অনেক প্রকল্প চালু করেছেন। ফলে কাজের জন্য বাইরে যাওয়া মানুষের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমেছে।'

সুকান্তকে কটাক্ষ করে মোশারফের বক্তব্য, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকরা হেনস্তার শিকার হওয়ায় আশা করেছিলাম, বাঙালি হিসেবে সুকান্তবাবু ওই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু তিনি তাঁর রাজনৈতিক লাইনেই চলছেন।' তবে বাংলাভাষী শ্রমিকদের এই হেনস্তায় দুঃখিত বাংলায় বসবাসকারী রাজস্থানের আদি বাসিন্দা মাড়োয়ারিরা। তাঁদেরই একজন কালিয়াগঞ্জের রামগোপাল মন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশিদের ধরা হোক। কিন্তু তা করতে গিয়ে কোনও রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তা করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।'

রায়গঞ্জ শহরে ৩০০ মাড়োয়ারি পরিবারের বাস। সুদর্শনপুর দ্বারিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রের পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রদীপ আগরওয়ালার কথায়, 'রাজস্থানে যা হয়েছে, ভালো হয়নি। এখানে তো আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়নি।' হরিশ্চন্দ্রপুর মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পবন কেডিয়া বলেন, 'রাজস্থানে ইটাহারের বাঙালি মানুষগুলোর সঙ্গে যা হয়েছে, তা আমরা মানতে পারছি না। আমার জন্ম বাংলায় হলেও রাজস্থান আমার পূর্বপুরুষের মাটি। তাই সেখানে বাঙালির অসম্মান হলে আমার মনেও ব্যথা লাগে।'

রাজস্থান থেকে মোবাইলে ইটাহারের আদি বাসিন্দা মোজাহার শেখ শোনালেন, 'আজ আর কোনও অসুবিধা হয়নি। যে যার কাজ করেছি।' ঘরে ফেরার প্রশ্নে মোজাহারের বক্তব্য, 'ফিরলে করব কী? রুটিরুজির জন্যই তো গ্রাম ছেড়ে এত দূরে এসে পড়ে আছি। আশা করছি, আর সমস্যা হবে না। ঘরে ফেরার কথা তাই ভাবছি না।'

প্রতারণার তদন্ত আজ

নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই মালদায়

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৫ জুন : সুজাপুরের এক নার্সিংহোমে মৃত রোগীকে জীবিত সাজিয়ে চিকিৎসা চালানোর নামে মোটা অঙ্কের বিল বানানোর অভিযোগে বৃহস্পতিবার মালদায় আসছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন। ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ভিত্তিতে ডিস্ট্রিক্ট সার্ভেলেন্সের বিশেষ দল নার্সিংহোমে হানা দিয়ে রোগীকে মৃত ঘোষণা করেছিল। পরে চিকিৎসায় গাফিলতির অপরাধে গত ১৭ জুন জেলা প্রশাসনের তরফে সমস্ত নথিপত্র দিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনে এব্যাপারে অভিযোগ জানানো হয়। সেই অভিযোগের বিরুদ্ধেই এদিন তদন্ত হবে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে বন্দেভারতে কমিশনের চার সদস্যের প্রতিনিধিদল মালদায় আসবেন। প্রতিনিধিদলে কমিশনের দুই সদস্য এমএল সাহা এবং মাধবী দাস থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও সেকশন অফিসারও উপস্থিত হবেন। কালিয়াচকের সুজাপুরের ওই নার্সিংহোমে তদন্ত শেষ করে বিকেলেই তাঁরা কলকাতায় ফিরে যাবেন। অন্যদিকে, কয়েকটি পুরোনো ঘটনায় বুধবার ইংরেজবাজারের তিনটি নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিল ও জরিমানার সিদ্ধান্ত হয়েছে বুধবার।

> **তদন্তে গতি**
>
> ■ সুজাপুরের এক নার্সিংহোমে মৃত রোগীকে জীবিত সাজিয়ে চিকিৎসা চালানোর নামে মোটা অঙ্কের বিল বানানোর অভিযোগ উঠেছিল
>
> ■ অভিযোগের ভিত্তিতে ডিস্ট্রিক্ট সার্ভেলেন্সের বিশেষ দল নার্সিংহোমে হানা দিয়ে রোগীকে মৃত ঘোষণা করে
>
> ■ বৃহস্পতিবার সেই তদন্তে মালদায় আসছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন

এবিষয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসক শেখ আনসার আহমেদ বলেন, 'এক গর্ভবতী মহিলার মৃত্যুর তদন্তে গিয়ে ইংরেজবাজারের একটি নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যসাথী সংক্রান্ত বিষয়ে গড়মিল পাওয়া যায়। ওই নার্সিংহোমকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। তার সঙ্গে নার্সিংহোমের সিই লাইসেন্স বাতিল করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও একটি অভিযোগের ভিত্তিতে আগামীকাল রেগুলেটরি কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল মালদায় তদন্তে আসছে।' একইভাবে স্বাস্থ্যসাথীতে জালিয়াতির অভিযোগে ইংরেজবাজারের আরও একটি নার্সিংহোমকে ২ লক্ষ টাকার জরিমানা করা হয়েছে। অন্যদিকে, অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের লাইসেন্স না থাকায় ২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে আরও একটি নার্সিংহোমের।

অন্যদিকে, বুধবার পুখুরিয়া থানা এলাকার অন্য একটি নার্সিংহোমে সন্তান প্রসবের পর মায়ের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে এনিয়ে পরিবারের তরফে এখনও কোনওরকম লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। মৃত মহিলার নাম মিনারা খাতুন (২৬)। তিনি পুখুরিয়া থানার কাতলামারি এলাকার বাসিন্দা। আপাতত মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

মৃতের স্বামী দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা রাজ্জাক মোল্লা বলেন, 'মঙ্গলবার কুমারগঞ্জ হাসপাতালে আমার স্ত্রী কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু তাঁর রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছিল না। তখন স্থানীয় এক ব্যক্তি আমাদের জোর করে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। ঘণ্টাখানেক বাদে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ স্ত্রীকে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে আমাদের ফোন করে জানায় যে আমার স্ত্রীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে তাই তাঁকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যেতে হবে। দুপুরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে স্ত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।'

পিটিয়ে খুনে দেহ আটকে অবরোধ

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ২৫ জুন : নিছক সন্দেহের বসে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার অভিযোগে দুই প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষে দিনকয়েক আগে তারা মিয়াঁ (৩২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার রাতে সেই ঘটনাতেই তারার কাকা আমন মিয়াঁ (৬৫) গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মারা যান। তারপরেই তাঁর মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে এনে রাতভর বড়ঞা এলাকায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ করেন পরিবারের লোকেরা। দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করলে কান্দির এসডিপিও শশ্রেক আম্বারদার বুধবার ঘটনাস্থলে আসেন। আর তারপরই অভিযান চালিয়ে ঘটনায় অভিযুক্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এনিয়ে জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, পুরো ঘটনাটি মর্মান্তিক। তবে জোড়া মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যাতে গ্রামে নতুন করে কোনও হিংসার ঘটনা না ঘটে সেইজন্য এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

> শুধু সন্দেহের বশে দুটি মৃত্যু ঘটে গেল। বিষয়টি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমার ভাই কিছুই জানত না। কেবল কাকাকে বাঁচাতে গিয়েই প্রথমে তার মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে কাকারও মৃত্যু হল। যাদের জন্য এই কাণ্ড তাদের ফাঁসির সাজা হওয়া প্রয়োজন।
>
> **চাঁদ মিয়াঁ** *তারা মিয়াঁর দাদা*

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দিনকয়েক আগে মৃত আমনের ছেলে রাজেশ মিয়াঁর বিরুদ্ধে গ্রামের অপর এক বাসিন্দা নাসির শেখের বিয়ে ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ তোলে নাসিরের পরিবার। সেখান থেকে লোকজন এসে ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। ঘটনাস্থলে রাজেশকে না পেয়ে আমনকেই আক্রমণ করা শুরু হয়। সেই সময় কাকার চিৎকার শুনে তাঁকে বাঁচাতে ছুটে আসেন ভাইপো তারা মিয়াঁ। তখন ভাইপোকেই পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। এদিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে কলকাতায় রেফার করে গুরুতর আহত আমনের চিকিৎসা চলছিল। অবশেষে তাঁরও মৃত্যু হওয়ায় পরিবারের লোকজনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তাঁরা মৃতদেহ কলকাতা থেকে এনে রাজ্য সড়কের ওপর ফেলে রেখে অবরোধ ও বিক্ষোভে শামিল হয়।

খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মৃত তারার দাদা চাঁদ মিয়াঁ বলেন, 'শুধু সন্দেহের বশে দুটি মৃত্যু ঘটে গেল। বিষয়টি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমার ভাই কিছুই জানত না। কেবল কাকাকে বাঁচাতে গিয়েই প্রথমে তার মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে কাকারও মৃত্যু হল। যাদের জন্য এই কাণ্ড তাদের ফাঁসির সাজা হওয়া প্রয়োজন।'

১৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

ফরাক্কা, ২৫ জুন : ফরাক্কা থানার তৎপরতায় উদ্ধার হয়েছে ১৫০ কেজি গাঁজা। যার আনুমানিক বাজারদর ১০ লক্ষ টাকা। মঙ্গলবার বিকেলে পুলিশ ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি বড় লরিতে তল্লাশি চালিয়ে বস্তাভর্তি গাঁজা উদ্ধার করে। গাঁজা পাচারে যুক্ত অভিযোগে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম রহমত আলি এবং ধনঞ্জয় মাহাতো।

রহমতের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে, ধনঞ্জয় পুরুলিয়ার মালবাজারের বাসিন্দা। বুধবার ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন ফরাক্কা থানায় সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গগামী একটি গাড়িতে গাঁজা পাচার হচ্ছে খবর পেয়ে পুলিশকর্মীরা তৎপর হয়ে ওই সাফল্য পায়। যে এলাকা থেকে গাঁজার বস্তা উদ্ধার হয়েছে, ২৪ ঘণ্টা ওই এলাকায় নাকা চেকিং চলছে।

চিকিৎসক

প্রথম পাতার পর

এদিন শিশুটি অসুস্থ হলে পরিবারের সদস্যরা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। অভিযোগ, ভর্তির নথিপত্র তৈরি না করেই দ্রুত স্বাস্থ্যকর্মীরা শিশুটিকে এসএনসিইউতে নিয়ে যান। সেখানে তার বুকে একটি ইনজেকশন দেওয়ার পরেই শিশুটি মারা যায়। এরপর ওই মৃত শিশুটিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন কর্মরত চিকিৎসক বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পেরে চিকিৎসকের কাছে 'ডেথ সার্টিফিকেট' চাইলে পুলিশকে দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, হাসপাতাল থেকে মৃত শিশু ও পরিবারের সদস্যদেরকে বাইরে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সন্তানহারা মা-বাবা নিরুপায় হয়ে হাসপাতালের সামনে মৃত শিশুকে নিয়েই অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়েন।

মৃত শিশুর মা নিগারা খাতুন বলেন, 'ওরা ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলল। এরপর বলছে মেডিকেলে নিয়ে যেতে।' মৃত শিশুর বাবা সানাউল্লা বলেন, 'মৃত ছেলেকে নিয়ে নথিপত্র ছাড়াই চিকিৎসক আমাকে মেডিকেলে যেতে বলেছিলেন। প্রশ্ন করতেই চিকিৎসকের জবাব, তাহলে বাড়ি নিয়ে চলে যাও।'

খবর পেয়ে হাসপাতালে যান ইসলামপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অমলকুমার সরকার। খবর পেয়ে পুলিশও যায়।

অমল বলেন, 'সরকারি হাসপাতালে এমন অমানবিক ঘটনা ভাবতেও অবাক হচ্ছি। কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের একাংশের আচরণ অত্যন্ত খারাপ। আমরা পাশে এসে না দাঁড়ালে অসহায় সন্তানহারা বাবা-মাকে এরা ফাঁসিয়ে দিত।'

হুঁশিয়ারি সুকান্তর

প্রথম পাতার পর

বিরোধীদের ওপর দমনপীড়ন নীতি কার্যকর করেছিল বলে অভিযোগ তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত। সাংসদ কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত বলেন, 'গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষ, বিরোধী দল, সাংবাদিক কেউ বাদ যায়নি নির্মম নির্যাতন থেকে। আজকের পশ্চিমবঙ্গেও কার্যত এক অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। দুর্নীতিকে ঢাকতে প্রশাসনকে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্যে আইনের শাসনের নামে চলছে দলীয় সন্ত্রাস।'

নিরাপত্তার দাবিতে পথে পরিযায়ীরা

প্রথম পাতার পর

কেউ ভুবনেশ্বরে, কেউ কটকে। প্রত্যেকেই ওডিশার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে প্লাস্টিকের সামগ্রী, কাপড় বিক্রি করেন। আবার অনেকে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করেন। আমাদের রীতিমতো মারধর করা হচ্ছে। বৈধ কাগজপত্র থাকলেও বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই ছেলেমেয়েদের একটা গ্যাং এসে আমাদের হুমকি দিচ্ছে।'

জালালপুরের হাদিসের দাবি, 'ওডিশায় অত্যাচারের ছবি আমরা মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দি করেছি। ভিডিও করেছি। কিন্তু সেই ছবি, ভিডিও পুলিশকে দেখিয়েও লাভ হয়নি। শেষে প্রাণ বাঁচাতে আমরা সবাই ফিরে এসেছি।'

ভিনরাজ্যে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের আক্রান্ত হওয়া প্রসঙ্গে দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর বক্তব্য, 'এই ঘটনা অত্যন্ত লজ্জার। আমি লোকসভায় জিরো আওয়ারে প্রসঙ্গটি তুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বারবার আমার দাবি নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। আবার লোকসভায় আলোচনার দাবি জানাব।' ইশার অভিযোগ, 'আমি মনে করি এধরনের ঘটনায় রাজনৈতিক হাত রয়েছে। ২ জুলাই মালদায় পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে আমি জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেব।'

রাজ্যসভার তৃণমূল সংসদ মৌসম নুর বলেন, 'এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা যে, মালদার শ্রমিকরা পেটের দায়ে ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাঁদের তাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে ইতিমধ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমি চাই, শ্রমিকদের উপর এই ধরনের অত্যাচার বন্ধ হোক।'

সিটু নেতা দেবজ্যোতি সিনহার অভিযোগ, 'ভিনরাজ্যে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য এতদিন যে ইন্টার স্টেট মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কমেন অ্যাক্ট চালু ছিল, সেই আইন তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তারপর থেকেই ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন মালদা সহ রাজ্যের শ্রমিকরা।'

সামান্য বৃষ্টিতে জলমগ্ন মালদা শহরের রথবাড়ি। ছবি : অরিন্দম বাগ

মহাকাশে ভারতের শুভাংশু

প্রথম পাতার পর

মোদি টুইটে লেখেন, '১৪০ কোটির স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শুভাংশু। এটা আমাদের দেশের গর্বের মুহূর্ত।' অন্যদিকে, আগাগোড়া উদ্বেগ ছিল লখনউয়ের ত্রিবেণিনগরের বাসিন্দা শুভাংশুর বাবা শম্ভুদয়াল শুক্লার।

যদিও ছেলের সফল যাত্রায় আবেগে গলা জড়িয়ে এল তাঁর। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তরুণ প্রজন্মকে দেখিয়েছে, চেষ্টা করলে কোনও স্বপ্ন অধরা থাকে না।' শুভাংশুর বোন গুঞ্জন বলেন, 'ভালোয় ভালোয় উড়েছেন দাদারা। এখন ভারমুক্ত লাগছে।' দাদার মঙ্গলকামনায় এই ক'টা দিন পূজার্চনা করে কাটাবেন বলে জানিয়েছেন বোন।

শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মাও। এক ভিডিওবার্তায় তিনি বলেন, 'জানলার বাইরে তাকাতে ভুলো না। সময়টা উপভোগ করো।' ১৯৮৪ সালে প্রথম রাশিয়ার মহাকাশযানে চেপে মহাকাশে গিয়েছিলেন রাকেশ। তারপর আর কোনও ভারতীয় মহাকাশে যাননি। সেই খরা কাটল পাক্কা চার দশক পর। আপাতত এই মহাকাশযান প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ৭.৫ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।

সেখান থেকেই দেশবাসীকে নমস্কার জানিয়ে শুভাংশু বলেন, 'আমার কাঁধে তেরঙা, যেন গোটা ভারত আমার সঙ্গে। এই অভিযান শুধু আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের জন্য নয়, এটা ভারতের মানব মহাকাশ কর্মসূচির সূচনাও বটে। আমি চাই, আপনারাও এই যাত্রার অংশ হন। গর্বে আপনার বুকও ফুলে উঠুক।'

প্রথমে নাসা ও ইসরোর যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান হওয়ার কথা ছিল গত ২৯ মে। কিন্তু আবহাওয়া, প্রযুক্তিগত ত্রুটি সহ নানা কারণে বারবার অভিযান পিছিয়ে যায়। বুধবার সকালে উৎক্ষেপণের ঘণ্টাখানেক আগেও যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল মহাকাশযানে। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য মহাকাশযানে আপলোড হচ্ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণের চেষ্টায় সেই ত্রুটি সংশোধন করেন বিজ্ঞানীরা। তারপর নির্ধারিত সময়ে মহাকাশযানে ওঠেন শুভাংশু সহ চার নভশ্চর।

নাসার এই অভিযানে ইসরোর তরফে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল শুভাংশুর সঙ্গে প্রশান্ত বালকৃষ্ণান নায়ারকে। উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের ছেলে শুভাংশু ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন। শেষমেশ শিকে ছেঁড়ে তাঁর। মূল মহাকাশচারী হিসাবে বেছে নেওয়া হয় ৩৯ বছরের এই তরুণকে। বিকল্প হিসাবে রাখা হয় প্রশান্তকে। প্রশান্ত বুধবার বলেন, 'শুভাংশুর মতো আত্মবিশ্বাসী আর একজনকেও দেখিনি।'

লিডসে জোড়া শতরান টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে ঋষভ পন্থকে সাত নম্বরে তুলে আনল।

বোলিং শীর্ষে বুমরাহ, ব্যাটিংয়ে রুট

কেরিয়ারের সেরা টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে ঋষভ

দুবাই, ২৫ জুন : উত্তেজক ম্যাচ।

দুরন্ত পরিণতি। ভারতের তরুণ ব্রিগেডকে হারিয়ে শেষ হাসি বাজবলের। জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেও ইংল্যান্ডের কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে দ্বিতীয় টেস্টে পাখির চোখ। ভারতীয় দল ফিনিশিং লাইন পার করতে না পারলেও ম্যাচের দুই ইনিংসে শতরান করে নজির গড়েছেন ঋষভ পন্থ।

হেডিংলে টেস্টে জোড়া শতরানের (১৩৪ ও ১১৮) পুরস্কার, আইসিসি টেস্ট ব্যাটিং ক্রমতালিকায় কেরিয়ারের নিজের সেরা র‍্যাংকিংয়ে পা রাখলেন ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটার। বুধবার প্রকাশিত আইসিসি ক্রমতালিকায় ব্যাটারদের মধ্যে সাত নম্বরে রয়েছেন ঋষভ।

ঋষভ ক্রিকেট ইতিহাসের দ্বিতীয় উইকেটকিপার যিনি টেস্টের দুই ইনিংসে শতরান করার নজির গড়েছেন। ভারতীয় বাঁহাতি ব্যাটার ছাড়া যে রেকর্ড শুধুমাত্র রয়েছে জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের। যার সুবাদে ভারতের প্রথম উইকেটকিপার হিসেবে টেস্টে ৮০০ রেটিং পয়েন্টের গণ্ডি পেরোনোর নজিরও ঋষভের দখলে।

ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সেরা র‍্যাংকিংয়ে হেডিংলি টেস্টে চার ক্যাচ ফেলে 'খলনায়ক' বনে যাওয়া যশস্বী জয়সওয়াল (চতুর্থ)। প্রথম ইনিংসে ১৪৭ রানের সুবাদে ৫ ধাপ এগিয়েছেন শুভমান গিলও। ২৫ থেকে ২০ নম্বরে উঠে এসেছেন টেস্ট অধিনায়ক। অপরদিকে, ওডিআই ফরম্যাটে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন শুভমান। প্রথম পাঁচে রয়েছেন রোহিত শর্মা (৩) ও বিরাট কোহলিও (৪)।

টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদার (৮৬৮ পয়েন্ট) থেকে ৩৯ পয়েন্টে এগিয়ে নিজের জায়গা আরও মজবুত করে নিয়েছেন ভারতীয় স্পিডস্টার। প্রথম পাঁচে অস্ট্রেলিয়ার দুজন প্যাট কামিন্স (৩) ও জোশ হ্যাজেলউড (৫)।

ভারতীয় দলের থেকে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার অন্যতম কারিগর বেন ডাকেটও এগিয়েছেন। ১৪৯ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংসের সুবাদে সেরা প্লেয়ারের সম্মান পাওয়া ডাকেট (৮) পাঁচ ধাপ উন্নতি করে প্রথম দশে ঢুকে পড়েছেন। সতীর্থ ওলি পোপ (১৯) ও জেমি স্মিথও (২৭) সাফল্যের সুবাদে লাভ তুলেছেন আইসিসি ক্রমতালিকায়।

টেস্ট ব্যাটারদের মগডালে জো রুট। দ্বিতীয় স্থানে হ্যারি ব্রুক। দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত হাফ সেঞ্চুরি করেন রুট। ব্রুক (৮৭৪) অপরদিকে প্রথম ইনিংসে ৯৯ করার সুবাদে রুটের (৮৮৯) ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন। বেন স্টোকস অপরদিকে টেস্ট অলরাউন্ডারদের তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছেন। শীর্ষে রবীন্দ্র জাদেজা।

'টেস্টের অনুপযুক্ত ভারতীয় ফিল্ডিং'

যশস্বী-জাদেজাদের নিয়ে ক্ষোভ গাভাসকারের

লিডস, ২৫ জুন : দুই ইনিংস মিলিংয়ে পাঁচ-পাঁচটা শতরান।

ম্যাচে ভারতের মোট সংগ্রহ ৮৩৫ রান (৪৭১ ও ৩৬৪)। তার পরও হার! রাশ নিজেদের হাতে রেখেও স্বভাবতই এভাবে ম্যাচ ফসকে যাওয়া মানতে পারছেন না প্রাক্তনরা। হারের জন্য মূলত কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে ফিল্ডিং, ক্যাচ মিসের বহরকে। সঙ্গে ভালো অবস্থায় থেকে ব্যাটিং ধস।

প্রথম ইনিংসে গোটা চারেক ক্যাচ পড়েছে। যার সুযোগ নিয়ে ওলি পোপ, বেন ডাকেট, হ্যারি ব্রুকরা বড় স্কোর করেন। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিসেও ছবিটা বদলায়নি। আউটফিল্ডে হাত-পায়ের ফাঁক দিয়ে বিসাদৃশ্যভাবে বল গলেছে। সুনীল গাভাসকারের কথায়, শুভমান গিল ব্রিগেডের ফিল্ডিং টেস্টের জন্য একেবারে উপযুক্ত নয়।

হেডিংলি ম্যাচের পর্যালোচনায় ভারতীয় কিংবদন্তি বলেছেন, 'ইংল্যান্ড দলকে জয়ের পুরো কৃতিত্ব দেব। ভারতীয় ব্যাটাররা ম্যাচে পাঁচটা শতরান করার পরও আত্মবিশ্বাসী ছিল ওরা। ফলে দুই ইনিংসেই ভারতকে অলআউট করতে পেরেছে। এখানেই ব্যর্থ ভারত। আসলে দুই ইনিংসেই আরও কিছু রান করার সুযোগ ছিল। ভারত যা কাজে লাগাতে পারলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হত। শুধু ক্যাচ মিস নয়, ফিল্ডিংয়ের মান অত্যন্ত সাধারণ। একেবারেই টেস্ট মানের নয়। আশা করি ভুল থেকে শিক্ষা নেবে ওরা।'

বোলাররা দ্বিতীয় ইনিংসে দাগ কাটতে না পারলেও গাভাসকার বোলিংকে দুষতে নারাজ। হেডিংলের পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য দারুণ ছিল। বোলারদের সমালোচনা করা অনুচিত। তবে জসপ্রীত বুমরাহর যোগ্য সঙ্গীর অভাবের কথা মনে করিয়ে দিলেন। দাবি, বুমরাহর সঙ্গে বাকিরা যোগ্য সংগত দিতে পারলে ম্যাচের রং বদলে যেতেও পারত। লম্বা সিরিজ। সবে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্টের আগে দিন আটেক হাতে রয়েছে। গাভাসকারের বিশ্বাস, ভুলগুলি শুধরে নিতে পারবে ভারতীয় দল।

কড়া দাওয়াইয়ের পরামর্শ শাস্ত্রীর

রবি শাস্ত্রী আবার তরুণ ব্রিগেডের জন্য কড়া দাওয়ায় দরকার বলে মনে করছেন। গৌতম গম্ভীরের উদ্দেশ্যে প্রাক্তন হেডকোচের বার্তা, 'কোচিং স্টাফদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘুরে দাঁড়াতে ওদের বড় দায়িত্ব থাকছে। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচে শুভমান গিল চেষ্টা করেছে। শতরানও এসেছে ওর ব্যাট থেকে। আর সবকিছু অধিনায়কের হাতে থাকেও না। তবে বেসিক বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া প্রয়োজন।'

ভুলভ্রান্তিগুলি নিজেই দেখিয়ে দিলেন শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, ফিল্ডিং নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। এত ক্যাচ মিস করলে ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। ৫৫০-৬০০ রান তোলার সম্ভাবনা থাকবে তা কাজে লাগাতে হবে। এভাবে আলটপকা শটে উইকেট খুইয়ে দলকে ডোবানো মানা যায় না। এক্ষেত্রে কোচের দায়িত্ব কড়া হাতে বিষয়টি সামলান। সাজঘরে কড়া বার্তা দেওয়া।

বুমরাহকে ওয়ার্কলোড, ফিটনেস নিয়ে টানাপোড়েনের প্রসঙ্গ টেনে বার্মিংহ্যাম টেস্টেও হারের আশঙ্কা দেখছেন। রবি শাস্ত্রীর যুক্তি, 'বুমরাহ বলেছে পাঁচের মধ্যে তিনটিতে খেলবে। প্রশ্ন কোন তিনটি টেস্ট। আমার ধারণা হয়তো পরের ম্যাচেই ব্রেক নেবে। কারণ ও নিজেও লর্ডসে খেলতে চাইবে। সেক্ষেত্রে পরের টেস্টে বুমরাহ না থাকলে স্কোরলাইন ০-২ হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে।'

হরভজন সিং আবার প্রথম একাদশ নির্বাচনেই ভুল দেখছেন। ২ জুলাই শুরু এজবাস্টন টেস্টে যা শুধরে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে চাপে ভারত। কারণ ওরা পিছিয়ে রয়েছে। হারা ম্যাচ থেকেই শিক্ষা নতে হবে। পরের ম্যাচে কুলদীপকে খেলানো উচিত। ও থাকলে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে ভারতীয় বোলিংয়ের। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের মাটিতে সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। তবে তরুণ ভারতীয় দল সাহসী ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। ভুলভ্রান্তি শুধরে নিলে এই দলটা আগামীতে সাফল্য আনবে।'

হেডিংলে টেস্টে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বেন ডাকেটের সহজ ক্যাচ ফেলেন রবীন্দ্র জাদেজা।

বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্টে অর্শদীপ সিং ও কুলদীপ যাদবকে প্রথম একাদশে চাইছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার মন্টি পানেসার।

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য বার্মিংহাম পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া

বুমরাহ নিয়ে 'ছক' বদলাচ্ছে না : গম্ভীর

বার্মিংহাম, ২৫ জুন : প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য।

হেডিংলে টেস্টে টিম ইন্ডিয়া পাঁচ উইকেটে হেরে গিয়েছে। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছেন শুভমান গিলরা। জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পাশে লজ্জার বোলিংয়ের মধ্যে আগামীর অশনিসংকেত নিয়ে আজ ভারতীয় সময় সন্ধ্যার দিকে লিডস থেকে বার্মিংহামে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল। আগামীকাল বার্মিংহামে পুরো দিন বিশ্রাম রয়েছে ভারতীয় দলের। ২ জুলাই থেকে বার্মিংহামের এজবাস্টনের মাঠে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে।

তবে ভারতীয় স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হল পেসার হর্ষিত রানাকে। লিডসে প্রথমে টেস্টের আগে শেষ মুহূর্তে তিনি দলে ঢুকেছিলেন। এদিন শুভমান গিলরা ইংল্যান্ডের স্থানীয় সময় সকাল ১১.৩০ মিনিট নাগাদ বাসে করে বার্মিংহামের উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু সেই বাসে হর্ষিতকে দেখা যায়নি।

দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে টিম ইন্ডিয়াকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে সব কিছু। দলের ফিল্ডিং ও বোলিংয়ের বেহাল দশার দিশা খুঁজে পেতে হবে। সঙ্গে পাঁচটি শতরান করার পরও কীভাবে ম্যাচ জিততে হয়, সেই স্ট্র্যাটেজিও বার করতে হবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। সেই স্ট্র্যাটেজি চূড়ান্ত করার পথে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, বুমরাহ কি খেলবেন? গতরাতে হেডিংলে টেস্ট হারের পর অধিনায়ক শুভমান জানিয়েছিলেন, দ্বিতীয় টেস্টের আগে তাঁরা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন।

রাতের দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরও অনেকটাই একই পথে হেঁটেছেন। অধিনায়ক শুভমানের উপর ভরসা ও ধৈর্য রাখার আবেদন জানানোর পাশে বুমরাহ নিয়ে আগের অবস্থান বদলাচ্ছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। ভারতীয় কোচ গম্ভীরের কথায়, 'বুমরাহ নিয়ে পরিকল্পনা বদলাচ্ছি না আমরা। ওর জন্য ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট খুব জরুরি। আমরা সবাই জানি ও দলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই বুমরাহকে নিয়ে সবসময় ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপাতত এটাই বলব, বুমরাহকে নিয়ে আগের অবস্থান থেকে সরছি না আমরা।'

ভারতীয় কোচের কথায় স্পষ্ট, বাকি থাকা ভারত বনাম ইংল্যান্ডের সিরিজে আর দুইটি টেস্ট খেলবেন বুমরাহ। বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা জোরে বোলার না খেললে ভারতীয় বোলিংয়ের হাল আরও বেহাল হওয়ার সম্ভাবনা। গম্ভীর নিজেও সেটা জানেন। শুধু বুমরাহ নয়, তাঁকে এখন দলের অনেক কিছু নিয়েই ভাবতে হচ্ছে। গম্ভীরের কথায়, 'আমাদের এই দলটা অনভিজ্ঞ। সময়ের সঙ্গে উন্নতি করবে। যারা স্কোয়াডে রয়েছে, তারা যোগ্য বলেই ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে। লিডস টেস্টের প্রথম চারদিনের পাশে পঞ্চম দিনও আমরা জেতার জায়গায় ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফল হয়েছে ভিন্ন। আগামীদিনে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।' হেডিংলে টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার তরফে পাঁচটি শতরান হয়েছে। যার মধ্যে দলের সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ করেছেন জোড়া শতরান। ঋষভের পারফরমেন্স টিম ইন্ডিয়ার জন্য কতটা পজিটিভ? সাংবাদিক সম্মেলনে এমন প্রশ্ন ওঠার পর কৌশলে তা এড়িয়ে গিয়েছেন গম্ভীর। বদলে লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমানদের শতরানের প্রসঙ্গ টেনে এনে টিম ইন্ডিয়ার কোচ বলেছেন, 'আরও তিনটি শতরান হয়েছে ভারতীয় ইনিংসে। সেই শতরানগুলোও আমাদের দলের জন্য পজিটিভ দিক।' হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসেই ভারতীয় দলের লোয়ার অর্ডার ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম ইনিংসে ৪১ রানে সাত উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১ রানে ছয় উইকেট। কেন এভাবে ব্যর্থ হল ভারতীয় দলের লোয়ারঅর্ডার ব্যাটিং? জবাবে কোচ গম্ভীর বলছেন, 'এমন পারফরমেন্স অবশ্যই হতাশার। কিন্তু অনেক সময় এমন হয়। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে হয়তো প্রথম ইনিংসে আমাদের স্কোরটা ৫০০ বা তার বেশি হত। কিন্তু হয়নি।'

বেন ডাকেটের সামনে অসহায় দেখাল মহম্মদ সিরাজদের।

৫টি শতরানের পরেও প্রথম টেস্টে হার। হতাশ শুভমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থরা।

অর্শদীপ, কুলদীপের পক্ষে মন্টি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জুন : দুর্দান্ত শুরু। জঘন্য হার!

হেডিংলের মাঠে ভারতীয় ব্যাটাররা রান পেয়েছেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট পাঁচটি শতরান হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাঁচ উইকেটে ম্যাচ হারতে হয়েছে শুভমান গিলের ভারতকে।

কেন এমন অবস্থা হল টিম ইন্ডিয়ার? ভারতের হার পর্যালোচনা করতে গিয়ে সামনে আসছে জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পাশে দলের লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার মন্টি পানেসারের মতে, শুভমানদের ব্যর্থতার পিছনে রয়েছে আরও কারণ। সৌজন্যে টিম ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো বোলিং। মন্টি আপাতত কলকাতায়। চলতি বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। তার মাঝেই আজ বিকেলে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ভারতের 'অবাক' হার নিয়ে মন্টি বলছিলেন, 'লিডসে ভারতের টেস্ট হার আমায় অবাক করেছে। ভাবতেই পারিনি শুভমানরা এই ম্যাচ হেরে যাবে।' ভারতের হারের পিছনে স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজার পারফরমেন্স হতাশ করেছে মন্টিকে। তাঁর কথায়, 'জাদেজা মাত্র একটি উইকেট নিয়েছে। ওর বোলিং খুব সাধারণ লেগেছে। হয়তো ওর সঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বীন থাকলে জুটি হিসেবে সুবিধা হত। কিন্তু সেটা হয়নি। ভারতের মাটিতে জাদেজা দুর্দান্ত বোলার। কিন্তু বিলেতে খেলার অভিজ্ঞতা থাকার পরও কেন ওকে এত সাধারণ মনে হল, পিচের রাফ ব্যবহার করতে পারল না, বুঝলাম না।'

অশ্বীন এখন প্রাক্তনদের দলে। তাঁকে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। কিন্তু কুলদীপ যাদব বিলেতে ভারতীয় স্কোয়াডেই রয়েছেন। তাঁকে কি বার্মিংহামে ব্যবহার করা যেতে পারে? প্রশ্ন শুনেই লুফে নিলেন মন্টি। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার বলে দিলেন, 'কুলদীপ আগ্রাসী বোলার। ও ব্যাটারকে আক্রমণ করতে জানে। হয়তো ও থাকলে সুবিধা হত ভারতের। আমার মনে হয়, কুলদীপকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিক গৌতম গম্ভীররা।' কুলদীপকে খেলানোর প্রস্তাবের পাশে মন্টি শুভমান-গম্ভীরদের আরও একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিংকে খেলানোর দাবি তুলেছেন তিনি। অর্শদীপ খেললে ভারতীয় বোলিংয়ের বৈচিত্র্য বাড়বে, এমন কথা শুনিয়ে মন্টি বলেছেন, 'মহম্মদ সিরাজ-প্রসিধ কৃষ্ণারা হতাশ করেছে। আমার মনে হয় দ্বিতীয় টেস্টে অর্শদীপকে খেলানোর কথা ভাবুক ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। অর্শদীপ খেললে ভারতীয় বোলিংয়ের বৈচিত্র্য বাড়বে।'

> কুলদীপ আগ্রাসী বোলার। ও ব্যাটারকে আক্রমণ করতে জানে। হয়তো ও থাকলে সুবিধা হত ভারতের। আমার মনে হয়, কুলদীপকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিক গৌতম গম্ভীররা।
>
> **মন্টি পানেসার**

আগ্রাসী ডাকেটে মজে স্টোকস

লিডস, ২৫ জুন : পাঁচদিনের সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর।

হেডিংলের আবহাওয়ার মতো ম্যাচের রং বারবার বদলেছে। কখনও মেঘ, কখনও রোদ্দুর তো কখনও বৃষ্টি। বাইশ গজের দ্বৈরথেও তারই প্রতিফলন। পেন্ডুলামের মতো ম্যাচ ঘোরাফেরা করল।

প্রথম দেড়দিন একান্তভাবেই ভারতীয় ব্যাটারদের। যার পালটা জবাব বাজবলে। দ্বিতীয় ইনিংসে ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুলের শতরানে কড়া চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় ইংল্যান্ডই। থ্রি লায়ন্সের হেডিংলের টেস্ট কাহিনীতে আরও স্মরণীয় অধ্যায় যোগ।

৩৭১ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে

টস বিতর্কে প্রাক্তনদের পালটা জবাব

যে উচ্ছ্বাসই ধরা পড়ল অধিনায়ক বেন স্টোকসের গলায়। বলেন, 'হেডিংলেতে বেশ কিছু ভালো স্মৃতি রয়েছে। আরও একটা যোগ হল সেই তালিকায়। দারুণ একটা টেস্টে খেললাম। শেষ দিনে বড় রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ। কেউ জানে না কী ঘটবে। শুধু জানা, নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। দল সেটাই করে দেখিয়েছে।'

টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়া নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। মাইকেল ভন, নাসের হুসেনদের দাবি, সহজ ব্যাটিং পরিস্থিতিতে আগে বোলিং নিয়ে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছে ইংল্যান্ড। যার ফায়দা তুলে যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, ঋষভরা সেঞ্চুরি করেছে। ম্যাচ জিতে নিন্দুকদের জবাব দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি স্টোকস।

ইংল্যান্ড অধিনায়কের পালটা দাবি, 'আমরা মনে করেছিলাম, ম্যাচ জিততে আগে বোলিং আমাদের জন্য সঠিক পদক্ষেপ হবে। ম্যাচের প্রথম সেশনে আমরা যথেষ্ট ভালো বলও করেছিলাম। ভারত অত্যন্ত ব্যাটিং করেছিল প্রথম দিন। তবে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি যেভাবেই এগোক, কখনও টস সিদ্ধান্ত নিয়ে দোটানা ছিল না।'

ম্যাচের নায়ক বেন ডাকেটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। প্রথম ইনিংসে ৬২ করেছিলেন ডাকেট। সেরাটা বেরিয়ে আসে চতুর্থ ইনিংসে রানতাড়ার চ্যালেঞ্জে। ডাকেটের ১৪৯-র আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেনি ভারতীয় বোলিং। স্টোকসের কথায়, 'অবিশ্বাস্য ক্রিকেট। ওপেনিংয়ে নেমে বড় রান তাড়া করা সবসময় কঠিন। জ্যাক ক্রলির সঙ্গে ডাকেটের জুটি ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়। ওরা দুজনের পরিপূরক।'

দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দেওয়া ব্যাটিংয়ে ম্যাচের সেরা ডাকেট। সেরার পুরস্কার হাতে ইংল্যান্ড ওপেনার বলেছেন, 'দুর্দান্ত একটা ম্যাচ। দুর্দান্ত খেলল ভারতও। পঞ্চম দিনে এভাবে ম্যাচ ফিনিশ করা অসাধারণ অনুভূতি। চতুর্থ দিনে মাথায় ছিল, উইকেট দেব না। শেষদিনে মনে হয়েছিল, ক্রিজে টিকে থাকলে জয় সম্ভব। সম্ভব ২০২২ সালের (বার্মিংহামে ৩৭৮ করে ভারতকে হারিয়েছিল) পুনরাবৃত্তি ঘটানো।'

ডাকেটের মতে, পঞ্চম দিনে প্রত্যেকে পরিণতি ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। বুঝিয়েছে, এই জয়টা দলের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সেরার পুরস্কার নিজে পেলেও কৃতিত্ব ভাগ করে নিচ্ছেন বোলারদের সঙ্গে। যুক্তি, ভারতের প্রথম ইনিংসে একসময় তাঁরা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিলেন। বোলাররাই ম্যাচে ফেরায়। দ্বিতীয় ইনিংসেও একই ছবি। ৩৭১-এর বদলে টার্গেট আরও ৫০-৬০ রান বেশি হলে ম্যাচ অন্যরকম হত।

বুমরাহকে ফের প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। ডাকেট বলেছেন, 'প্রথম ইনিংসে দুরন্ত বোলিং করেছে। বুমরাহর প্রভাব মারাত্মক। এদিন কিন্তু ওকে দারুণভাবে আমরা সামলেছি। আর রবীন্দ্র জাদেজাকে সোজা ব্যাটে খেলা সহজ নয়। তাই রিভার্স সুইপ, সুইপকে বেছে নিয়েছিলাম।'

> প্রথম ইনিংসে দুরন্ত বোলিং করেছে। বুমরাহর প্রভাব মারাত্মক। এদিন কিন্তু ওকে দারুণভাবে আমরা সামলেছি। আর জাদেজাকে সোজা ব্যাটে খেলা সহজ নয়। তাই রিভার্স সুইপ, সুইপকে বেছে নিয়েছিলাম।
>
> **বেন ডাকেট**

ম্যাচের পর জসপ্রীত বুমরাহকে সান্ত্বনা বেন স্টোকসের।

স্ত্রী রীতিকার সঙ্গে খেলায় মজে রোহিত শর্মা। সেই ছবি পোস্ট করলেন সামাজিক মাধ্যমে।

বাজবলের সঙ্গে মস্তিষ্কের মিশেল বলছেন ভন

লিডস, ২৫ জুন : বাজবলের আস্ফালন। সঙ্গে হিসেব কষা ব্যাটিং। মাইকেল ভনের কথায় শেষদিনে রান তাড়ায় বাজবলের সঙ্গে মস্তিষ্কের মিশেল ঘটেছে ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ে। ফলাফল সবার চোখের সামনে। নিখুঁত ব্যাটিং, দুরন্ত ফিনিশ। অসাধারণ জয়।

স্টোকসদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মঞ্জরেকার

টসে জিতে বেন স্টোকসের ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথম দিনে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। দুরন্ত জয়ে সেই ভনের মুখে স্টোকস ব্রিগেডের বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেটের কথা। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক দলের যে ব্যাটিংকে আখ্যা দিয়েছেন 'বাজবল উইথ ব্রেনস' বলে।

ম্যাচের পর স্টোকস জানান, দলের প্রত্যেকে ম্যাচ পরিস্থিতি বুঝে ব্যাট করেছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে, কখন ম্যাচের মোড় ঘোরানোর সুযোগ আসবে। পালটা চাপে ফেলা যাবে ভারতকে। তারই প্রতিফলন এই জয়। স্টোকসের যে দাবির সঙ্গে সহমত ভনের কথা, একবল্গা বাজবল নয়, মাথাটাও দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে ইংল্যান্ড। চাপের মুখে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ইতিবাচক থেকেছে।

জোফ্রা আর্চারকে ২ জুলাই শুরু দ্বিতীয় টেস্টে ফেরানো তাড়াহুড়ো নিয়ে অবশ্য আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। ভনের মতে, দীর্ঘদিন পর লাল বলের ফরম্যাটে সবে ফিরেছে। আরও কিছুটা সময় দেওয়া উচিত আর্চারকে। ভনের ধারণা, দ্বিতীয় টেস্টে আর্চারকে ছাড়াই দল গড়বে ইংল্যান্ড। বলেন, 'চার বছর লাল বলের ফরম্যাটের বাইরে ছিল। তাড়াহুড়োর কিছু দেখছি না। সাসেক্সের হয়ে গোটা দুয়েক অন্তত ম্যাচ খেলুক। তারপর লর্ডসে তৃতীয় টেস্টে ওকে ভাবা যেতে পারে। হেডিংলিতে জয় এনে দেওয়া বোলিং ব্রিগেডের ওপরই ভরসা রাখতে চাই দ্বিতীয় টেস্টেও।'

হেডিংলি জয়ে ডাকেটের পারফরমেন্সে মজে ভন। প্রাক্তনে মতে, ইংল্যান্ড জয়ের মধ্যমণি বাঁহাতি ওপেনার। 'যতটা কৃতিত্ব পাওয়া উচিত, তা পায় না ডাকেট। আমার মতে, এই মুহূর্তে শুধু ইংল্যান্ড নয়, বিশ্ব ক্রিকেটে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সেরা ব্যাটার ও। আলাদা আলাদা ফরম্যাট ধরলে অনেকে এগিয়ে থাকবে। কিন্তু সব মিলিয়ে ডাকেটই সেরা আমার কাছে। কাছাকাছি রাখব ট্রাভিস হেড, আইডেন মার্করামকে,' দাবি ভনের।

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন টিম ইংল্যান্ডকে। প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটারের মতে, চতুর্থ ইনিংসে ২৫০-৩০০ রান তাড়া করাও কঠিন। সেখানে ৩৭১ রান করে দাপটের সঙ্গে জয়। কুর্নিশ জানাতেই হচ্ছে বেন স্টোকস ব্রিগেডকে। পিচ কন্ডিশন, পরিস্থিতি বারবার বদলালেও ইংল্যান্ড ব্যাটারদের শরীরিভাষাতে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল না। বিশ্বাস ছিল ৩৭১ করে জেতা সম্ভব।

> যতটা কৃতিত্ব পাওয়া উচিত, তা পায় না ডাকেট। আমার মতে, এই মুহূর্তে শুধু ইংল্যান্ড নয়, বিশ্ব ক্রিকেটে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সেরা ব্যাটার ও। আলাদা আলাদা ফরম্যাট ধরলে অনেকে এগিয়ে থাকবে। কিন্তু সব মিলিয়ে ডাকেটই সেরা আমার কাছে। কাছাকাছি রাখব ট্রাভিস হেড, আইডেন মার্করামকে।
>
> **মাইকেল ভন**

পরিবর্ত ক্লাবের খোঁজে আয়োজকরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জুন : আইএসএল-আই লিগ মিলিয়ে একাধিক না খেলতে চাওয়া ক্লাবের পরিবর্ত খুঁজতে এখন হিমসিম অবস্থা ডুরান্ড কাপ আয়োজকদের।

মঙ্গলবার হঠাৎই মোহনবাগানের তরফে জানানো হয়, তারা দল নামাবে না এই শতাব্দীপ্রাচীন টুর্নামেন্টে। আগে একই কথা জানায় এফসি গোয়া, চেন্নাইয়ান এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি ও হায়দরাবাদ এফসি। আই লিগের ক্লাবগুলির মধ্যে না খেলার কথা জানিয়েছে চার্চিল ব্রাদার্স ও ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব। ইন্টার কাশী সরকারিভাবে ঘোষণা না করলেও সম্ভবত দল নামাতে পারছে না, এমন কথা মৌখিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে। এই আট দলের পরিবর্তে এখনও পর্যন্ত মাত্র দুই ক্লাব নিশ্চিত করেছে। ওয়ান লাদাখ ও নামধারী এফসিকে দেখা যাবে ডুরান্ডে। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কথা শোনা গেলেও এখনও সরকারিভাবে তাদের কাছে কোনও চিঠি যায়নি। আরও মজার বিষয় হল, বেঙ্গালুরু এফসি-র কর্তা শ্রীনিবাসন দল না নামানোর কথা বললেও দিনদুয়েক আগে ডুরান্ডের দল সুনীল ছেত্রীকে নিয়ে টুর্নামেন্টের শুটিং করে এসেছে।

সমস্যা আরও গভীর হয়েছে, মঙ্গলবার হঠাৎই মোহনবাগান টুর্নামেন্ট থেকে নাম তোলার কথা বলায়। কলকাতায় ডুরান্ড করার কারণই ছিল, তিন প্রধানকে দিয়ে দর্শক টেনে টুর্নামেন্টের জৌলুস বাড়ানো। যা গত কয়েক বছরে হয়েছেও। কিন্তু এবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ডামাডোলের জেরে হঠাৎই থমকে যায় ক্লাবগুলির দল গঠন ও প্রাক মরশুম প্রস্তুতি। মোহনবাগানের সেপ্টেম্বরে এএফসি-র টুর্নামেন্ট। তাই তার পাঁচ সপ্তাহ আগেই তারা প্রস্তুতি শুরু করবে। আগে ঠিক ছিল, কলকাতা লিগের রিজার্ভ দলকেই ডুরান্ডে নামানো হবে। কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারও দুই প্রধানকে একই গ্রুপে রাখা হচ্ছে ডার্বি করানোর জন্য। আর গোল বেঁধেছে এখানেই। রিজার্ভ দল নিয়ে পূর্ণশক্তির ইস্টবেঙ্গলের মোকাবিলা করে ডুরান্ডে হারতে নারাজ তারা। তাছাড়া গতবার কিছু অতিরিক্ত টিকিট চেয়ে অপমানিত হতে হয় সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষকে। আর এসবের জেরেই এই নাম তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত।

যা খবর, তাতে ফের নতুন করে সূচি তৈরি করে দুই প্রধানকে আলাদা গ্রুপে রেখে একটা শেষ চেষ্টা আয়োজকরা হয়তো করার কথা ভাবছেন। অনুরোধ করানো হবে রাজ্য সরকারকে দিয়েও। কিন্তু সমস্যা হল, মোহনবাগান ক্লাব কর্তারা হলে হয়তো শুধু নির্দেশেই কাজ হয়ে যেত কিন্তু সুপার জায়ান্ট কর্তৃপক্ষ আদৌ অনুরোধও রাখবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান সকলেই।

সিএবি-তে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ

আঙুল কোষাধ্যক্ষের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুন : বেনজির ঘটনা। সাংঘাতিক অভিযোগ। আর সেই অভিযোগে বিদ্ধ খোদ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী!

বঙ্গ ক্রিকেট সংসারে বিতর্ক আগেও বিস্তর হয়েছে। খাবারের প্যাকেট, পানীয় জল, গাড়ি- অতীতে নানা সময়ে বাংলা ক্রিকেট সংস্থা নানা অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছে। তবে খোদ কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ অতীতে কখনও এসেছে কিনা, কারোর জানা নেই। এমন ঘটনা সামনে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে বাংলা ক্রিকেটের অন্দরমহলে। ড্যামেজ কন্ট্রোলে আসরে নেমেছেন আপাতত মুম্বইয়ে থাকা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। শেষ পর্যন্ত মহারাজ কতটা সফল হবেন, তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন।

কারণ, এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সিএবি-র ওয়াডসম্যান পর্যন্ত গড়িয়েছে। আগামী ১৯ জুলাই বিষয়টির শুনানি করতে চলেছেন তিনি। যেখানে সব পক্ষের বক্তব্য শোনা হবে। তার আগে আগামী শনিবার দুপুরে সিএবি-তে এথিক্স অফিসারের কাছে হাজিরার নির্দেশ গিয়েছে সিএবি কোষাধ্যক্ষের কাছে।

ঘটনার সূত্রপাত মাসখানেক আগে। সিএবি কোষাধ্যক্ষের ক্লাব শতাব্দীপ্রাচীন উয়াড়ির তরফে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ তুলে দক্ষিণ কলকাতার লেক থানা ও আলিপুর আদালতের দ্বারস্থ হন ক্লাবের ছয় প্রতিনিধি। তাঁরাই ঘটনার কথা জানান সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কেও। কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পাঁচ পাতার অভিযোগ জমা পড়ে সিএবি-তে। যেখানে স্পষ্টভাবে অভিযোগ করা হয়েছে, সিএবি থেকে উয়াড়ি ক্লাব প্রতিবছর যে অনুদান পায়, সেই অর্থ কোষাধ্যক্ষ প্রবীর ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। পালটা যুক্তিও রয়েছে। সিএবি কোষাধ্যক্ষ তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছেন, অতীতে উয়াড়ি ক্লাব পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কিছু অর্থ খরচ করেছিলেন তিনি। সেই টাকাই সিএবি থেকে ক্লাবের নামে তুলেছেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে কি এমনটা করা যায়? সিএবি কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তি, একাধিক পদের অভিযোগও রয়েছে। সিএবি কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশে প্রবীর কীভাবে উয়াড়ির সচিব পদে থাকেন, তা নিয়েও রয়েছে অভিযোগ।

এদিকে, আগামীকাল সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের আসরে সারা আলি খান ও আদিত্য রয় কাপুর হাজির হতে চলেছেন। আগামীকাল রাতে বেহালায় সৌরভের বাড়িতে নৈশভোজেও যাবেন তাঁরা।

বুধবার ছিল তিরাশির বিশ্বজয়ের ৪২তম বর্ষ। বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য সন্দীপ পাতিলকে এদিন সিএবি-র তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

হারের পর হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়ছেন বায়ার্ন মিউনিখের হ্যারি কেন, টমাস মুলার, সার্জ গ্যানাব্রিরা। বুধবার ফিলাডেলফিয়ায়।

জিতেও গ্রুপে দ্বিতীয় চেলসি

বেনফিকার কাছে হার বায়ার্নের

ফিলাডেলফিয়া ও শার্লট, ২৫ জুন : সহজ জয়। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইএস তিউনিসকে ৩-০ গোলে হারাল চেলসি। তবুও শীর্ষস্থান অধরা। ব্লুজ ব্রিগেডকে পিছনে ফেলে গ্রুপ সেরা ব্রাজিলের ফ্ল্যামেঙ্গো।

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-র সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করায় ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটির ঝুলিতে ৭ পয়েন্ট। চেলসির পয়েন্ট ৬। অর্থাৎ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে ইংলিশ ক্লাবটি। এদিন তিউনিশিয়ার ক্লাবটির বিরুদ্ধে চেলসির জার্সিতে প্রথমবার গোল করেন লিয়াম ডেলপ (৪৫+৫)। বাকি দুইটি গোল টোনিস আদারবিও (৪৫+৩) ও টাইরিক জর্জের (৯০+৭)। দুইটি গোলেই অবদান রয়েছে এনজো ফার্নান্ডেজের।

অন্যদিকে, বেনফিকার কাছে ১-০ গোলে হেরে গেল বায়ার্ন মিউনিখ। জয়সূচক গোলটি ১৩ মিনিটে আন্দ্রেয়াস শেলদেরুপের করা। আসলে তীব্র গরমে নিজেদের খেলাটা খেলতেই পারেননি সার্জ গ্যানাব্রি, লেরয় সানে থেকে পরিবর্ত হিসাবে নামা হ্যারি কেন, জোশুয়া কিমিচরা। শার্লটের মাঠে ৩৬ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কার্যত কাহিল হয়ে পড়েন দুই দলের ফুটবলাররাই। একাধিকবার খেলা থামিয়ে জল পানের বিরতি দেওয়া হয়। অসুস্থ হয়ে মাঠ ছাড়েন বেনফিকার ফুটবলার জিয়ানলুকা প্রেসতিয়ানি। হেরে যাওয়ায় ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'সি' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে নক আউটে নামবে বায়ার্ন। শেষ ষোলোয় জার্মান জায়েন্টদের প্রতিপক্ষ ফ্ল্যামেঙ্গো। ৭ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপে শীর্ষে থাকা বেনফিকার বিরুদ্ধে খেলবে চেলসি।

অন্যদিকে, আর্জেন্টাইন ক্লাব বোকা জুনিয়ার্সকে রুখে দিল অপেশাদার অকল্যান্ড সিটি। ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করল নিউজিল্যান্ডের ক্লাবটি। অকল্যান্ড সিটির হয়ে গোল করা ক্রিশ্চিয়ান গ্রে পেশায় স্কুল শিক্ষক। ৫২ মিনিটে তাঁর গোল হয়তো ম্যাচ জেতাতে পারেনি। তবুও এই সাফল্য তাদের কাছে একরকমের স্বপ্নপূরণ।

ড্র করল 'অপেশাদার' অকল্যান্ড সিটি

কলকাতা লিগের জমকালো উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুন : বিনোদনে ভরপুর কলকাতা ফুটবল লিগের বোধন।

রঙিন আলো আর আতশবাজির রোশনাইয়ের সঙ্গে সুরের মূর্চ্ছনায় প্রিমিয়ারের জমকালো উদ্বোধন। ক্রীড়াপ্রেমী সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক সনৎ দে, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য থেকে প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, অমিত ভদ্রদের উপস্থিতিতে নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে চাঁদের হাট। ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ রাজ্য ফুটবল সংস্থার অন্যান্য পদাধিকারীরা। প্রত্যেককে সংবর্ধিত করা হয় আইএফএ-র তরফে। বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার ভূয়ষী প্রশংসা করেন পার্থ ভৌমিক।

এরপর পড়শি রাজ্য ওড়িশার ঐতিহ্যবাহী ড্রাম ও নাচের অনুষ্ঠান। গান গাইলেন প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী পৌষালি বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যাচ শুরুর আগে কলকাতা লিগের থিম মিউজিকের সঙ্গে লেজার শো। সবমিলিয়ে মায়াবী পরিবেশ তৈরি হল নৈহাটির মাঠে। ম্যাচ শুরুর আগে ফুটবল উপহার দেওয়া হয় উপস্থিত দর্শকদের। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি বেহালা এসএস ও কালীঘাট এমএস। কিক অফের আগে ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সাড়লেন বিধায়ক সনৎ দে ও আইএফএ-র পদাধিকারীরা। দুই দলের অধিনায়কের হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত কলকাতা ফুটবল লিগের বিশেষ স্মারক।

সুপার ডিভিশন ফুটবল শুরু

বালুরঘাট, ২৫ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলাসুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে পিএইচএস ৯২ ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। ঘরের মাঠে ফ্রেন্ডসের নিরোদ মুর্মু ও সনাতন টুডু গোল করেন। পিএইচএসের গোল দুইটি শিবনাথ মুর্মু এবং শিবা মুর্মুর। প্রতিযোগিতার বাকি দলগুলি হল এয়ারপোর্ট ইয়ং, সারেংবাড়ি, টাউন ক্লাব, ভোরের আলো, কুরাহা, গৌরাঙ্গপুর ও নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব।

খেতাব জিতেও খুশি নন নীরজ

অস্ট্রাভা, ২৫ জুন : মুকুটে আরও একটা পালক। প্যারিস ডায়মন্ড লিগের পর অস্ট্রাভা স্পাইকেও সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছেন নীরজ চোপড়া। তবুও নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার।

অস্ট্রাভায় তৃতীয় প্রয়াসে ৮৫.২৯ মিটার জ্যাভলিন ছোড়েন নীরজ। সব মিলিয়ে ছয়বারের মধ্যে সফল থ্রো চারটি। কিন্তু কোনওবারেই নিজের সেরা পারফরমেন্সের ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেননি। তাই সেরা হয়েও হতাশ দেখাল নীরজকে। ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার বলেছেন, 'ট্রফি জিততে পেরে ভালো লাগছে। তবে নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।' তাঁর সংযোজন, 'চেক প্রজাতন্ত্রে জ্যাভলিন খুবই জনপ্রিয়। এখানে দর্শকদের থেকে যে সমর্থন পেয়েছি তা সত্যিই অসাধারণ। ওদের জন্যই আরও ভালো পারফর্ম করতে চেয়েছিলাম।' অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী নীরজের কাছে এই সাফল্য আবার একরকম স্বপ্নপূরণও। তিনি বলেছেন, 'ছোট থেকে এই প্রতিযোগিতা দেখছি। উসেইন বোল্ট, জ্যান জেলেনজিদের এখানে চ্যাম্পিয়ন হতে দেখেছি। ওদের মতো আমিও এই অস্ট্রাভায় খেতাব জেতার স্বপ্ন দেখতাম। সেদিক থেকে বলাই যায়, আমার স্বপ্নপূরণ হল।'

> ট্রফি জিততে পেরে ভালো লাগছে। তবে নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। এখানে দর্শকদের থেকে যে সমর্থন পেয়েছি তা সত্যিই অসাধারণ। ওদের জন্যই আরও ভালো পারফর্ম করতে চেয়েছিলাম। -নীরজ চোপড়া

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কুশমণ্ডি হাইস্কুল (উপরে) ও বাদামাইল এলপি হাইস্কুল (নীচে)। ছবি : জয়ন্ত সরকার

চ্যাম্পিয়ন রাজীবপুর, বাদামাইল

গঙ্গারামপুর, ২৫ জুন : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সুব্রত কাপ ফুটবলে জেলা চ্যাম্পিয়ন হল রাজীবপুর সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল (অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলে), কুশমণ্ডি হাইস্কুল (অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলে) ও বাদামাইল এলপি হাইস্কুল (অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়ে)। বুধবার রাজীবপুর ৩-০ গোলে ফতেপুর বালুপাড়া হাইস্কুলকে হারিয়েছে। গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাব মাঠে ম্যাচের সেরা আকাশ মুর্মু জোড়া গোল করে। অন্যটি রহিত হেমব্রমের। কুশমণ্ডি ২-০ গোলে রাজুয়া এসএস হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করে উত্তম সরকার ও সুমিত সোরেন। ম্যাচের সেরা অনীক সরকার। বাদামাইল এলপি হাইস্কুল সাডেন ডেথে ৫-৪ গোলে লোহাগঞ্জ হাইস্কুলকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ গোলে ছিল। বাদামাইলের জয়ন্তী বর্মন ও লোহাগঞ্জের পায়েল সরকার গোল করে। ম্যাচের সেরা জয়ন্তী।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে চাপে বাংলাদেশ

কলম্বো, ২৫ জুন : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচের প্রথম দিনের পর চাপে বাংলাদেশ। বুধবার দিনের শেষে তাদের স্কোর ২২০/৮।

বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথমদিনে বাংলাদেশের কোনও ব্যাটারই অর্ধশতরান করতে পারেননি। সবাধিক ৪৬ রান পেয়েছেন ওপেনার শাদমান ইসলাম। মিডল অর্ডারে মুশফিকুর রহিম ৩৫ এবং লিটন দাস ৩৪ রান করেছেন।

গলে প্রথম ম্যাচে টসে জিতে শুরুতে ব্যাট করে বাংলাদেশ ৪৯৫ রান তুলেছিল। কলম্বোতেও একই পরিকল্পনা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু বাস্তবে তা করে দেখাতে পারেননি নাজমুল হোসেন শান্তরা (৮)। পঞ্চম উইকেটে মুশফিকুর ও লিটনের ৬৭ রানে জুটিতে কিছুটা মুখরক্ষা হয় বাংলাদেশের।

নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট তুলে বিপক্ষকে সারাদিনই চাপে রেখেছিলেন শ্রীলঙ্কান বোলাররা। অভিষেককারী বাঁ হাতি স্পিনার সোনাল দিনুশা (২২/২) দুই উইকেট নিয়েছেন। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন দুই পেসার আসিথা ফার্নান্ডো (৪৩/২) ও বিশ্ব ফার্নান্ডো (৩৫/২)।

অভিষেক টেস্টে প্রথম ইনিংসে দুই উইকেট পেলেন সোনাল দিনুশা।

ভারতীয় খুদের সঙ্গে ড্র কার্লসেনের

তিবিলিসি, ২৫ জুন : বয়স মাত্র ৯ বছর। কিন্তু তাতেই গোটা বিশ্ব দাবাকে চমকে দিয়েছে।

মঙ্গলবার আর্লি টাইটেল টুইসডে নামক এক অনলাইন দাবা প্রতিযোগিতায় দিল্লির ৯ বছরের খুদে দাবাড়ু আরিত কপিল কিংবদন্তি ম্যাগনার্স কার্লসেনের সঙ্গে খেলায় ড্র করেছে। একটা সময় বিশ্বের একনম্বর তারকাকে প্রায় হারিয়েই দিয়েছিল এই ভারতীয় দাবাড়ু। সেখান থেকে শেষ মুহূর্তে ম্যাচ বাঁচান কার্লসেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে অনূর্ধ্ব-৯ জাতীয় দাবায় রানার্স হয়েছিল আরিত। এই মুহূর্তে অনূর্ধ্ব-১০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার জন্য জর্জিয়ায় রয়েছে দিল্লির এই ছেলেটি। সেখানে প্রথম দুই রাউন্ডে জিতেও গিয়েছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাঁকেই অনলাইন দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল আরিত।

চুক্তি বাড়ল নেইমারের

ব্রাসিলিয়া, ২৫ জুন : ছোটবেলার ক্লাব স্যান্টোসের সঙ্গে চুক্তি বাড়ালেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সৌদি প্রো লিগ থেকে ছয়মাসের চুক্তিতে ব্রাজিলের ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

৩৩ বছরের এই তারকার সঙ্গে ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি বাড়ানো হয়েছে। অবশ্য তার আগে বেশ কিছুদিন ধরে জল্পনা চলছিল, ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন নেইমার। নয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, 'আমি হৃদয়ের কথা শুনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্যান্টোস শুধু আমার ছোটবেলার ক্লাব নয়, এটা আমার বাড়ি। এখানে থাকতে পেরে আমি খুশি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমার কেরিয়ারের অপূর্ণ স্বপ্নগুলো এখানে পূরণ করতে চাই। এখন আমাকে আর কোনও কিছুই আটকাতে পারবে না।'

নেইমারের সঙ্গে লামিনে ইয়ামাল।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা হরিপদ বর্মণ - কে 01.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62B 56017 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, শুধু পুরস্কারের জন্যই নয়, বরং আমাকে নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য। এখন আমি আমার পরিবারকে আরও ভালোভাবে সমর্থন করতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরা বিরাট চৌহান। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

৩ উইকেট বিরাটের

বালুরঘাট, ২৫ জুন : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ একদিনের ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল হাওড়া। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ১৪ রানে দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে হাওড়া প্রথমে ৪০.৩ ওভারে ১৩৪ রান তোলে। সৌগত মাল ৪০ রান করে। শেখ রেহান আলি ১৮ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৩৬.৪ ওভারে ১২০ রানে অল আউট হয়। আয়ুষ রায় ৫৩ রান করে। ম্যাচের সেরা বিরাট চৌহান ২৫ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে কুশল গুপ্তাও (৩০/৩)।

ঝজুর হ্যাটট্রিক

মালদা, ২৫ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার চিন্ময় মেমোরিয়াল ক্লাব ৫-১ গোলে শ্রীরামপুর দেশবন্ধু ক্লাবকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা ঝজু দাস হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল রনি মণ্ডলের। দেশবন্ধুর গোলটি সিবন্ত হেমব্রমের।

অন্যদিকে, টিএসকেএস ও রিল ফুটবল দলের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা রিল ফুটবল দলের বিবেক দাস।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন ঝজু দাস। ছবি : জসিমুদ্দিন আহমেদ

মহিলা ফুটবল লিগ শুরু

রায়গঞ্জ, ২৫ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার তিনদিনের মহিলা ফুটবল লিগ বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে নন্দঝাড় উচ্চ বিদ্যালয় ৩-২ গোলে নন্দঝাড় ছাত্র সমাজকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে নন্দঝাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের দিয়া বিশ্বাস জোড়া গোল করেন। অন্যটি নেহা বাড়ইয়ের। ছাত্র সমাজের গোল দুইটি রাখি মণ্ডল ও ফতেমা খাতুনের। ম্যাচের সেরা দিয়া। বৃহস্পতিবার খেলবে নন্দঝাড় উচ্চ বিদ্যালয় ও ডাঙাপাড়া আদিবাসী মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমি।

উত্তরের খেলা

ম্যাচের সেরা দিয়া বিশ্বাস। ছবি : দিবাকর সাহা

জয়ী ইয়েলমো

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের বুধবার ইয়েলমো এফএ ২-০ গোলে জেএফএ-কে হারিয়েছে। গোল করেন বিশ্বরূপ দে ও ম্যাচের সেরা সুশান্ত রায়।